সক্রেটিসের বিচার ও প্রাণদণ্ড

সক্রেটিসের বিচার ও প্রাণদণ্ড

ভাষান্তর

কমলেশ চক্রবর্তী

মডেল পাবলিশিং হাউস
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SACRETISER VICHAR O PRANDANDA

প্রথম প্রকাশ

জানুযাবি ১৯৫৬

অক্ষর বিন্যাস

কম্পুটার ওয়ার্ল্ড

৫৬, সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর

কলিকাতা- ৭০০ ০৩২

মুদ্রক : স্পেকট্রাম অফসেট্

৫বি, কুণ্ডু লেন

কলিকাতা-৭০০ ০৩৭

প্রত্যক্ষ প্রকাশনের পক্ষে জয়ন্ত চক্রবর্তী কর্তৃক

পি ১২এ গ্রিন ভিউ, কলকাতা- ৭০০০৮৪ থেকে প্রকাশিত

উৎসর্গ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
অগ্রজপ্রতিমেষু

ভূমিকা

সক্রেটিস ৪৬৯ খ্রিঃ পূর্বাব্দে আথেন্স শহরে অথবা কাছাকাছি অন্য কোনো ছোট শহরে জন্মেছিলেন। তাঁর জীবন কাহিনী অন্য কোনো সমসাময়িক আথেন্সবাসীর তুলনায় ভিন্নতর ছিল না। তিনি তাঁর সত্তর বছরের নিস্তরঙ্গ জীবন কাটান। এই প্রায় দীর্ঘ জীবনে তিনবার মাত্র সক্রেটিসকে পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের কারণে তাঁর প্রিয় আথেন্স ত্যাগ করে যুদ্ধে যেতে হয়। সম্রাট পেরিক্লেসের মৃত্যু হয় এই সময়েই। প্লেগ রোগে। এই মহামারীই স্পার্টানদের কাছে আথেন্সের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়েছিল। যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যই আথেন্সবাসীদের বুদ্ধিচর্চা, সাহিত্য-দর্শনচর্চার বিশেষ কোনো অন্তরায় হয় নি। মনীষার ক্ষেত্রে নগরবাসীদের প্রগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। ইস্কিলাস, সোফোক্লেসের পর আরিস্তোফেনিস রচনা করছেন তাঁর বিদ্রূপ নাট্যাবলী। হেরোডোটাস লিখছেন প্রথম ইতিহাস। থুসিডিয়াস রচনা করছেন সাম্প্রতিক যুদ্ধের হিসাব। সক্রেটিসও ফিরে এলেন যুদ্ধ থেকে। এবং শহরের মধ্যবর্তী বাজার এলাকায় বিছিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অনাস্বাদিত পূর্ব যুক্তিজাল, প্রয়োজনে চলতি মানুষকে থামিয়ে এবং চারপাশ ঘিরে তরুণ প্লেটো, জেনোফোন ও তাঁদের মতো আরো অনেক অল্প বয়েসী ঝকঝকে আথেনীয়ন যুবকদের নিয়ে।

সক্রেটিসের পিতা সোফ্রোনিসকাস ছিলেন প্রথিতযশা স্থপতি, পাথরের কাজে পারদর্শী। এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল ফায়েনারেতে, যিনি ছিলেন একজন ধাত্রী। এরফলে নানা পরবর্তী রচনায় সক্রেটিসকে বলা হয়েছে রাজমিস্ত্রী। জীবনের শেষ পর্যায়ে সক্রেটিস সমসাময়িক সময়ে ডাকসাইটে ঝগড়াটে একজন মহিলাকে বিবাহ করেন যার নাম ছিল জানথিপে। যার গর্ভে সক্রেটিসের তিন পুত্র সন্তান জন্মায় এবং পিতার মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির সময়ে এরা সকলেই নাবালক ছিল। একজন তো ছিল মাতৃক্রোড়ে। সক্রেটিস যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন ভারি অস্ত্রের পদাতিক হিসেবে। এবং সৈনিক হিসেবে, কথিত আছে, তিনি ছিলেন তাঁর সাহসিকতা এবং শারীরিক স্থিতিস্থাপকতার জন্য অতীব প্রখ্যাত। আত্মসমর্থনে তিনি যে বলছেন তাঁর আর্থিক অনটনের কথা তা যথার্থ ব'লে মনে নাও হ'তে পারে। কারণ সম্রাট পেরিক্লেসের সময়ে স্থপতিদের বিত্তলাভ যথেষ্ট হ'তো বলেই মনে হয়। ৪০৬ খ্রিঃ পূ. সক্রেটিসকে পাঁচশত সদস্যের সমিতিতে গ্রহণ করা হয়। এই সমিতি আথেন্সের রাজ্য পরিচালনার কাজ

চালাতেন। এটা কোনো রাজনৈতিক কাজ নয়। পক্ষান্তরে নাগরিকের দায় হিসেবেই মনে করা হ'তো। সময়টা আথেন্সের পক্ষে খুব শুভ ছিল না। কারণ আরো একটা যুদ্ধে আথেন্স পরাজিত হওয়ায় সমিতি যুদ্ধে নিয়োজিত সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সেনাপতিদের অভিযুক্ত করতে চায়। এই বিতর্কে সক্রেটিসকে প্রধান বক্তা এবং সভা পরিচালক নির্ধারণ করা হল। সক্রেটিস অবশ্যই যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে এঁদের শাস্তিদানের বিরোধী ছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত, একটা অসন্তোষ গ'ড়ে উঠলো আথেন্সে। এবং তারই ফলসরূপ ৩৯৯ খ্রি: পূ. তিন সদস্যের এক সিন্ডিকেট ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা ও তরুণদের মস্তকচর্বণের অজুহাতে অভিযুক্ত করে। এই সিন্ডিকেট পরিচালনা করেছিল নামগোত্রহীন এক মেলেটাস।

(এই বিচারেই সক্রেটিসকে অপরাধী নির্ণীত ক'রে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। বিচারের একমাস পরে সক্রেটিসের দণ্ডাদেশ পালন করা হয়।)

(সক্রেটিস আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি, অত্যন্ত কুদর্শন ছিলেন। তাঁর ছিল চওড়া, খ্যাঁদা নাসিকা, বেরিয়ে আসা দুই চক্ষু, পুরুষ্ট ওষ্ঠ এবং সর্বোপরি একটা গোলাকার উদর—যা মিলেমিশে তাঁর বহিরাবরণের দর্শন মনোরম করে নি। একথা স্মরণে রাখতে হবে সেই কালেও তাঁর দর্শন তাঁর জ্ঞানবত্তার প্রতি আকর্ষণের কোনো অন্তরায় হয় নি। তাঁর ছিলো চৌম্বক আকর্ষণ ক্ষমতা। প্লেটোর বিখ্যাত সিম্পোজিয়াম নামক গ্রন্থে আছে, আলসিবিয়াডেসের ভাষণে, সক্রেটিসের বহিরাবরণ বস্তুতপক্ষে তাঁর অন্তরের অমূল্য সম্পদের বৈষম্য প্রদর্শন।

তবে একথা বহুবার আলোচিত হয়েছে যে সক্রেটিসের প্রভাব পরবর্তী কালে যতখানি তাঁর দার্শনিক ভাবনামগুলের জন্য ছিল তার তুলনায় অনেক অধিক ছিল অবশ্যই তাঁর জীবনের ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তথা দৃঢ়তার প্রতি এবং তৎসহ তাঁর চমকপ্রদ বিচার ও মৃত্যুদণ্ডাদেশের কারণে। এর সঙ্গে যে অতুলনীয় প্রত্যাদেশলব্ধ বাচনপদ্ধতি আর বুদ্ধিমত্তার ঔজ্জ্বল্য—তার স্মৃতি পরবর্তী শতকসমূহে সক্রেটিসকে স্মরণের শিরোমণি হিসেবে অলঙ্কৃত ক'রে রেখেছে।

অন্যপক্ষে তাঁর অভিভাষিত দার্শনিক ভাবনামণ্ডলের অপ্রতুলতা ও অস্থিরনিশ্চয়তা তাঁর প্রয়াণের পর অনেকানেক বিপরীত অনুপ্রেরণাজাত দর্শনের

উদ্ভাবনা ঘটিয়েছে। এবং যাঁদের দ্বারা এই সব দার্শনিক প্রবর্তনা ঘটে তাঁদের মধ্যে অবশ্যই আছেন ভুবনখ্যাত প্লেটো, সিনিকচূড়ামণি আন্তিস্থেনেস, মেগারার ইউক্রেদেস এবং পরবর্তী কালের এপিকিউরাসের পূর্বসূরী আরিস্তিপাস।

একথা স্মর্তব্য, সক্রেটিসের কলম কখনও একটা ছত্র পর্যন্ত প্রসব করে নি। তিনি রচনা করেন নি কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ দাম্ভিক গ্রন্থ। ফলে সক্রেটিসের মতাদর্শের বিচারবিবেচনায় আমরা বিগত কয়েক শতাব্দী ধ'রে নির্ভরশীল— যা কিছু লিখিত রেখেছেন তাঁর সমকালীন অন্যান্য প্রথিতযশা লেখকবৃন্দ— যেমন নাট্যকার আরিস্তোফেনিস, জেনোফোন আর সর্বোপরি প্লেটো। এইসব রচনা থেকেই আমরা যারা এই ক্ষণজন্মা পণ্ডিতের ভাবনাচিন্তার বৈচিত্র্যময়তার অনুসন্ধানরত, তাদের খাদ্যপানীয়ের উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহ করতে হয় সক্রেটিসের দুর্মর আকর্ষণের উৎস তথা যুক্তিযুক্ততা।

এই জীবনাদর্শ তাঁর সমসাময়িকদের উপর এমনি অনুরঞ্জিত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তাঁর পরবর্তী গ্রিক দার্শনিকদের দর্শনের ইতিহাসে গুরুর সম্মানার্থে বর্ণিত হয়—প্রিসক্রেটিকস নামে।

পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে এ কথা মনে করা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তিগত কারণ মেলেটাস, লাইকোন ও প্রতিক্রিয়াশীল অথচ সম্মানীয় আনিটাসকে একত্রিত করেছিল। সক্রেটিসও তাঁর আত্মসমর্থনে বলেছেন, এই বিচার ও দণ্ডাদেশের সূচনা এই তিনজনের তৎপরতায় ঘটেনি, এর পশ্চাতে রয়েছে তিরিশ বছর অথবা তার চেয়েও বেশি দিনের পরিপক্ক অবিশ্বাস।

তিন খণ্ডে বিবৃত হয়েছে এই ঝকঝকে রূপহীন মানুষটির বিচার - প্রহসন, তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন ও কথোপকথন। প্রথম অংশ—আপোলোজিয়া, যা আমরা বলছি, আত্মপক্ষ সমর্থন, দ্বিতীয় অংশ—ক্রিটো ও সক্রেটিসের কথোপকথন এবং তৃতীয় অংশ—ফিডো, যেখানে আছে এখেক্রাটেস ও ফিডোর কথোপকথন। সক্রেটিস আত্মসমর্থন করেছিলেন প্রস্তুতিহীন ভাবে পাঁচ শ অথবা পাঁচ শ একজন আথেনীয়নের সামনে। প্লেটো সেই বিচারে উপস্থিত ছিলেন এবং এই ভাষণের অনুলিখন রক্ষা করেছিলেন। কতখানি পরিমার্জনা করেছিলেন আর তার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। যদিও মনে রাখা কর্তব্য সক্রেটিস তাঁর গুরু এবং সমকালীন অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে সত্য বিকৃতির প্রবণতা প্লেটোর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবু এমন প্রশ্ন উঠতে পারে

এই রচনাগুলো কতখানি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গ্রাহ্য করা যাবে? লেখক হিসেবে এই রচনা প্লেটোর আনুগত্যের চেয়ে লেখক হিসেবে স্বীকৃতির প্রযত্ন অধিক হ'তে পারে। অবশ্য অনেকে মনে করেন দীর্ঘ ও জটিল বাক্যবন্ধের গঠন পদ্ধতি প্লেটোর শুদ্ধ রচনাক্ষমতার পরিচয় বহন করে। কোনো ভাবেই আমাদের এই রচনাটিকে কেবলমাত্র আত্মকথা ব'লে মনে হয় না; পক্ষান্তরে জটিল দার্শনিক বক্তব্য হিসেবে গ্রাহ্য করাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

তবে এর সূক্ষ্ম ঘটনাবলী কাল্পনিক ভেবে নেওয়াটা অযৌক্তিক। কারণ সেই দিনটিতে যা ঘটেছিল তার সঙ্গে প্লেটো ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ফলে প্লেটোর বর্ণনা যথার্থ ঘটনার অধিক অথচ শুদ্ধ কল্পনাও নয়। বলা যায় শিল্পসম্মত একটি রচনা।

আসলে 'আত্মপক্ষ সমর্থন' ও 'ক্রিটো' এই দুই অংশই সক্রেটিসের মৃত্যুর সমসাময়িক রচনা। এবং তৃতীয় অংশ—'ফিডো' সক্রেটিসের প্রয়াণের অন্তত কুড়ি বছর পর রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে অন্য যে সব লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই এই তিনটি রচনা নির্ভর। জেনোফোনের এই বিচার বিষয়ক রচনা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে লিপিবদ্ধ। কারণ জেনোফোন ছিলেন একজন ঐতিহাসিক। প্লেটোর বর্ণিত সক্রেটিস— একটি অঙ্কিত প্রতিকৃতি, ফোটোগ্রাফ নয়। এবং সেই প্রতিকৃতি প্লেটোর দৃষ্টিতে যথার্থ বলেই মনে হয়েছে। দু হাজার বছর ধ'রে বিশ্ববাসীর কাছে তেমনি মনে হয়েছে। আমরা আমাদের ভাষান্তরের জন্য লন্ডনের ফোলিও সোসাইটি কৃত প্লেটোর লিখিত গ্রন্থই অবলম্বন করেছি।

আত্মপক্ষ সমর্থন
প্রতিবাদীর ভাষণ

সক্রেটিস : আথেন্সবাসীগণ, অভিযোগকারীরা আপনাদের উপর কতোখানি প্রভাব বিস্তার করেছেন তা আমার অজানা : আমার কাছে, তারা এতো বেশি বাধ্যতামূলক ভাবে উচ্চকণ্ঠ যে আমি প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম, আমিই সেই লোক যার সম্পর্কে ওরা অত কথা বলছেন। কিন্তু ওরা যা যা বিবৃত করেছেন তা-তে প্রায় কোনো সত্যই নিহিত নেই : যদিও তাদের বক্তব্যে একটি অপবাদ রয়েছে, বলা উচিত অনেকগুলোর মধ্যে একটি, যেটি আমার কাছে বিশেষভাবে বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়েছে। এবং তা হচ্ছে, যখন ওরা আপনাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে বলছেন, যাতে আমার দ্বারা আপনারা বিপথানুগামী না হন : কারণ আমি, যেমন ওরা দাবি করেন, একজন 'উৎকৃষ্ট বক্তা'। এটা, আমার মতানুসারে, সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ, ধৃষ্টতা, নিরুত্তাপ ভাবে এমন একটি দাবি করেছেন যা পর মুহূর্তে আমার ভাষণের সরলতম দৃষ্টান্তে ভিন্নরূপ ব'লে প্রমাণিত হবে: কারণ, আপনারা যেমন দেখছেন, আমি কোনো অর্থেই একজন 'উৎকৃষ্ট বক্তা' নই, যদি না 'উৎকৃষ্ট বক্তা' অভিধার দ্বারা ওরা এমন কাউকে চিহ্নিত করতে চান, যে একমাত্র সত্য কথাই বলে। যদি এটাই ওদের যথার্থতা হ'য়ে থাকে, তবে আমি সানন্দে স্বীকার করবো, বক্তা হিসেবে ওরা আমার শ্রেণীভুক্ত কখনোই হ'তে পারে না।

আমি যেমন বলেছি, ওদের ভাষণে যৎসামান্য সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু আমার কাছ থেকে আপনারা সত্য ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রবণ করতে পারবেন না। তাছাড়া ওদের ক্ষেত্রে যেমন সেরূপ কাল্পনিক ভাষণ রচনা আপনারা আমার কাছ থেকে শুনতে পাবেন না, আমার ভাষণে থাকবে না বাক্যবন্ধে সাহিত্যগন্ধী প্রয়োগরীতি, অলঙ্কার ও চাতুর্যময় বুনোট, পক্ষান্তরে থাকবে প্রাত্যহিকের সার্বিক ব্যবহার্য শব্দাবলী। আমি বিশ্বাস

করি আমার যা কিছু বলার আছে তা অবশ্যই যথার্থ এবং আমি আপনাদের কাছে দাবি করবো আপনারা এর থেকে অন্যরূপ কিছু আমার কাছ থেকে আশা করবেন না। যথার্থই, আমার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন হবে আমার এই বয়ঃকালে বিদ্যালয়ের ভাষণ দিবসের মতো ছাত্রের ন্যায় ব্যবহার আপনাদের উপস্থিতিতে দেখানো। সুতরাং, প্রথমত এবং সর্বোপরি, আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি যেন আপনারা বিহ্বল না হন, যেন আমাকে বিদ্রূপ না করেন, যখন আমার আত্মপক্ষ সমর্থন শুনবেন। যাতে আমি সেইসব বাক্যই ব্যবহার করবো যা আমি সর্বদা বাজারের সুদখোরের কাউন্টারে ব্যবহার করে থাকি (যেখানে আপনাদের মধ্যে অনেকেই দর্শকদের সঙ্গে উপস্থিত থাকেন) অথবা ব্যবহার করি অন্যসব ক্ষেত্রে। আমার অবস্থাটা এখন এইমত : (বর্তমানে আমি সত্তর বৎসরের প্রাচীন এবং আইনের বিচার ক্ষেত্রে এই আমার প্রথমতম উপস্থিতি; সুতরাং আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন এসব স্থানের প্রচল ভাষার জ্ঞান আমার একেবারেই বৈদেশিক ভাষার ন্যায় অজ্ঞাত। যদি আমি সত্য সত্যই বিদেশী হতাম, এবং কথা বলতাম ঠিক যেমন ক'রে আমি ভাষা ব্যবহার শিখতে শিখতে বড় হয়েছি, বিদেশীর উচ্চারণ পদ্ধতিতে, তবে অবশ্যই আপনারা আমাকে ক্ষমার চক্ষে দেখতেন : এখন তাই, আপনাদের আমি অনুরোধ জানাবো, এবং আমার বিশ্বাস এটা অযৌক্তিকও নয় : দয়া করে আমার ভাষণ পদ্ধতি মার্জনীয় মনে করবেন—এর চেয়ে হয়তো বা আরো উৎকৃষ্ট হ'তে পারতো, অথবা আরো অপকৃষ্টও হ'তে পারতো—পদ্ধতি অগ্রাহ্য ক'রে, বক্তব্য বিষয়েই মনঃসংযোগ করবেন। আপনারাই স্থির করবেন আমি যা বলছি তাতে ন্যায়পরায়ণতার অস্তিত্ব আছে কি নেই। জুরিদের এইটিই উপযুক্ত কার্য : বক্তার উপযুক্ত কাজ হচ্ছে যেমন সত্যকথন।)

আমার পক্ষে উচিত হবে আমার পূর্বতন অভিযোগকারীদের ও তাদের বিবৃত কুৎসার বিরুদ্ধে নিজেকে প্রথমত রক্ষা ক'রে, পরে আমার সাম্প্রতিক বিরুদ্ধতাকারীদের ও তাদের বর্ণিত সমতুল কুৎসাপূর্ণ অভিযোগগুলির প্রতিবাদ জানানো।

আপনারা যেমন জ্ঞাত আছেন, বহুবৎসর যাবৎ বহুসংখ্যক মানুষ আপনাদের কর্ণগোচর করেছেন আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, তাতে অবশ্যই সত্য ভাষণ বিন্দুমাত্রও ছিলো না। এ কথাটা আমি বলতে চাই। এবং এনিটাস ও তার সহকর্মীদের যে আমি খুব বেশি ভয় পাই তা নয়, যদিও তারাও অত্যন্ত বেশি মাত্রায় ভয়াবহ : না, আমার আরো অন্য বিরুদ্ধাচারী আছে যারা এদের তুলনায় অধিকমাত্রায় ভয়ঙ্কর, সেইসব মানুষ যারা তাদের মিথ্যে প্রচারের দ্বারা ক্রমাগত আমাকে অভিযুক্ত ক'রে থাকে এবং যারা আপনাদেরও ওদের বক্তব্যে আস্থা স্থাপন করতে বাধ্য করেছে। 'এখানে একজন মানুষ বাস করে যার নাম সক্রেটিস: ওরাই ব'লে থাকে, একজন বুদ্ধিজীবী, যে স্বর্গ বিষয়ে নানা অলীক কল্পনা করে, তদুপরি নিরয় বিষয়েও তার অনুসন্ধানের অন্ত নেই, যে কৃষ্ণবর্ণকে তার যুক্তির দ্বারা শুভ্রতায় পরিবর্তিত করতে সক্ষম।' এরাই বস্তুত অত্যন্ত বিপদজনক অভিযোগকারী, স্বদেশবাসীগণ, এরাই তারা, যারা এ ধরনের জনশ্রুতি রটনা করে। যখন মানুষ এ ধরনের কথা শ্রবণ করে, তারা এই সমাধানে পৌঁছাতে দ্বিধা করে না যে এই ধরনের অনুসন্ধিৎসাই নিরীশ্বরবাদে আস্থাবানের যথাযথ চিহ্ন। এবং এইসব অভিযোগকারীগণ কেন যে এতো বিপদজনক তার অন্য যুক্তি হচ্ছে যে এখন মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, এবং অনেক কাল ধরেই তারা তাদের অভিযোগগুলো প্রচল রেখেছে। সুতরাং আপনারা যখন আপনাদের অত্যন্ত সংবেদনশীল বয়ঃক্রম পার হচ্ছেন তখনি আপনারা এ কথাগুলো শুনেছেন—আপনাদের মধ্যে অনেকেই কিশোর। বেশির ভাগই অবশ্য বালক। তারা নিজেদের মামলা জিতে নিয়েছিলো অনুপস্থিতির সুযোগে, কারণ আমার পক্ষ সমর্থন করার জন্য কেউ সেখানে উপস্থিত থাকেনি। অথচ আমার পক্ষে তাদের নামোল্লেখ পর্যন্ত করা সম্ভব নয়; মাঝেমধ্যে কোনো কোনো হাস্যরসের কাব্য রচয়িতা' ভিন্ন তারা সকলেই অনাম্নী। কেউ কেউ তাদের প্রচার বিজ্ঞাপিত করেছে ঈর্ষাপ্রণোদিত অথবা কেবলমাত্র অসূয়াপ্রণোদিত হ'য়ে। কেউ কেউ বা মতবদলের ফলে। অন্যদের মত পরিবর্তনেও

তারা সচেষ্ট থেকেছে; সকলে প্রায় প্রতিবাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বাইরে, কারণ তাদের মধ্য থেকে আমি একজনকেও এই সাক্ষ্যমঞ্চে উপস্থিত করাতে সক্ষম হইনি এবং তাই তাদের প্রশ্নও করা যায় নাই। পক্ষান্তরে আমি বাধ্য হয়েছি অশরীরীর সঙ্গে যুক্ত করতে এবং নিঃশব্দ ও অদৃশ্য সাক্ষ্যসমূহের প্রশ্নোত্তরের পরীক্ষা করতে।

সুতরাং, (আথেন্সের অধিবাসীবৃন্দ, আমি আপনাদের নিবেদন করছি আমার বাক্যের সত্যতায় আস্থা রেখে মেনে নিতে যে এখানে দুই দল বাদী উপস্থিত আছে, যেমনটি আমি এই মুহূর্তে বিবৃত করলাম : প্রথম দল, যারা বর্তমান অভিযোগ সমূহ এনেছে; এবং অন্য দল, পুরানো শত্রুদল যাদের কথাও আমি উল্লেখ করেছি। এবং আমি আপনাদের অনুরোধ করবো অনুধাবন করতে; যে আমার পক্ষে পূর্ববর্তী দলভুক্তদেরই অভিযোগের খণ্ডন করবার প্রচেষ্টা নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে। কারণ, আপনারা তাদের আনীত অভিযোগই অধিক সংখ্যক সময়ে শুনেছেন এবং আমার বর্তমান অভিযোগকারীদের আগেই তাদের কথা শ্রবণ করেছেন। সুতরাং সেই মতোই হোক : আমি এখন অবশ্যই আমার আত্মপক্ষ সমর্থন আরম্ভ করবো, ও কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যেই আমি অবশ্যই বিগত দীর্ঘ বৎসরাবধি আপনাদের মনে যে প্রতিকূল ধারণা জমে উঠেছে তা থেকে আপনাদের মুক্ত করবো। আশাকরি আমি এই কাজ সমাপনে সার্থক হবো : আমাদের উভয়ের পক্ষেই তা সুবিধাজনক হবে। আশাকরি, আমি আমার এ মামলায় জয়লাভ করবো।) কিন্তু আমি এর দুরূহতা বিষয়ে কোনো ভ্রান্ত ধারণার অনুগামী নই। আমি জানি এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। ফলাফল অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছে অনুযায়ী হবে; ইতিমধ্যে, আইন অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে, এবং আমি নিশ্চয় ক'রে অভিযোগগুলোর যথোপযুক্ত উত্তর দান করবো।

প্রথম অবস্থা থেকেই আমরা আরম্ভ করছি, এবং এও জানতে চাইছি মূল অভিযোগ কী ছিলো যা আমার প্রতিকূল মতামত

গ'ড়ে তোলায় সহায়ক হয়েছে, যে প্রতিকূলতা মেলেটাসকে যথাযথ ভাবে আমাকে অভিযুক্ত করবার সাহস জুগিয়েছে। বেশ, কী ছিলো সেই যথার্থ কুৎসা যা অসূয়াপ্রণোদিত গুজব বিস্তারে সহায়ক হয়েছে? তাও যেন রীতিমত অভিযুক্ত করার পদ্ধতি মেনে আমি অগ্রসর হবো, আর সেই জন্যই আমাকে তাদের হলফনামা পাঠ ক'রে আপনাদের শোনাতে হবে, তা এইরূপ : 'সক্রেটিসের অপরাধ নিম্নোক্তরূপ : নিষিদ্ধ ব্যাপারের বিষয়ে নাক গলানো; স্বর্গ ও নরক বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা; যুক্তিতর্কের বিস্তারে কৃষ্ণ কে শ্বেত ব'লে প্রতিপন্ন করা; তদুপরি এইরূপ করার জন্য অন্যদের শিক্ষাদান করা।' অভিযোগ অনেকটা এই ধরনের, যেমনটি আপনারা জ্ঞাত আছেন, নিজেরাই লক্ষ করছেন, আরিস্তোফেনিসের মিলনান্তক রচনায়, 'সক্রেটিস' নাতিঊর্ধ আকাশে ঘূর্ণায়মান, ঘোষণা করছেন যে সে 'বায়ুতে পদচারণরত', এবং বক্তব্য রাখছেন এমন অযৌক্তিক বিষয়ে যা আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ না জানার[২] বেশিকিছু জানি না। আমি অবশ্য এইসব বিষয়ে যারা পারঙ্গম তাদের কোনো প্রকার অসম্মান জানাতে ইচ্ছুক নই, ধরেই নিচ্ছি তেমন কেউ আছেন,—কারণ আমি পুনর্বার নিজেকে বিচারালয়ে উপস্থিত দেখতে ইচ্ছুক নই, মেলেটাস-এর জরুরি অভিযোগের প্রতিবাদ ক'রে! আমি যা বলতে চাই তা হ'চ্ছে যে আমার নিজের কদাপি এইসব বিষয়ে কোনো প্রকার অনুসন্ধিৎসা[৩] ছিলো না। এই সত্যতার সাক্ষ্য হিসেবে, জুরি মহোদয়গণ, আপনাদের কাছে নিবেদন করি; আমি তাঁদেরই জিজ্ঞেস করছি যাঁরা কোনো না কোনো সময়ে আমার বক্তৃতা শ্রবণ করেছেন—অবশ্য আপনাদের মধ্যে অধিকাংশই সেই শ্রেণীভুক্ত—আমি আপনাদের অনুরোধ করছি তথ্যাদি তুলনামূলকভাবে বিচার করবেন এবং বাদবাকিদের বলবেন আপনাদের মধ্যে কেউ কখনো আমাকে বলতে শুনেছেন কিনা, একবার হ'লেও, এইসব বিষয়ে। আপনাদের উত্তর দ্বারাই আপনারা অনুভব করতে পারবেন যে আমার সম্পর্কে অন্যসব গুজব, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত, তা যথার্থই ভিত্তিহীন। সেগুলোর একটিও সত্য নহে।

যেমন সেই ইঙ্গিত, আপনারা সম্ভবত শুনে থাকবেন, যে আমি মানুষকে শিক্ষাদান করবার বিনিময়ে দক্ষিণাও ধার্য করি, এটাও অবশ্যই ভিত্তিহীন; যদিও আমি অবশ্যই স্বীকার করবো যে আমি একাজ অন্যায় ব'লে মনে করি না তাদের পক্ষে যাদের অন্যকে শিক্ষিত ক'রে তোলার ক্ষমতা আছে, যেমন লিওনিতির গোর্জিয়াস-এর, অথবা কেওসের প্রডিকাসের, অথবা এলিসের হিপ্পিয়াসের। এঁদের প্রত্যেকের এই ক্ষমতা বর্তমান এবং তাঁরা নগর থেকে অন্য নগরে ভ্রমণরত, যুবাদের উপরোধরত, যারা কিনা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদের স্থানীয় কোনো শিক্ষকের পদতলে উপবেশন করতে পারে, তাদের আপন আপন নগরবাসী বান্ধবদের সাহচর্য ত্যাগ করেও এইসব শিক্ষকদের কাছে আসতে পারে। এই তরুণরা দক্ষিণা দান করে এবং তৎসত্ত্বেও তাদের এই সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে। এর থেকে আমার স্মরণ হচ্ছে, আমি অন্য একজন সফিস্ট-এর কথাও শুনেছি, এই নগরেই, যিনি পারোস থেকে আগত। আমি একজন মানুষকে একবার দেখেছিলাম যিনি অন্য সকলের দেয় অর্থেরও অধিক দক্ষিণা দান করতেন সফিস্টদের জন্য, আমি হিপ্পোনিকাসের পুত্র কাল্লিয়াসের কথা বলছি। সুতরাং আমি কাল্লিয়াসকে প্রশ্ন করছিলাম—আমার এখানে উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত যে তার দুটি পুত্র—'কাল্লিয়াস', আমি বলেছিলাম, 'যদি আপনার পুত্ররা গর্দভ অথবা বৃষ তুল্য হয়, তবে আমরা ওদের শিক্ষানবিশির জন্য প্রশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারি; আমরা এমন কাউকে নিযুক্ত করতে পারি যিনি এই শ্রেণীর প্রাণীকুলের উপযোগী গুণাবলী শিক্ষণের যোগ্য, এবং তিনি, সম্ভবত, হয় হবেন পেশাদার অশ্ব প্রশিক্ষক নতুবা কোনো পশু চিকিৎসা বিশারদ। কিন্তু যেহেতু ওরা মনুষ্য শ্রেণীর প্রাণী, আপনার তাই ওদের জন্য প্রশিক্ষক হিসেবে কাকে যোগ্যতম ব'লে মনে হয়? এখানে কে এমন ব্যক্তি আছেন যিনি এই শ্রেণীর প্রাণীর গুণাবলী উন্নয়নের জন্য বিশারদ, একক অথবা সামাজিক এই উভয় ভাবে? আমি কিন্তু নিশ্চিত, যে আপনার এই পুত্র বর্তমান থাকায় আপনি অবশ্যই এই প্রশ্নটি বিবেচনা করেছেন।

এইরূপ কোনো মানুষ কী আছেন না কি নাই?

উনি উত্তর করেছিলেন, 'অবশ্যই আছেন।'

আমি বলেছিলাম, 'অতএব আমাকে বলুন, তিনি কে; কোথা থেকেই বা আসবেন?

তিনি দক্ষিণা হিসেবে কতটা দাবি করেন?'

'তাঁর নাম এভেনুস, তিনি পারোস নগরের অধিবাসী, সেখান থেকেই এসেছেন এবং তাঁর দক্ষিণা পাঁচ মিনায়ে।'[৪]

'এভেনুস কে সাধুবাদ জানাই,' আমি বলেছিলাম, 'যদি তিনি এই শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য হন তবে তা কি এতো নগণ্য অর্থের বিনিময়ে?' যদি আমি গোপন রহস্যটা জানতাম, তবে হয়তো বা আমি আরো কম ভদ্র ও সরল হতাম। কিন্তু, স্বদেশবাসীগণ, আমি এই গোপন রহস্য জ্ঞাত নই।

হয়তো বা আপনাদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন : যদি আপনি একজন সফিস্টই না হবেন তবে আপনার কর্মের ধারাটি কি? তবে এইসব মিথ্যে অভিযোগের মূল সূত্রই বা কি? যদি আপনার আচার আচরণ রীতিগতই হয়, তবে আপনার সম্পর্কে এতো সব গুজব বা গালগপ্পোর রটনা হতো না; আপনি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু উৎকেন্দ্রিক ব্যবহার করেন। আমাদের জানান তা কি, এবং তার দ্বারা আমাদের বন্ধনহীন কল্পনার অবসান ঘটান।

এই চিন্তাধারার যথার্থতা বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই। আমি চেষ্টা করবো আমার সম্পর্কে এই লোকশ্রুতি কেন ছড়ালো এবং আমার বিরুদ্ধে এই কুৎসা রটনার পশ্চাৎপট বিবৃত করতে। আমার উত্তর নিম্নোক্তরূপ : যদি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে আমি ঠাট্টা করছি, তবে আমি অবশ্যই আপনাদের নিশ্চিত জানাতে চাই, আমি অন্যপক্ষে যা বিবৃত করবো তাই সম্পূর্ণ সত্য। স্বদেশবাসীগণ, আমার সম্পর্কে এ লোকশ্রুতির কারণ এক ধরনের জ্ঞান, তার অধিক কিছু নয়,

তার কম কিছু নয়। কিন্তু কোন ধরনের? আমি একে সাধারণ মানুষের সাধারণজ্ঞানপ্রসূত বিদ্যা বলেই অভিহিত করতে চাই। কারণ যতদূর পর্যন্ত এই শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে, আমি ততটুকু পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী। আমার অনুমান যদি ভ্রান্ত না হয়, যে ভদ্রমহোদয়ের কথা এইমাত্র আমি উল্লেখ করেছি তার লব্ধ জ্ঞান মনুষ্য উপযোগী নয়, পক্ষান্তরে অতি মানবিক। আমার বেলায়, আমি কিন্তু সেই অর্থে বুদ্ধিজীবী নই। সুতরাং যদি কেউ দাবি করেন, আমি মিথ্যাভাষণ করছি তবে তা অবশ্যই ইচ্ছাকৃত কুৎসারটনা আমার বিরুদ্ধে।

আপনাদের অনুরোধ করবো, অপরাধ না নিতে, যদিও বা আমার পরবর্তী উক্তিগুলো, আপনাদের, আমার পক্ষে অহমিকা প্রকাশের নামান্তর ব'লে অনুভূত হয়। কারণ এই বাক্যবন্ধ আমার রচনা নয়। আমি এমন একটি মূল উৎস উল্লেখ করবো যা অবশ্যই আপনাদের শ্রদ্ধা দাবি করে। আমার জ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি ব্যক্ত করার সপক্ষে আমি এমনি একজন সাক্ষীর পরিচয় দেব এবং সেই সাক্ষী হচ্ছে ডেলফির ভবিষ্যদ্‌বাণী।

আমি স্থির জানি আপনারা চায়েরেফোন-এর সঙ্গে পরিচিত : তার যুবা বয়স থেকেই সে আমার বন্ধু এবং আপনাদের অনেকেরই বন্ধু। সাম্প্রতিক সঙ্কটাবস্থার সময় সে আপনাদের অনেকের সঙ্গে একযোগে দেশত্যাগী হয়েছিল। আমি ঠিক জানি আপনারা এই মানুষটির বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিবহাল, যে সব কার্যের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন সে বিষয়ে যে তাঁর উৎসাহ কখনোই অপ্রতুল হয় না, তাও আপনারা জ্ঞাত আছেন। এক সময় কোনো কারণে ইনি ডেলফি গিয়েছিলেন, এবং দৈববাণী চেয়েছিলেন এই মর্মে যে আমার তুলনায় অধিক জ্ঞানী অন্য কেউ আছেন কি না—আমাকে নাস্তানাবুদ করবেন না, স্বদেশবাসীগণ, আমাকে বক্তব্য রাখতে দিন—বেশ : ডেলফির সেবিকা উত্তর করেছিলেন, অন্য কেহ অধিক জ্ঞানবান নহে। আপনাদের সম্মুখে, যেহেতু চায়েরেফোন অধুনা মৃত, তাঁর ভ্রাতা এই সংবাদের সমর্থন রাখবেন।

এই সব কথা কেন আমি আপনাদের উল্লেখ করছি? যেহেতু, আমি চাই আমার সম্বন্ধে সকল কুৎসারটনার মূল উৎস আপনাদের ব্যাখ্যা ক'রে বলতে। এই দৈববাণী শ্রবণের প্রতিক্রিয়ায় আমি খুবই বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলাম। আমি নিজেকেই বলেছিলাম : 'ঈশ্বর এ কোন অদ্ভুত কথা বলছেন? এই সাঙ্কেত্য বক্তব্যের সত্যকারের মর্মার্থই বা কী? আমি যতদূর জানি, আমি বিশেষ রূপে জ্ঞানী নই, অথবা ধরে নেওয়া যায় খানিকটা জ্ঞানী, তা হ'লেও, আমি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান, ঈশ্বরের এই বক্তব্যের যথার্থ অর্থ কী? আমি এমন কথা মনেও স্থান দিতে অক্ষম যে ঈশ্বর মিথ্যা ভাষণ করেছেন, কারণ তা তবে তাঁর চরিত্রের বিপরীত ধর্ম।' দীর্ঘকাল ধ'রে আমি অকৃতকার্যতার সঙ্গে এই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করার চেষ্টা করেছি। অবশেষে বাধ্য হয়েই আমি এই দৈববাণী এক বাস্তব পরীক্ষার নিরিখে যাচাই করতে চেয়েছিলাম। জ্ঞানবান ব'লে প্রসিদ্ধি আছে এমন একজন ব্যক্তির শরণাপন্ন হলাম, কারণ, আমার যুক্তি ছিল, যদি কোথাও কখনো, আমি প্রমাণ করতে সক্ষম হই যে এই বিশেষ দৈববাণী ভ্রান্ত, তাই উক্ত ব্যক্তির মুখোমুখি হলাম এবং বললাম : 'এই মানুষটি আমার তুলনায় অধিক জ্ঞানী, অথচ তুমি বলেছ যে আমি ওঁর থেকেও জ্ঞানী'। আমি এই ব্যক্তিকে মনোযোগ সহকারে লক্ষ ক'রে একদিন আলাপচারিতা শুরু করলাম—। তাঁর নাম এখানে উল্লেখ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই, তিনি কিন্তু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিচিত মানুষ। এবং এই অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, স্বদেশবাসীগণ, আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে এই ব্যক্তি সকলের কাছেই জ্ঞানী ব'লে পরিচিত, তিনি নিজেও নিজেকে জ্ঞানী ব'লে ভাবতেন, অথচ বাস্তবিক ভাবে তিনি জ্ঞানবান ছিলেন না। অতঃপর, তিনি যে নিজেকে জ্ঞানী—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী ছিলেন, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম, তাতে অবশ্য স্বয়ং তিনি এবং অন্য যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং আমি আমার গৃহে প্রত্যাগমন করলাম এবং এই বিষয়ে নানা বিচার বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে

এলাম যে আমি অবশ্যই এই বিশেষ ভদ্রমহোদয়ের তুলনায় অধিক জ্ঞানী। এমনও হ'তে পারে যে আমাদের উভয়ের মধ্যে কারোও যথার্থ মূল্যবোধের জ্ঞান নেই। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁর অধিগত ভেবে তিনি নিজেকে প্রতারিত করেন, পক্ষান্তরে আমার ক্ষেত্রে, আমার অজ্ঞতা আমার ধারণারই অনুরূপ। সুতরাং, আমার অনুমান, এই ক্ষুদ্র তফাৎ আমাদের উভয়ের মধ্যেই আমাকে ঐ ব্যক্তির তুলনায় অধিক জ্ঞানী ব'লে প্রতিপন্ন করেছে। আমি নির্জ্ঞান, তা আমি জ্ঞাত আছি। এই ঘটনার পর, আমি ভিন্নতর একজনের অভিগমন করলাম যার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রথমোক্ত ব্যক্তির চেয়ে অধিক বলেই প্রচারিত। কিন্তু পুনরায় আমি পূর্ব উল্লিখিত সিদ্ধান্তেই উপনীত হ'তে বাধ্য হলাম, তার ফলস্বরূপ আমি স্বয়ং সেই ব্যক্তির ও সমবেত অন্যান্য সকলের বিরাগভাজন হ'য়ে উঠলাম।

এইভাবে আমি আমার অনুসন্ধিৎসার যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলাম। যদিও আমি ক্রমাগত উপলব্ধিও করছিলাম, ক্রমবর্ধিত বেদনা ও আশঙ্কায় যে আমি ক্রমান্বয়ে অন্যদের চোখে ঘৃণিত হ'য়ে উঠছি, তবুও আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বরের উক্তি আমার অবশ্যই অত্যন্ত মূল্যবান ব'লে গণ্য করা উচিত। তাই দৈববাণীটির মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনের আশায় আমাকে অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকতে হ'লো। যারই জ্ঞানী হিসেবে কোনো প্রসিদ্ধি ছিলো তাকেই আমি এই প্রশ্নের সম্মুখে উপস্থিত্ব করতে লাগলাম। আথেন্সবাসীগণ, দুঃখের সঙ্গে আপনাদের নিবেদন করছি। যদিও ইহা সর্বৈব সত্য, বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই দৈববাণী সম্পর্কে অনুসন্ধানরত আমার অভিজ্ঞতা, যে মানুষ, অতি ব্যাপক সুনামের অধিকারীরা, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম অবশ্যই বর্তমান, প্রায়শই ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী। অথচ যাদের খ্যাতি মাঝারি ধরনের তারা মোটামুটি ভাবে গ্রাহ্যর যোগ্য। এই প্রসঙ্গে, আমি নিয়োজিত ছিলাম মহাকাব্যে বর্ণিত ভ্রমণের অনুরূপ ধারাবাহিক যাত্রায়, যা প্রায় হারকিউলিসের শ্রমের তুল্য, কেবলমাত্র আমার সম্বন্ধীয় দৈববাণী যে নিঃসন্দেহে যথার্থ

তার প্রমাণ আবিষ্কারের জন্য। রাষ্ট্রনীতিকদের পর আমি কবিদের কাছে গেলাম : বিয়োগান্ত রচনার কবিকুল, উৎসব সংক্রান্ত রচনার কবিকুল ইত্যাদি। অনুমান করেছিলাম তাদের সমীপবর্তী হ'লে তুলনায় আমি অধিক নির্বোধ ব'লে প্রমাণিত হবো এবং ধরা প'ড়ে যাবো হাতেনাতে। আমি করলাম কী জানেন : আমি তাদের কাব্য থেকে সেইসব রচনা নির্বাচন করলাম যা আমার মতানুসারে তারা সর্বাপেক্ষা যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর আমি সেইসব রচনার রচয়িতাদের সেই কবিতার মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করলাম। এইভাবে, আমি আশা করেছিলাম সুযোগমতো আমি কিছু শিক্ষা লাভও করবো। আমি লজ্জা অনুভব করছি একথা প্রকাশ করতে, যদিও অবশ্যই আমার প্রকাশ করা উচিত, কারণ ইহাই সত্য : অতিরঞ্জিত হবে না যদি বলি, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যে কেউ একজন এই কবিতার রচয়িতার চেয়ে কবিতাটির অধিক যথার্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম ছিলেন। ফলত, আমি তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করতে পারলাম যে কবিদের জ্ঞান থেকে কবিতার সৃষ্টি হয় না। সম্ভবত কোনো প্রেরণার আবেগ থেকেই হয়। যেমন দেখা যায় ভাববাদী ও দৈবজ্ঞদের ক্ষেত্রে, তারাও প্রেরণার বশবর্তী হয়েই চলেন। দেখতে পাচ্ছেন, যদিও তারা অত্যুৎকৃষ্ট অনেক কথা বলেন, অথচ তারা যা বলছেন সে সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞান নেই।

কবিদের সম্বন্ধে এটাই আমার বিচার। আমি এমন প্রভাব অর্জন করেছি যে তাদের কাব্যিক প্রতিভা আছে বলেই, তারা মনে করেন অন্য যে সব বিষয়ে তাদের জ্ঞান বাস্তবে সীমিত সেসব বিষয়েও তারা যথেষ্ট পারঙ্গম। সুতরাং আমি তাদের পরিত্যাগ করলাম এই চিন্তা ক'রে যে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি এদের ক্ষেত্রেও আমার সুযোগ অধিক।

আমার শেষ মুখোমুখি হওয়া ঘটলো কারুশিল্পীদের সঙ্গে। আমি স্থির জানতাম এই বিষয়ে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই এবং বিশ্বাস করেছিলাম এই শ্রেণীর মধ্যেই জানার যোগ্য নানা বিষয়েই আমার অভিজ্ঞতা জন্মাবে। আমার ভুলও হয়নি। সত্য

সত্যই এমন সব বিষয় তারা জানেন যা আমার প্রকৃত অজানা এবং এই বিচারে তারা অবশ্যই আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানবান। কিন্তু, আথেন্সবাসীগণ, আমার মনে হলো এইসব চমৎকার কারুশিল্পীগণও কবিদের ন্যায়ই ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার। তাদের মহান নৈপুণ্য আছে বলেই, তারা মনে করেন, প্রত্যেকে, সব কিছুর ব্যাপারেই তাদের অন্যদের তুলনায় অধিক বোধ রয়েছে, সে যে কোনো বিষয়ই হোক না কেন, সে বিষয় যতই গভীরতর হোক না কেন। এবং তাদের ভ্রান্তিবিলাসই, আমার মনে হয়েছে, তাদের অধিগত অন্যসকল জ্ঞানকেও বিনষ্ট করেছে। তাই আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, যেমনটি সেই দৈববাণীও আমাকে করতে পারতো, আমি কোন অবস্থাকে বরণীয় মনে করি : আমি যেমন আছি তেমনি থাকা, কারুশিল্পীর জ্ঞানে অধিকারী না হ'য়ে যেমন, তেমনি তাদের অজ্ঞানতারও অধিকারী না হ'য়ে। অথবা উভয় বিচারেই তাদের অনুরূপ হ'য়ে থাকা। আমার উত্তর, দৈববাণীর সকাশে যেমন তেমনি নিজের কাছেও, আমি সচ্ছন্দে মেনে নিতে চাই আমার বর্তমান মানসিক মান।

আমার এইসব অনুসন্ধানের একটি ফল হয়েছিল যে আমি প্রভূত শত্রু অর্জন করেছিলাম। আমি ফলত একধরনের অদ্ভুত তিক্ত ও অসহিষ্ণু মানসিকতার শিকার হ'য়ে গেলাম। এই মানসিকতা থেকেই উদ্ভব হয়েছে অগণিত মিথ্যে অপবাদের, তার মধ্যে বিশেষভাবে এই সর্বজনগ্রাহ্য গুজবও রয়েছে যে আমি একজন বুদ্ধিজীবী। আপনারা অনুমান করতে পারছেন, যারা আমার এইসব অনুসন্ধান লক্ষ করেছেন, তাদের ধারণা হয়েছে, আমি যখন অন্যদের কোনো বিষয়ে অজ্ঞানতা প্রমাণ করছি তখন স্বাভাবতই আমি সেই বিষয়েই একজন কুশলী ব্যক্তি।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সম্ভবত ঈশ্বর নিজেই জানেন না তিনি কী বলছেন, এবং হয়তো বা তিনি তাঁর দৈববাণী দ্বারা বোঝাতে চাইছেন যে মানুষের জ্ঞান বস্তুত অত্যন্ত সামান্য

অথবা একেবারেই মূল্যহীন। মনে হচ্ছে দেবতা হয়তো বা একটি অদ্ভুত নাম উল্লেখ করেছেন, আমার নাম, 'সক্রেটিস', অথচ আমাকে একটি উদাহরণ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন, যেন তিনি বলতে ইচ্ছুক, 'মনুষ্য সমাজে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান যে যেমন সক্রেটিস, সেও জানে যথার্থ জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ নিলে দেখা যাবে সে বস্তুত অপদার্থ। এ কারণেই, অদ্যাবধি, আমি আমার নির্দিষ্ট কাজে অব্যাহত রয়েছি, ক্রমাগত অনুসন্ধান করছি এমন মানুষের যাকে আমি জ্ঞানী হিসেবে গ্রহণীয় মনে করতে পারি। এদের মধ্যে যেমন আথেন্সবাসীরা তেমনি অন্য অনেকেই অন্তর্ভুক্ত, যাদের সম্মুখে আমার প্রশ্ন উত্থাপন করছি। যখন আমি আবিষ্কার করি যে কোনো একজন জ্ঞানবান নয়, আমি তখন তার যে জ্ঞানের অভাব আছে তা প্রকাশ করি এবং এই উপায়ে ঈশ্বরকে সহায়তা করি। এমন কী, বলা যায়, এই কর্মের চাপে ব্যাপৃত থাকার ফলে যেমন রাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ ভাবে লিপ্ত হবার মতো অবসর আমার ঘটে না, তেমনি আমার পারিবারিক সমস্যারও কোনো সমাধান আমি করতে অপারগ। ঈশ্বরের কাজে নিয়োজিত থাকার ফলস্বরূপ আমাকে অনপনেয় দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়।

তৃতীয়ত, এমন অনেক তরুণ নাগরিক আছেন যাদের বিশেষ জীবনধারার ফলে তাদের আমার সাহচর্য প্রয়োজন হয়, এরা সকলে অত্যন্ত বিত্তবান পরিবারের জাতক, তাদের অন্য সকলের তুলনায় অধিক ব্যয় করার মতো অবসর আছে। তাঁরা আমার নিকট আসেন আমার দিক থেকে কোনো প্রকার উৎসাহ লাভ না করা সত্ত্বেও, কেবল যেহেতু তাঁরা অন্যদের প্রশ্নবাণাহত প্রত্যক্ষ করা উপভোগ করেন। ফলত, মাঝেমধ্যেই তাঁরাও আমাকে অনুকরণ করেন, এবং তাঁদের নিজ তাগিদেই অনেককে তাঁরাও প্রশ্নবাণাহত করেন। তাঁরাও আবিষ্কার করেছেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, নিজেদের কিছু জ্ঞান আছে, এই ধারণার বশবর্তী মানুষের সংখ্যার ঘাটতি নেই, অথচ তারা বস্তুত কিছুমাত্র জ্ঞানের অধিকারী নন। এর ফলস্বরূপ, অবশ্যই, তাদের

জেরায় আক্রান্ত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হ'য়ে উঠলেন; কেবল তাদের উপর যে ক্রোধ হ'লো তাই নয়, আমার উপরও তাদের ক্রোধ বর্ধমান হলো। তারা বলতে লাগলো, 'এ সেই কুচক্রী সক্রেটিস যে এই তরুণদের নষ্ট করছে।' যদি কেউ তাদের জিজ্ঞেস করে, সক্রেটিস কী ক'রে তরুণদের নষ্ট করছে, সে কী করে, তাদের কী শিক্ষা দেয়, তবে তাদের বলার মতো কোনো উত্তরই থাকে না, কারণ এই প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা নেই। অথচ তারা যে বিমূঢ় তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা দার্শনিকদের সম্পর্কে সাধারণ যে সব অনুযোগ করা হয় তাই চর্বণ করেন : 'এই লোকটি স্বর্গ ও নরকের বিষয় সমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে', অথবা 'ঈশ্বরে যেন তারা আস্থা না রাখে এই মর্মে তাদের শিক্ষাদান করে', অথবা 'সে তাদের শেখায় কোন উপায়ে কোনো কৃষ্ণ বস্তু শ্বেত বর্ণ করা যায়'। আমি অবশ্য বুঝতে পারি কেন তারা যা যথার্থ সত্য তা ব্যক্ত করতে অনিচ্ছুক : এবং যথার্থ সত্য হচ্ছে এই যে, তাদের জ্ঞানহীনতা এবং তাদের জ্ঞানের ভান প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু, এই ধরনের মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, এবং যেহেতু তারা তাদের নিজস্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ধর্মযুদ্ধের ন্যায় সংগ্রামে নিরত, এবং যেহেতু তারা তাদের উচ্চকণ্ঠ সকলের শ্রবণযোগ্য করার জন্য বিশ্বাস ও তীব্রতার সঙ্গে ঘোষণা করছে, ফলত দীর্ঘ প্রচেষ্টায় তাদের বক্তব্য আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে আমার বিরুদ্ধে কুৎসামূলক অনুযোগ হিসেবে। এই শক্তিমত্ততায় বশবর্তী, মেলেটাস, এনিটাস ও লাইকোন সোজাসুজি আমাকে আক্রমণ করেছে। কবিদের চরিত্র হননজাত বিহ্বলতার ' প্রতিভূ হচ্ছে—মেলেটাস, শিল্পকর্মী ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের প্রতিভূ হচ্ছে—এনিটাস এবং লাইকোন নিয়েছে শাসন পরিষদের মুখপাত্রের দায়। সুতরাং, আমি যেমন আমার ভাষণের প্রারম্ভে বলেছিলাম, এত সংক্ষিপ্ত সময়ের আয়তনে এই ধরনের গগনচুম্বী কুৎসা অনুযোগের ভার আপনাদের মানসপট থেকে উৎখাত করতে পারলে আমি নিজেই বিস্ময়াভূত হবো। আথেন্সবাসীগণ, আমি আপনাদের যথার্থ সত্য নিবেদন করছি, কোনো গোপনীয়তা না

রেখেই। আমি বিন্দুমাত্রও গোপন করছি না, তা যতই মূল্যবান অথবা মূল্যহীন সূত্রই হোক না কেন। আমি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত যে আমার মানসিক উন্মুক্ততাই আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত ঘৃণার প্রকৃত কারণ। এবং এর ফলে যথাযুক্ত ভাবে মনে হয় প্রমাণিত হবে, সকল কুৎসাই বস্তুত কুৎসা। আর এর পশ্চাৎপট হিসেবে আমি যা বিবরণ আপনাদের নিবেদন করেছি অথবা মূল উৎস হিসেবে যা দাখিল করেছি তাই-ই যথার্থ সত্য। আপনারা এখন তাই সকল তথ্য পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন অথবা প্রয়োজন অনুসারে তা পরেও পরীক্ষা করতে পারেন : আপনারা অবশ্যই আমার বর্ণিত ভাষ্য অনুরূপই এইসব তথ্যের স্বরূপ দেখবেন।

আমার প্রথমোক্ত আক্রমণকারীদের অনুযোগগুলোর যথাযথ উত্তর হিসেবে এই সবই যথেষ্ট ব'লে আমার বিশ্বাস। তাই এখন আমি অবশ্যই সচেষ্ট হবো, মেলেটাস, যে দাবি করেছে সে একজন স্বদেশপ্রেমী ও সম্মানীয় ব্যক্তি, তার অভিযোগ-সমূহের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের; অতঃপর তার সহযোগীদের অভিযোগ সম্পর্কেও আমাকে অনুরূপ করতে হবে।

যাদের অভিযোগ আমি ইতিমধ্যে খণ্ডন করেছি তাদের থেকে এ দলের অভিযোগগুলো, আসুন আমরা আলাদা ক'রে বিচার করি। তাই আমার বিরুদ্ধে আনীত আনুষ্ঠানিক অভিযোগ সমূহ আমরা এখন বিচার করবো। অভিযোগলিপি মোটামুটিভাবে এইরূপ : 'সক্রেটিস যেমন আইনের বিরুদ্ধে কাজ করে তেমনি সে তরুণ নাগরিকদের মানসিকতা কলুষিত করে এবং আথেন্স-নগরের সর্বজনগ্রাহ্য দেবতাদের উপাসনার পরিবর্তে অস্বীকৃত ধার্মিক পূজার্চনা পদ্ধতির অনুসরণ করে।' এই সবই তার অভিযোগ : সুতরাং আসুন আমরা এই অভিযোগের প্রত্যেকটি সূত্র নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করি।

এই অভিযোগ অনুসারে, আমার প্রথম আইন বিরোধী কাজ হ'চ্ছে, আমি যুবকদের নষ্ট করছি। আথেন্সবাসীগণ, এর উত্তরে

আমি কী বলতে পারি? আমি বলতে চাই, পক্ষান্তরে মেলেটাস স্বয়ং আইনবিরোধী কার্যকলাপে ব্যাপৃত। তার নিকট যা বস্তুত প্রহসন তাই সে মূল্যবান বিষয় হিসেবে দাখিল করে; তারই কার্যকারণ আমাকে এই বিচারের সম্মুখীন করেছে অথচ বাস্তবিক পক্ষে তা তার চাপল্য হিসেবেই গণ্য হবার যোগ্য; সে অত্যন্ত উচ্চমার্গ বিচারী মনের ভান করে এবং ফলত অধুনাকালে যে সব বিষয়ের সঙ্গে তার আর কোনো যোগ না থাকার কথা সে সব বিষয়েই যেন সে অত্যন্ত ভাবিত, সেটাই প্রমাণ করতে চায়। আমি আপনাদের কাছে আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো। মেলেটাস, দয়া ক'রে উঠে দাঁড়ান এবং আমাকে বলুন : এ কী সত্য যে আপনি তরুণ নাগরিকদের যতটা সম্ভব নিষ্কলঙ্ক করা সম্ভব তাই কর্তব্য, এই কথাটিকে অত্যন্ত জরুরি ব'লে জ্ঞান করেন?

মেলেটাস : তা যথার্থই সত্য।

সক্রেটিস : তবে কী দয়া ক'রে উপস্থিত জুরিদের বলবেন তারা কে যারা তরুণদের চারিত্রিক উন্নতি ঘটিয়ে থাকেন। আপনার অবশ্যই তা জানা আছে, যেহেতু আপনি এতোটাই এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত— এতোটা উদগ্রীব যে ওদের চারিত্রিক অবনতি ঘটানোর কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন, অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে আপনার যা অভিযোগ এবং সে কারণবশতঃই আমাকে আপনি এই জুরিদের সামনে বিচারের জন্য হাজির করেছেন। মেলেটাস! আমার মুখের দিকে তাকান, আপনার কী এ বিষয়ে কিছু বলার নেই? আপনি কী আমার প্রশ্নের উত্তর করতে অসমর্থ? আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, এ অত্যন্ত অসম্মানজনক ব্যবহার আপনার পক্ষে। এর থেকে কী প্রমাণিত হয় না, আমি যেমন বলেছি আপনি সত্য সত্যই এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত নন? বন্ধুগণ, আপনারা বলুন, কে সেই ব্যক্তি যে বস্তুতই তরুণদের চারিত্রিক উন্নতি ঘটায়?

মেলেটাস : আইন এ কাজ করে।

সক্রেটিস : আমার প্রশ্নের উত্তর তো এতে হ'লো না। আমি বলেছি 'কে'? অর্থাৎ আমি সেই ব্যক্তির নামটা জানতে চেয়েছি, বিশেষত সেই ব্যক্তি যিনি এইসব আইন অধিগত করেছেন, প্রথমত।

মেলেটাস : সক্রেটিস, জুরিরাই করেছেন।

সক্রেটিস : মেলেটাস, আমি আপনাকে যথাযথ বুঝতে পারছি তো? এখানে যে সকল জুরি উপস্থিত আছেন তাঁরাই তবে তরুণদের শিক্ষা ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনে সমর্থ?

মেলেটাস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : উপস্থিত সকল জুরিরাই, অথবা তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক?

মেলেটাস : সকলেই।

সক্রেটিস : খুবই চমৎকার সমাচার! দেখা যাচ্ছে তবে আমাদের সহায়কের কোনো অভাব নেই। কিন্তু আমাকে বলুন, এই বিচারালয়ে উপস্থিত দর্শকবৃন্দও কী তরুণদের উন্নতিবিধান করেন, না করেন না?

মেলেটাস : হ্যাঁ, দর্শকবৃন্দও তেমনি করেন।

সক্রেটিস : শাসক মণ্ডলীর সকল সদস্যের ক্ষেত্রেও তাই? তাদের ক্ষেত্রে কী হবে? *

মেলেটাস : তাদের ক্ষেত্রেও তেমনি বলা যায়।

সক্রেটিস : বেশ বেশ; তাহ'লে নিশ্চয়ই বিধানসভার সদস্যগণই তরুণদের চরিত্রহানি ঘটান। অথবা বিধান সভার সকল সদস্যও তাদের চারিত্রিক উন্নতি সাধনে ব্যগ্র?

মেলেটাস : তারাও নিশ্চিত ভাবে।

সক্রেটিস : তাহলে তো বলতে হয় আথেন্সের সকল অধিবাসীরাই সম্মিলিত ভাবে তরুণদের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত, কেবল ব্যতিক্রম আমার ক্ষেত্রে। আমি, এবং একমাত্র আমিই, ওদের নষ্ট করছি। আপনি তাই তো বলতে চাইছেন?

মেলেটাস : এই কথাটাই আমি যথার্থ বলতে চাই।

সক্রেটিস : হায় বেচারা আমি! আপনি আমাকে অভিযুক্ত করছেন এমন এক কাজের জন্য যা আমাকে সাধিত করতে হয় গুরুতর অসুবিধার সঙ্গে। তবে আমাকে বলুন তো, অশ্বের ক্ষেত্রেও কী আপনি এবম্বিধ মতেই আস্থাবান? অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি যখন অশ্বদের সভ্য করার কাজে নিয়োজিত, কেবল একজন মানুষ ব্যতিরেকে, যে নাকি তাদের নষ্ট করেছে? তবে কী এই ঘটনাটা আমাদের বক্ষ্যমাণ বিষয়ের উল্টো নয়, অর্থাৎ একজন মাত্র ব্যক্তি, অথবা কয়েকজন ব্যক্তি একটি অশ্বকে সভ্য করার কাজে দক্ষ, তারাই যেহেতু অশ্ব শিক্ষক, তখন মানুষদের মধ্যে অধিক সংখ্যক, যদিও বা তারা প্রত্যেকেই হয়তো অশ্ব নামক জন্তুর বিষয়ে সম্যকরূপে পরিচিত এবং তাতে আরোহণও ক'রে থাকেন, অথচ তাদের নষ্টও করেন? এবং এ কথা কী অশ্বের ন্যায় অন্যান্য পশু বিষয়েও প্রযোজ্য নয়? অবশ্য প্রযোজ্য, আমি আপনাকে নির্দ্বিধায় জানাতে পারি, আপনি বা এনিটাস এ কথা স্বীকার করুন বা না করুন। যদি মাত্র একজন এমন মানুষের অস্তিত্বই থেকে থাকে যে কেবল আমাদের সকল তরুণদের চারিত্রিক অবনতির কারণ, যেখানে অন্য সকলেই তাদের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত, তবে বলতে হয় তরুণেরা উল্লেখযোগ্যরূপে সৌভাগ্যবান। ঠিক আছে, মেলেটাস, আপনি এখানে অগণিত প্রমাণ দাখিল করলেন যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তরুণদের বিষয়ে আপনার নিজস্ব কোনো উৎকণ্ঠা কখনো নাই। অর্থাৎ আপনার অভিযোগের বিষয়ে আপনি আপনার অবহেলা ও উৎকণ্ঠার অপ্রতুলতা সহজভাবেই প্রকাশ করলেন।

আপনার নিকট উত্থাপন করার যোগ্য, মেলেটাস, আমার আরো একটি প্রশ্ন আছে। বলা যায় কী, যে নগরীতে নগরবাসীগণ আইন অনুগত অথবা অন্য নগরীতে যেখানে নগরবাসীগণ আইনের বাধ্যবাধকতায় থাকেন না, এই দুইয়ের মধ্যে কোথায় বাস করা অধিক উত্তম? আমার প্রিয় মেলেটাস, আসুন, আপনার উত্তর দিন। কারণ এই প্রশ্নটাতো মোটেই দুরূহ নয়।

আপনার কী মনে হয় না, আইনের কবজ পরিত্যক্ত ব্যক্তিরা তাদের সাহচর্যে যারাই আসবে, তাদেরই ক্ষতি সাধন করবার প্রবণতা দেখাবে অথচ আইন অনুসারী মানুষেরা সমাজের মঙ্গল সাধন করবে?

মেলেটাস : এ যথার্থ সত্য।

সক্রেটিস : সহগামীদের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হ'তে কোনো ব্যক্তি কী কখনো চায়? তার সহনগরবাসীদের দ্বারা উপকৃত হবার বাসনা হওয়াই তো স্বাভাবিক? মেলেটাস, উত্তর দিন : কারণ এই দেশের আইন আপনাকে উত্তর দানে বাধ্য করতে চায়। কেউ কী আঘাত প্রাপ্ত হবার বাসনায় লালায়িত?

মেলেটাস : অবশ্যই নয়।

সক্রেটিস : তবে কী আপনি আমাকে এই বিচারালয়ে অভিযুক্ত ক'রে এনেছেন ইচ্ছাকৃত ভাবে যুবকদের চরিত্র কলুষিত ও দূষিত ক'রে? অথবা আমিই ইচ্ছাকৃত ভাবে ওকাজ করেছি?

মেলেটাস : ইচ্ছাকৃত ভাবে, আমার মতানুসারে।

সক্রেটিস : যথার্থই কী তাই, মেলেটাস? আপনার বুদ্ধিমত্তা অবশ্যই আমার তুলনায় অধিক, অথচ আমি বস্তুত একজন বৃদ্ধ মানুষ এবং আপনি এখনো আপনার জীবনের সবচেয়ে পরিপূর্ণ বয়সে অধিষ্ঠিত। আপনি, নিশ্চিতরূপে, অনুমান করতে সক্ষম যে দূষিত চরিত্রের মানুষ অবশ্যই তার সঙ্গীসাথীদেরও ক্ষতি সাধন ক'রে থাকেন, পক্ষান্তরে সৎ চরিত্রের মানুষ অন্যের মঙ্গল সাধনই করেন। অথচ আমি, আমি তো পৌঁছেছি তুলনাহীন মূর্খামির গভীরে—আমি, এমন কী অনুমান করতেও অসমর্থ যে আমার সঙ্গীসাথীদের চরিত্র কলুষিত করার ফলে আমি নিজেরই মহা অমঙ্গল সাধনের দায় নেবার ঝুঁকি নিচ্ছি। সুতরাং, আপনার মতানুসারে, এই দানবিক পাপ আমি ইচ্ছাকৃত ভাবেই সাধন করেছি। মেলেটাস, আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে অপারগ; এবং আমার একথা মনে হয় না যে আপনাকে বিশ্বাস করার জন্য একজনের দেখাও আপনি পাবেন। না, হয় আমি

যুবকদের চরিত্র কলুষিত করছি না, অথবা যদি আমি তা করেও থাকি, তাহ'লে করেছি পুরোপুরি অনিচ্ছাকৃত ভাবে। এর যেটাই সত্য হোক না কেন, আপনি যে ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু, ধরা যাক যে আমি যথার্থই যুবকদের চরিত্র কলুষিত করছি, অনিচ্ছাকৃতভাবে : তবে তো বলতে হবে এই ভুলের জন্য কাউকে বিচারালয়ে হাজির করাও দেশের রীতি অনুযায়ী সম্ভব নয়; যেটা করতে হবে তা হচ্ছে, এই ব্যক্তিকে সরাসরি জিজ্ঞেস, ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে সে কী করছে এবং তাকে উপদেশ দিতে হবে এ-কাজ থেকে বিরত হবার জন্য। সহজেই প্রতীয়মান যে, যদি আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ কাজ ক'রে থাকি, তবে যে মুহূর্তে আমার ভুল আমার নিকট অনুমিত হবে তৎক্ষণাৎ আমি নিজেকে সম্বরণ করবো। অথচ আপনি আমার নিকট এই মর্মে আলোচনা করতে কদাপি আগমন করেন নি এবং আমাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যাও করেন নি। অপরপক্ষে, আপনি আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছেন, যেখানে নিয়মানুসারে যারা শাস্তি পাবার যোগ্য, শিক্ষা নয়, তাদেরই আনা হয়।

যাই হোক, নগরবাসীবৃন্দ। এতক্ষণে, আমি নিশ্চিতরূপে আমার যে বক্তব্য ঠিকমতো উপস্থাপনা করতে সক্ষম হয়েছি, তা হ'চ্ছে, মেলেটাস, এই বক্ষ্যমাণ বিচার্য বিষয়ে বিন্দুমাত্রও যুক্ত নহেন। যাই হোক, মেলেটাস, এবার আপনি বলুন, আমি কী উপায়ে যুবকবৃন্দকে নষ্ট করছি। অথবা, সম্ভবত, অভিযোগের বয়ান অনুযায়ী যা আমার বিরুদ্ধে আনীত হয়েছে, প্রমাণিত হয় যে তাদের আথেন্স নগরীতে প্রচল দেবতাদের আরাধনা করার শিক্ষা না দিয়ে এবং পক্ষান্তরে অপ্রচল ধর্মচর্চার অনুজ্ঞা দানে এই অভিযোগের যোগ্য হয়েছি? এই শিক্ষাই যে তাদের চরিত্রহানির কারণ এটাই কী আপনার বিশ্বাস?

মেলেটাস : অত্যন্ত তীব্রভাবে আমি এইরূপই মনে করি।

সক্রেটিস : মেলেটাস, তবে আমি আপনার কাছে আবেদন করবো, যাঁদের কথা বলছি সেইসব দেবতাদের নামে, আমার তথা উপস্থিত জুরিদের বোধগম্যতার প্রয়োজনে, বিস্তৃতভাবে আপনার বক্তব্য

আমাদের জানান। দু ধরনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, এবং আমি কখনোই বলতে পারবো না এদের মধ্যে কোনটি আপনি যথার্থ মনে করেন। আপনার কী বিশ্বাস, আমি অন্যদের কয়েকজন দেবতার অস্তিত্বে আস্থাবান হবার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকি, কিন্তু সেইসব দেবতাদের নয় যাঁদের সম্পর্কে এই নগরে চর্চা করা হ'য়ে থাকে? [এবং আমি আপনাকে যথার্থই জানাতে চাই যে আমি অবশ্যই দেবতার অস্তিত্বে আস্থাবান; পুরোপুরি নাস্তিকতার অভিযোগে আমি দোষী সাব্যস্ত হ'তে পারি না।] আপনার অভিযোগে কী ভাবে, আমার আরাধ্য দেবতাগণ বস্তুত ভিন্নতর দেবতা? নাকি, আপনি বলতে চান আমি কোনো প্রকার দেবতাকেই আরাধ্য ব'লে জ্ঞান করি না এবং অন্যদেরও সেইরূপ শিক্ষাদান করি?

মেলেটাস : আমি এইরূপই বলতে চাই, অর্থাৎ আপনি কোনোরূপ দেবতারই আরাধনা করেন না।

সক্রেটিস : মেলেটাস, আপনি আমাকে বিস্মিত করছেন। আপনি কী বলতে চান? যেমন অন্য সকলেই করে থাকেন, তেমনি আমি সূর্য ও চন্দ্র কে দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করি না?

মেলেটাস : জুরি ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ওঁর কথাটা শ্রবণ করুন! উনি আমাকেই তা জিজ্ঞেস করছেন, যখন নাকি উনি বিশ্বাস করেন সূর্য কেবলমাত্র একটি প্রস্তর ভিন্ন অন্য কিছু নয় এবং চন্দ্র, তা তো কেবলমাত্র একতাল মৃত্তিকামাত্র![৭]

সক্রেটিস : মেলেটাস, আপনি কী মনে করছেন, আপনি আনাক্সাগোরাসকে অভিযুক্ত করছেন? আপনি জুরিদের কী এতোটাই হেয় জ্ঞান করেন? আপনার কী মনে হয়, তাঁরা এতোই অশিক্ষিত যে, ক্লাজোমেনির আনাক্সাগোরাসের যে কোনো রচনায় এইরূপ তত্ত্ব পরিদৃশ্যমান—তাও ওঁরা জানেন না? এক দ্রাক্‌মা দিয়ে যে কেউ বইবাজার থেকে ওঁর যে কোনো একখানি পুস্তক ক্রয় করতে সক্ষম,[৮] এবং আমি তো নিজেকে হাস্যকর প্রমাণিত করবো যদি ওঁর তত্ত্বকে আমি আমার নিজস্ব ব'লে চালাতে

চাই, বিশেষত যখন সেইসব তত্ত্ব এতোখানি স্বতন্ত্র ধরনের।
আপনি কী তবে দাবি করছেন যে এইসব জ্ঞানই যুবকবৃন্দ সক্রেটিসের কাছ থেকে লাভ ক'রে থাকে? পূর্বপ্রসঙ্গে বলি, আপনি কী সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন যে আমি কোনো দেবতাতেই একেবারে আস্থাবান নই?

মেলেটাস : কোনোরূপ দেবতার উপরই আপনি বিন্দুপ্রমাণ আস্থাবান নন।

সক্রেটিস : মেলেটাস, অসম্ভব কথা বলছেন। আমার পক্ষে বিশ্বাস করতেও সঙ্কোচ হয় যে আপনি এই মত পোষণ করেন। নগরবাসীগণ, আমার মনে হয়, এই ব্যক্তি যুগপৎ দুঃসাহসী এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য। উনি এই অভিযোগ আইনের কাছে এনেছেন কারণ তিনি বাস্তবিকভাবে দুঃসাহসী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন, কারণ তিনি বয়সে তরুণতর ফলে এরচেয়ে অধিক জ্ঞান তাঁর জন্মায়নি। দেখা যাচ্ছে ইনি আপনাদের, ওঁর পরিকল্পিত পরীক্ষার প্রয়োজনে, গিনিপিগ রূপে ব্যবহার করছেন। 'প্রতিপাদ্য: সক্রেটিস কী এতোটাই চতুর যে অনুমান করতে পারবে, আমি দর্শকদের যেমন, তেমনি ওঁকেও প্রতারণা করছি আমার ছেলেমানুষি ও পবস্পর বিরোধী ভাবনার দ্বারা?' একথা আমি উচ্চারণ করলাম, কারণ আমার বিশ্বাস জন্মেছে ওঁর আনীত অভিযোগপত্রেই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য লক্ষিত হচ্ছে। উনি হয়তো বা এটাও লিপিবদ্ধ করতে পারতেন : সক্রেটিস বে-আইনি ভাবে দেবতাদের পূজার্চনা না করে দেবতাদের পূজার্চনা ক'রে থাকেন। এ ধরনের কোনো অভিযোগ সম্ভবত মনোনিবেশের জন্য উচ্চারিত হয় না।

স্বদেশবাসীগণ, আসুন আমরা যুগ্মভাবে বিচার ক'রে দেখি, এই ব্যক্তি যে পরস্পরবিরোধী অভিযোগ আনয়ন করেছেন, আমার এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে কোন কোন যুক্তি কাজ করছে। আপনি, মেলেটাস, আমাদের সকলের সুবিধার্থে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আপনারা, জুরি মহোদয়গণ, আমি পুনরায় আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি আমার প্রথমোক্ত অনুরোধ, যদি আমি আমার

যুক্তিমালা আমার নিজস্ব ভঙ্গীতে উপস্থাপনা করি তবে যেন বাধা সৃষ্টি করবেন না।

মেলেটাস, কোনো একজন মানুষের পক্ষে কী যাকে সে 'মনুষ্য' ব'লে জানে তার উপর আস্থা স্থাপন করা সম্ভব, অবশ্য সাধারণভাবে মনুষ্য শ্রেণীর উপর কোনো আস্থা না পোষণ ক'রে? —দেশবাসীগণ, দয়া ক'রে ওঁকে আমার বক্তব্যে বাধা দিতে দেবেন না, ওঁকে আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে দিন—কেউ কী অশ্বদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে, যদিও সে 'অশ্বারোহণ' নামক ব্যাপারটায় পুরোপুরি আস্থাবান? অথবা বাদ্যযন্ত্রের বাদকদের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রেও 'বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতে' আস্থাবান হ'তে পারে? এ কখনোই সম্ভব নয়। বন্ধু, আপনি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত থাকেন, তবে এই কথাটাই আপনাকে এবং অন্যদেরও বলবো। আমার পরবর্তী প্রশ্নটার উত্তর অবশ্যই দেবেন : কোনো একজন মানুষের পক্ষে কী যাকে সে বলে 'অতিপ্রাকৃত', সেই বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সম্ভব; অথচ যখন সে কোনো 'অতিপ্রাকৃত সত্তায়' বিশ্বাস করে না?

মেলেটাস : তা সম্ভব নয়।

সক্রেটিস : শেষ পর্যন্ত, জুরিদের চাপে আপনি উত্তর দিলেন আমার প্রশ্নের। এ আপনার বদান্যতা। তাহ'লে আপনি বলছেন যে আমি বিশ্বাস করি এবং অন্যদেরও বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্ররোচনা করি, অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য। তা সে বিষয়টি ঐতিহ্যবাহী বা আধুনিক হোক না কেন, আমি অবশ্যই, আপনার মতানুসারে, অতিপ্রাকৃত কোনো একটা কিছুর অস্তিত্বে আস্থাবান, এবং এই কথাটিই আপনি আপনার অভিযোগপত্রে শপথ সহকারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু, আমি যদি অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অস্তিত্বে আস্থাবানই হ'য়ে থাকি, তবে যুক্তিগত ভাবেই বলতে হয় আমি অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্বেও অবশ্যই বিশ্বাসী। তাই কী হ'চ্ছে না? নিশ্চিত ভাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হবে। আর যেহেতু আপনি উত্তরদানে বিরত

আছেন, আমি আপনার বাকহীনতাকে অবশ্যই সমর্থন ব'লে মনে করতে পারি। এবং আমরা কী মেনে নি না যে অতিপ্রাকৃত সত্তা বস্তুত হয় দেবতা নয়তো দেবত্বসম্ভূত সত্তা? হ্যাঁ অথবা না?

মেলেটাস : হ্যাঁ, অবশ্যই।

সক্রেটিস : সুতরাং, যেমনটি আপনি বলছেন, যদি আমি অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাসী—এবং আপনি যথার্থই বলেছেন, আমি তাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী—তবে সেখানে দুটো সম্ভবনা রয়ে যায় : প্রথমত, এই সব অতিপ্রাকৃত সত্তা সকল বস্তুত দেবতা সমুদয়। তা হ'লে আপনার বক্তব্য বস্তুত অসার অসংলগ্ন বাগাড়ম্বর, যা সত্য হিসেবে আমি দাবি করেছি : আপনি বলছেন যে আমি দেবতাদের অস্তিত্বে আস্থাবান নই, এবং পরমুহূর্তেই নিজেকে বিরোধিতা ক'রে বলছেন যে আমি অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাসী। অন্য সম্ভাবনাটি হ'চ্ছে, এইসব অতিপ্রাকৃত সত্তাসকল আসলে দেবত্বসম্ভূত সত্তা, মৎস্যকন্যাদের গর্ভজাত পিতৃপরিচয়হীন জাতক অথবা অন্য কোনো পৌরাণিক উপকথার প্রাণী। কিন্তু ধরাধামে কে এমন ব্যক্তি আছে যে দেবতাসম্ভূত প্রাণীতে বিশ্বাসী, অথচ যথার্থ দেবতায় আস্থাবান নয়? এটা এমনি হাস্যকর যেন কেউ অশ্ব বা অশ্বতর প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হয়েও বিশ্বাস করে অশ্ব বা অশ্বতর প্রাণীদের জারজ জাতকে। অর্থাৎ খচ্চরে। মেলেটাস, এই সিদ্ধান্ত তর্কাতীত যে আপনার এই অভিযোগপত্র বস্তুত আমাদের সকলের উপর পরীক্ষা চালানোর জন্যই রচিত হয়েছে। নাকি, আমাকে অভিযুক্ত করা যায় এমন কোনো যথার্থ হীনকাজ আবিষ্কার করতে আপনি অসমর্থ হয়েছেন তাই আপনার বুদ্ধিমত্তার এমন শোচনীয় গতি হয়েছে? যে ব্যক্তি অতিপ্রাকৃততে আস্থাবান ও ঈশ্বরতত্ত্বে নিবেদিত প্রাণ সে কদাপি অতিপ্রাকৃত সত্তায়, যুগপৎ দেবতা বা অপদেবতায়, আস্থাহীন হ'তে পারে না। যাঁদের সর্ষপ প্রমাণ চেতনা আছে তাদের আপনাব মতানুরক্ত করার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই।

আথেন্সনগরবাসীগণ, এ বিষয়ে অনেক বাক্য ব্যয় করা হয়েছে: মনে হয় আমি যথেষ্ট কথা বলেছি প্রমাণ করার জন্য যে মেলেটাসের অভিযোগনামা অনুসারে আমি অবশ্যই বেআইনি কাজ কিছুই করিনি। মনে হয় আমার আত্মরক্ষা হেতু এর অধিক বিস্তৃতি অতিকথন দোষযুক্ত মনে হবে। কিন্তু যদি আমি দণ্ডপ্রাপ্ত হই তবে মেলেটাস অথবা আনিটাসের দ্বারা আমি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য ব'লে সাব্যস্ত হবো না; তা হবে আমার বিরুদ্ধে সাধারণ কুৎসা ও অসূয়া রটনার কারণে। আমি পূর্বে যেমন বলেছি, অনেকের কাছে আমি বর্তমানে গভীরতর ঘৃণার পাত্র, আপনারা নিশ্চয়ই এর সত্যতা বিষয়ে ওয়াকিবহাল। অতীতেও অনেক সৎ ও সম্মাননীয় ব্যক্তি এইরূপ কুৎসা রটনার ফলস্বরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং অনুমান করি ভবিষ্যতেও অনেকে হবেন, অর্থাৎ আমিই যে এই দীর্ঘসারির শেষতম ব্যক্তি তেমন বিপদের ভীতি আমার ক্ষেত্রে নেই।

কিন্তু যদি কেউ আমাকে বলেন : 'সক্রেটিস, তোমার জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে এমন একটি বৃত্তি গ্রহণ করতে তোমার লজ্জা করে না, এই মুহূর্তে যেমনটি হয়েছে?' এই ধরনের সমালোচনার যথার্থ উত্তর হবে : 'স্যার, আপনি ভুল করছেন, যদি আপনি মনে করেন যে একজন মানুষ যার মূল্যবান যৎসামান্যও আছে অন্যকে উপহার দেবার, তা যতোই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, তাকে অবশ্যই তার নিজের জীবন রক্ষা করার সম্ভাবনাটা একবার ভেবে দেখা উচিত। তার অন্যতম বিচার্য বিষয় হবে, সে কী আইনগতভাবে অথবা বেআইনিভাবে সেই কাজ করছে, তার কর্ম আসলে কোনো সৎ মানুষের কর্মের অনুরূপ নাকি অসৎ মানুষের কর্মানুসারী। আপনার নীতি অনুযায়ী, ট্রয় যুদ্ধে যে সকল বীরপ্রাণ আত্মদান করেছিল, অখ্যাতদের নাম না হয় নাই উল্লেখ করলাম, চারিত্রিক বিচারে অবজ্ঞার যোগ্য।' আকিলিসকে বিশেষভাবে দেখুন। যখন সে হেক্টর বধের পরিকল্পনা করছে, তারই জননী, দেবী থেটিস, তার সঙ্গে কথা বললেন এবং আমার বিশ্বাস এই

ধরনের একটা কথা বোধকরি বলে ছিলেন। 'পুত্র, যদি তুমি' তোমার বান্ধব পেত্রোক্লুসের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য হেক্টরকে বধ করো, তবে তোমারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তোমার ভাগ্য লিখনের ফলেই তুমিও নিহত হবে—হেক্টরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই।' এই কথাই তিনি উচ্চারণ করলেন এবং আকিলিস শ্রবণ করলেন। অথচ তিনি যখন বিরত থাকার ফল অসম্মানকর ব'লে জানেন তখনই কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু পরিণাম অবজ্ঞার চোখে দেখলেন। তাঁর মনে হল, কাপুরুষের ন্যায় জীবিত থাকা, বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে, তাঁর পক্ষে অনেক বেশি ভীতিকর। তাঁর উত্তর হ'লো : 'তবে হত্যাকারীর শাস্তিবিধানের পর মৃত্যুই ভালো, সুগঠিত অর্ণবপোত সমূহ নিয়ে হাস্যকর প্রাণী হিসেবে পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে।' আকিলিস নিহত হবার সম্ভাবনাতেও বিন্দুমাত্র উতলা হননি; হয়েছিলেন কি?

আথেন্সবাসীগণ, সত্যিকারের বক্তব্য হ'চ্ছে এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর মতের যথার্থতায় আস্থাবান হ'য়ে আপন পদক্ষেপ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত থাকেন, অথবা যদি কোনো উচ্চ ক্ষমতাবান কারো দ্বারা কোনো বিশেষ অবস্থায় উপনীত হন, তবুও তিনি অবশ্যই তাঁর অভিমত থেকে বিচ্যুত হবেন না, মহাবিবাদের সম্মুখীন হ'তেও দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। অসম্মানের সম্ভাবনাই তাঁর মনে অনুরণন তুলবে সর্বদা, মৃত্যুর সম্ভাবনা বা অন্য কোনো পরিণাম ভয় তাঁকে কাতর করতে পারবে না। পোটিদাইয়া, আম্ফিপোলিস এবং ডেলিয়াম-এ[১০] আমার জন্য স্থান নির্বাচিত হয়েছিল আমার উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের দ্বারা, যাদের আপনারাই নিযুক্ত করেছিলেন। অন্য অনেকের ন্যায়, আমিও আমার আদিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম এবং নিহত হবার সকল সম্ভাবনা সত্ত্বেও। ঠিক তেমনি, বর্তমানে যেহেতু ঈশ্বর আমাকে নির্দেশদান করছেন, আমার মনে হয়, একজন দার্শনিকের জীবন যাপন করার জন্য, নিজেকে ও অন্যদের পরীক্ষা করার জন্য, তাই যদি আমি মৃত্যুভয়ে অথবা অন্য কোনো ভাগ্যহীনতার

সম্ভারনায় আমার নির্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করি তবে আমি অবশ্যই ভয়ঙ্কর কোনো পাপের অপরাধে অপরাধী ব'লে চিহ্নিত হবো। এমন স্খলনহীন অপরাধ হবে যে তার জন্য আবশ্যিক ভাবেই আমি দণ্ডার্হ ব'লে বিবেচিত হবো। দৈববাণী অগ্রাহ্য করা, মৃত্যু ভীতি, আমার অবাস্তব জ্ঞানের অহমিকা, এইসবের ফলে আমি নিরীশ্বরবাদে আস্থাবান কল্পে দোষী সাব্যস্ত হবো। মিথ্যে জ্ঞানের অহমিকা বস্তুত মৃত্যু ভয়ে ভীত হবার চেয়ে বেশি বা কম অপরাধ নয়। মৃত্যুভয় যদি কারো থাকে তবে মনে করা যায় যে সে এমন কিছু জানে যা অন্য কেউ জানে না। হয়তো বা মৃত্যুই মানুষের জীবনের পরম আশীর্বাদ যা সে উপভোগ করতে পারে। বিশেষত সে যা কিছু জানে তার জন্য। কিন্তু মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় কারণ তারা নিশ্চিত যে এটাই জীবনের শেষতম পরিণতি। জ্ঞান বিষয়ে প্রবঞ্চনা বস্তুত সবচেয়ে নিন্দনীয় জ্ঞানহীনতার ধরন। নগরবাসীগণ, হয়তো বা আমি এই ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের তুলনায় অধিকতর পৃথক। এবং যদি আমাকে উচ্চতর জ্ঞানাধিকারী হিসেবে দাবি করতে হয়, তা হবে এই যে, আমি কেবল পাতালে যা কিছু ঘটমান সে বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অজ্ঞান তাই নয়, তদুপরি আমার অজ্ঞানতা বিষয়েও আমি সচেতন। যাই হোক, একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত জানি যে, তা নিজ উচ্চপদস্থের প্রতি নিয়মবিরুদ্ধ দুর্বিনীততা প্রকাশ, তা সে মনুষ্যই হোক বা দেবতাই হোক, এটা অসম্মানজনক ও যুগপৎ বিশ্বাসঘাতকতা মূলক কাজ। সুতরাং আমি কদাপি ভীত অথবা আমি যে কাজ সৎ ব'লে জানি তা পালন করা থেকে বিরত হবো না; বিশেষত যখন পক্ষান্তরে প্রাপণীয় যা, আমি নিশ্চিতভাবে জানি তা মন্দ।

ধরা যাক আপনারা আমাকে নির্দোষ ব'লে মেনে নিলেন; ধরা যাক আপনারা আনিটাসের আনীত অভিযোগে আস্থাবান হলেন না। সে বলেছিলো, আপনাদের স্মরণে আছে, আমাকে হয়তো বা বিচারালয়ে হাজির করাই হ'তো না, কিন্তু যেহেতু আমাকে

এখানে আনা হয়েছে, তাই মৃত্যুই আমার একমাত্র শাস্তি হবে। যদি আমাকে মুক্তি দেওয়া হ'তো, সে আপনাদের জানিয়েছে, তবে আপনাদের সন্তান সন্ততিরাও সক্রেটিস যা যা প্রচার করে, সে সবই পালন করতো এবং শেষ পর্যন্ত তারা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট মানুষে পরিণত হতো। ধরুন, আপনারা আমার কাছে একটা প্রস্তাব রাখলেন : 'সক্রেটিস, আমরা আনিটাসের বক্তব্য অগ্রাহ্য করছি এবং তোমাকে নির্দোষ হিসেবে ঘোষণা করছি, কিন্তু একটা শর্তে; তা হ'চ্ছে, তুমি তোমার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করবে এবং এরপর থেকে আর দার্শনিক হিসেবে পালনীয় কোনো কর্তব্য সম্পাদন করবে না। যদি তোমাকে কখনো দেখা যায় যে তুমি যা করতে তাই তখনো করছো তবে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করেই তোমাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে।' ধরা যাক, যেমন বিবৃত করলাম, আপনারা আমাকে সেইরূপ শর্তসাপেক্ষ মুক্তির প্রস্তাব দিলেন : তবে আমি আপনাদের নিবেদন জানাবো, 'আপনারা আমার যথার্থই প্রিয়পাত্র, আমার প্রিয় আথেন্সবাসীগণ, আমি কিন্তু পক্ষান্তরে ঈশ্বরের নির্দেশনামাই পালন করতে ইচ্ছুক। আমার দেহে যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস চালিত থাকবে, ততক্ষণ আমি জ্ঞানান্বেষণ থেকে বিরত হবো না।' যদি আমি আপনাদের মধ্যে কারো সঙ্গে রাজপথে মিলিত হই, আমি অবশ্যই তাকে উপদেশ দানের চেষ্টা করবো এবং তার জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত করবারও চেষ্টা করবো। আমি তাকে বলবো, যেমন আমি সর্বদা ব'লে থাকি · 'আমার প্রিয় বন্ধু, আপনি একজন আথেন্সবাসী, সকল নগরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নগরের অধিবাসী, যে নগর তার জ্ঞান ও বাহুবলের জন্য বিশেষ খ্যাত; অথচ আপনি সর্বদা কেবল বিত্ত আয়ত্ত করার কাজেই নিয়োজিত আছেন, নিয়োজিত আছেন তার সঙ্গে নিজ খ্যাতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করার কাজে। সত্য আয়ত্ত অথবা আত্মার উন্নতি বিধানের জন্য আপনি বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নন। নিজের কারণে কখনো কী আপনার লজ্জাবোধ হয় না?' এবং যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এর প্রতিবাদ করেন এবং দাবি করেন যে তিনি নিজ আত্মার উন্নতিকল্পে অবশ্যই যত্নবান তবে

আমি তাঁকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেবো না বা আপন যাত্রাপথে চ'লে যাবো না। কখনোই না, আমি তাঁকে প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবো তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য; এবং যদি আমার মনে হয় যে তিনি গুণপনার মিথ্যাচার করছেন যা বস্তুত তাঁর আয়ত্ত নয় তবে আমি তাঁকে সমালোচনা করবো তাঁর মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠির জন্য, যাতে সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলি গভীরে লুপ্ত থাকে এবং তুলনায় মূল্যহীন যা তা প্রদর্শিত হয় উপরিভাগে। এ কাজটা, তরুণ বা প্রাচীন, যার সঙ্গেই দেখা হোক না কেন, স্বদেশী বা বিদেশী, বিশেষত আপনাদের, আথেন্সবাসীগণ, যেহেতু আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠ, আমি অবশ্যই করবো। আপনাদের কাছে বিনীতভাবে বলছি আমাকে অনুধাবন করার জন্য, আমি এমত কাজ করবো কারণ দেবতার এইরূপই নির্দেশ এবং যেহেতু আথেন্সবাসীদের যা যা সুবিধা আছে তারমধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হ'চ্ছে ঈশ্বরের প্রতি আমার নির্দেশ পালন মূলক দায়বদ্ধতা। আমি যা করি, সহজ ভাবে তা এই যে, আমি আপনাদের প্ররোচিত করার প্রচেষ্টা করি, তরুণ ও প্রাচীন উভয়কেই, আরো গভীর ভাবে আত্মার পূর্ণতাকরণের কাজে নিয়োজিত হ'তে, প্রার্থিব সম্পদের অধিকার কল্পের চেয়েও অনেক বেশি মনোযোগ সহযোগে। আমার বাণী হ'চ্ছে, গুণগ্রাম কখনো বস্তুগত অধিকারের নির্ভরশীল নয়। পক্ষান্তরে, বস্তুগত অধিকার, অন্যসকল আশিসের ন্যায়ই, যুগপৎ সামাজিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মোৎকর্ষতায় নির্ভরশীল। যদি আমার এই সুসমাচার তরুণদের নষ্ট করে থাকে, তবে তা অবশ্যই ক্ষতিকারক, এ কথা সত্য; কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যা উচ্চারণ করলাম তা ব্যতিরেকে আমি ভিন্নতর কিছু বাণীপ্রচার করেছি—এমন কথা ঘোষণা করা অবশ্যই মূর্খামি।

সুতরাং শর্তসাপেক্ষ মুক্তির কোনো প্রস্তাব যদি আমাকে দেওয়া হয় তবে আমি তার উত্তরে জানাতে চাই : 'আথেন্সবাসীগণ, আনিটাস যেমন দাবি করেছে আপনারা তা মেনে নিতে পারেন,

কিম্বা না নিতেও পারেন; আপনারা আমাকে শাস্তি দান করতে পারেন অথবা মুক্তিও দান করতে পারেন, কিন্তু সর্বদা একথা স্মরণে রাখবেন যে, আমাকে সুযোগ দিলেই, আমি যেমন পূর্বে করছিলাম অনুরূপ ব্যবহার করার প্রযত্ন পাবো, তা যদিওবা আমাকে সহস্রবার মৃত্যুতে মরণশীল হতে হয়।'

শান্ত হোন, নগরবাসীগণ, দয়া করে শান্ত হোন! উচ্চরোল সৃষ্টি করার পরিবর্তে, আমি যেমনটি আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছি তাই করুন, এবং আমার বক্তব্যে কান দিন। আমার বিশ্বাস, আমার বক্তব্য শ্রবণ আপনাদের উপকারেই আসবে। আপনাদের কাছে নিবেদন করার মতো আমার আরো কিছু আছে, এবং আপনারা অবশ্যই চিৎকার সহকারে আমাকে স্তব্ধ করার বাসনা পোষণ করতে পারেন, তবু দয়া ক'রে নিজেদের স্থির রাখুন। আমি আপনাদের নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি যদি আমি, যেমনটি দাবি করি, তেমন একজন মানুষ হ'য়ে থাকি, এবং আপনারা যদি আমাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করেন, তবে আমার প্রতি যতটুকু করবেন তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি আপনাদের ক্ষেত্রে সাধিত হবে। আনিটাস ও মেলেটাস আমার কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। আমার বিশ্বাস যে মন্দলোক দ্বারা কোনো ভালো মানুষের ক্ষতি সাধন বস্তুত প্রচল বিশ্ব নিয়মের ব্যতিক্রম হয়তো বা সত্যসত্যই তাদের মধ্যে কেউ একজন আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যাপারে সমর্থ হবে, নতুবা দ্বীপান্তরে পাঠাবে, কিংবা সম্মানহানি ঘটাবে এবং হয়তো বা তাদের মনে হবে এই সবের যে কোনো একটি শাস্তি শাস্তিপ্রাপ্তের পক্ষে গভীরতর সর্বনাশের কারণ হবে। সম্ভবত এইরূপ ভাবনা কেবলমাত্র যে তাদেরই আছে তাও নয় : অথচ আমি কিন্তু তাদের এই আলোতে দেখতে চাই না; আমার মতে, বর্তমানে তারা যা করছে সেটাই অনেক বেশি গভীর সর্বনাশ, একজন নিষ্পাপ মানুষকে শাস্তিদান করার প্রচেষ্টা চালিয়ে। নাগরিকবৃন্দ, এখন হয়তো আপনারা চাইবেন, আমি নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করবো। একেবারেই নয়। পক্ষান্তরে আমি আপনাদের

সমর্থন করতে চাই। আমি, আমাকে অভিযুক্ত ক'রে আপনারা যে আপনাদের ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার রূপ পাপ করছেন তা থেকে আপনাদেরই রক্ষা করতে চাই। আপনারা যদি আমাকে দণ্ডাদেশ দেন, তবে নিশ্চিতরূপে আমার তুলনীয় অন্য কাউকে আপনারা পাবেন না। শুনতে কথাটা হাস্যকর হ'তে পারে, কিন্তু এই নগরীটি আসলে এক বিশালবপু যত্নে লালিত অশ্বের ন্যায়, বিশাল আকার হেতু একটু বেশি কুঁড়ে। অশ্বদের দেহে বসা মাছির প্রয়োজন আছে তাকে জাগিয়ে রাখার জন্য; আর তাই আমি দেবতাদের দ্বারাই নির্বাচিত ব্যক্তি আপনাদের পৃষ্ঠদেশে বসার জন্য এবং আমার উপদেশ ও সমালোচনার দ্বারা আপনাদের জাগ্রত রাখার জন্য। সুতরাং সারাদিনব্যাপী আমি কেবল চঞ্চল হ'য়ে ঘোরাফেরা করি, কখনো একজায়গায় বসি, কখনো অন্যখানে এবং এমনি ক'রে সবখানে বসি। তাই আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে পাওয়া আপনাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে, আথেন্সবাসীগণ, সুতরাং আমাকে মুক্তি দেবার উপদেশই আমি আপনাদের দিতে চাই। কিন্তু আপনারা হয়তো বা খুবই মেজাজ খারাপ ক'রে আছেন, যেমন সচরাচর সকলেই থাকে যদি অসময়ে তাদের জাগ্রত করা হয় ও তাদের নিদ্রার ঘোর না কাটে। তাই হয়তো বা এখন আপনারা আনবেন আপনাদের মাছি তাড়নার জালকাঠি, এবং যখনি আমার মৃত্যু হবে আপনারা পুনরায় আপনাদের বাকি জীবন পর্যন্ত আলস্যে, নিদ্রায় গা ঢেলে দেবেন, অবশ্য যদি না ঈশ্বর দয়াপরবশ হেতু আমার বদলে অন্য কাউকে পাঠান।

কিন্তু ঈশ্বর আথেন্সে যে ব্যক্তিটিকে পাঠাবেন সে কী সত্যসত্যই আমার অনুরূপ মানুষ হবেন? আপনারা সম্ভবত অনুভব করতে পারবেন যে আমি, যদি এভাবে ব্যাপারটা লক্ষ করেন, মানুষের যথার্থ ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করলে, মনে হবে অত্যন্ত যৌক্তিকতাহীন যে আমার ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা অবহেলা করে, এতোকাল ধ'রে, আমার পরিবারের স্বার্থে অবহেলাও সহ্য

করেছি। পক্ষান্তরে আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আপনাদের কারণে নিবেদন করেছি—আপনাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে আপনাদের আপনাপন আত্মিক উন্নতি সাধনে নিয়োজিত করতে পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো উপদেশ দিয়ে। যদি আমি কোনো সময় এ কাজের জন্য কোনো অর্থমূল্য ধার্য করতাম এবং তার দ্বারা উপকৃত হতাম তবে হয়তো বলার মতো তথ্য থাকতো; কিন্তু বাস্তবপক্ষে যা ঘটেছে তার সত্যতা আপনারা নিজেরাই অনুমান করতে পারেন। একটি কুটো না নেড়েই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা তাদের অন্য সমস্ত অনুযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাদের অবশ্য এমন ধৃষ্টতাও হয়নি যাতে তারা আপেক্ষিক ভাবেও প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারেন যে আমি কদাপি তাদের কাছে কোনো অর্থমূল্য দাবি বা অর্থমূল্য দক্ষিণা হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমার এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য আমার একটি সন্দেহাতীত সাক্ষ্য বর্তমান—তার নাম, আমার দারিদ্র্য।

অপরপক্ষে, আপনারা মনে করতে পারেন এটি অত্যন্ত অযৌক্তিক যে, আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে উপদেশ দানে তার নিজের ব্যাপারে নাক গলাই; কিন্তু সাধারণ বক্তৃতা মঞ্চেও দাঁড়িয়ে এই নগর বা নগরবাসীদের সকলকে একত্রে উদ্দেশ ক'রে আমার কোনো উপদেশ দান করার সাহস দেখাই না। এর কারণ হ'চ্ছে, আমি দৈব বা অলৌকিক শক্তি প্রদত্ত সাবধানবাণী লাভ করেছিলাম : যেমন আপনারা বহুস্থানে অনেক সময় আমাকে বলতে শুনেছেন যে মেলেটাসের অভিযোগের ব্যঙ্গোক্তির পশ্চাতে সে সাবধান বাণীই উক্ত হয়েছে। আমি যখন নিতান্ত শিশু তখন এর আরম্ভ, এক ধরনের কণ্ঠধ্বনি আমার শ্রবণে ভেসে আসতো; এবং সর্বদা, যখনি এটি ঘটতো, যেন আমাকে আমি যা করতে চাইতাম তা করতে নিষেধ জানাতো। অথচ কখনো এ কণ্ঠস্বর নিশ্চিত ভাবে কোনো কিছু সম্পন্ন করতে আমাকে বলেনি। এই সেই কণ্ঠধ্বনি যা আমাকে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিল, এবং

আমার মতে এই উপদেশ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ছিলো। আপনাদের আমি নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি যে যখন আমি তরুণ ছিলাম তখন যদি রাজনীতিতে প্রবেশ করতাম তবে দীর্ঘদিন পূর্বেই আমার মৃত্যু হ'তো এবং তার ফলে না আমার না আপনাদের কারো পক্ষেই শুভ কিছু হ'তো না। দয়া ক'রে অসন্তুষ্ট হবেন না যদি আমি খোলাখুলি সব কিছু বলতে চাই : যদি কোনো লোক আথেন্সবাসীদের অথবা অন্য কোনো গণতন্ত্রে, প্রচল নীতির বিরোধিতা করে তবে তার পক্ষে জীবিত থাকা নিতান্ত অসম্ভব। নিতান্ত অসম্ভব যদি কেউ নগরে চলিত পাপ ও অবিচার বন্ধ করতে চায়। না, যে কেউ, যদি সত্য সত্যই ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রাম করতে চায়, সে হয়তো বা সামান্য কিছুদিনের জন্যও জীবিত থাকতে রাজি থাকে, তথাপি সে তা করতে পারবে কেবলমাত্র আমজনতা হিসেবে, কখনোই জনগণের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি হিসেবে নয়।

আমার মতানুকূল্যে আমি অত্যন্ত জোরালো প্রমাণ দাখিল করতে চাই : এই প্রমাণ তত্ত্বগত নয়, যে ধরনের ব্যাপার আপনারা গ্রহণীয় মনে করেন তেমনি প্রমাণ, অর্থাৎ বস্তু নির্ভর প্রমাণ। এবার শুনুন আমার কী হয়েছিল, এবং এতেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি কখনো কোনো বে-আইনি চাপের কাছে, তা সে মৃত্যু ভয় হলেও, নতি স্বীকার করবো না। আমি সর্বদা তা বাধা দেবো, এমন কী এর ফলস্বরূপ যদি আমাকে অবধারিত ভাবে শেষ হ'তে হয়।

আমার গল্পটি অত্যন্ত সাধারণ ধরনের, বিচারালয়ে মানুষ সচরাচর যে প্রকারের কাহিনী ব'লে থাকে, অথচ তা যথাযথ ভাবেই সত্য।

আমি যখন সংসদের একজন সভ্য নিয়োজিত হয়েছিলাম সেই একবারই মাত্র আমি আথেন্সের জনপ্রতিনিধিত্বের দপ্তরে গিয়েছিলাম। আমার আপন জ্ঞাতি দল, আন্টিয়োকিসরাই সেবার সংসদ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; সংসদে আপনারাই স্থির করেছিলেন, সমুদ্রযুদ্ধে যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের রক্ষা কর্মে

বিফলতা দেখিয়েছিল যে দশজন সেনাপতি, তাদের একত্রে বিচার করার সিদ্ধান্ত। এই কাজটা যে আইনবিরুদ্ধ তা অবশ্য আপনারা পরে নির্বাচনের দ্বারা[১২] স্থির করেছিলেন। সে সময় আমিই ছিলাম একমাত্র পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য যে আইন বিরুদ্ধতার কারণে এই যৌথ বিচারের প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। জনসভার বক্তারা সকলেই প্রস্তুত হয়েছিলেন আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দাখিলের জন্য ও আমাকে বন্দী করার জন্য। আপনারাই তাঁদের করধ্বনি ক'রে বাহবা ও উৎসাহ দান করেছিলেন। আমি কিন্তু জানতাম আমার সবিবেকী দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায় বিচারের অনুগামী হওয়া, আইনের অনুগামী হওয়া এবং প্রয়োজনে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। আপনাদের সঙ্গে যুক্তি ক'রে আমি কখনোই মৃত্যু বা কারাবাসের ভীতির নিকট নতি স্বীকার করতাম না। কারণ আপনারা যে কাজ করতে চাইছিলেন তা ছিলো আইন বিরুদ্ধ। এ সব ঘটনা যখন সংঘটিত হয় তখনো আথেন্স একটি গণতন্ত্র। পরবর্তী সময়ে, নির্দিষ্ট সংখ্যকের শাসনকালে,[১৩] ত্রিংশ ব্যক্তি আমাকে গোলঘরে ডাকলেন এবং পাঁচ জনের একজন কমিশনার হিসেবে দায়বদ্ধ করলেন সালামিসের লীয়নকে তার গৃহ থেকে আথেন্সে আনার জন্য যাতে তাকে পরিকল্পনা মতো দণ্ডাদেশ দেওয়া যায়। এই ত্রিংশ সংসদ অনেক ব্যক্তিকেই অনুরূপ কার্যে বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়োগ করেছিলেন যাতে তাদের শাসনকালের কর্মকাণ্ড যতদূর সম্ভব বিস্তৃতি লাভ করে। এই ঘটনার কালেও, মোদ্দা কথায় বলতে হয়, আমি এমন ধরনের ব্যবহার করেছিলাম যাতে প্রতীয়মান হয় যে আমি বাস্তবিক ভাবে মৃত্যুদণ্ডকেও গ্রাহ্য করিনা। আমার একমাত্র ভাবনা ছিল যাতে আমি কদাপি ঈশ্বর বা মনুষ্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে এমন কোনো কাজ করবো না যা আইন বিরুদ্ধ। আমার এই মনোভাব কেবল যে আমি ভাষায় প্রকাশ করি তা নয়, আমার নানা কাজেও তা প্রকাশমান হয়। ত্রিংশসংসদ কিন্তু অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলো, তবে অতটা ক্ষমতাশালী নয় যাতে আমি ভীতিবশত অনৈতিক কোনো কাজ সম্পন্ন করবো। আমাদের মধ্য থেকে পাঁচ জন গোলঘর ছেড়ে বেরলাম : চার জন

গেলেন সালামিসের দিকে, এবং লীয়নকে তাদের সঙ্গে নিয়ে এলেন, কিন্তু আমি প্রত্যাবর্তন করলাম সরাসরি আমার গৃহে। যদি না এই সংসদ এর অল্পকাল পরেই ভেঙে না যেত তবে হয়তো বা আমার নিহত হবার সম্ভাবনাই ছিলো ধ্রুব। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁদের আপনারা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা হুবহু যা যা ঘটেছিলো তা বিবৃত করতে আজো সক্ষম হবেন।

সুতরাং, আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না, যদি আমি রাজনীতির জীবন বেছে নিতাম তবে আমার এই বয়েস পর্যন্ত কখনো পৌঁছানো সম্ভব হতো না, এবং একজন সৎ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহারও আমার পক্ষে সম্ভব হতো না; কর্তব্য পালন করা, ন্যায়কে প্রথমত বরণ করা, অথবা সম্ভব হতো না, যাদের আশ্রয় একমাত্র আইন তাদের জন্য সংগ্রাম। স্বদেশবাসীগণ, না আমার পক্ষে তা কখনোই সম্ভব হ'তো না। অবশ্য যদি সম্ভব হ'তো, তবে মানবেতিহাসে আমি তুলনারহিত হিসেবে চিহ্নিত হতাম। আপনারা লক্ষ করবেন, আমি যা যা করেছি সেই সব কাজে আমার বিচার পূর্বাপর একরূপই ছিলো। তা সে আমার ব্যক্তিগত জীবনে অথবা সামাজিক জীবনেই হোক না কেন। আমি স্থিরকল্প ছিলাম আমার জীবনভর যাতে কোনো মানুষকেই কখনো অন্যায় শাস্তি পেতে না হয়, এদের মধ্যে আমি আমার 'ছাত্র' চিহ্নিত মানুষদেরও ধরে নিচ্ছি। যদিও এই শব্দটি কুৎসারটনা মূলক, কারণ আমি কখনো কারো শিক্ষক ছিলাম না। আমি নিজেকে ব্যাপৃত রাখতাম আলাপচারিতায়, ব্যস্ত থাকতাম আমার ব্যক্তিগত কর্মে; যদি কখনো, প্রাচীন অথবা তরুণ, কেউ আমার কথোপকথন শ্রবণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তবে অবশ্যই আমি তাঁকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাইতাম না। অথচ আমি কিন্তু কোনো সময়ই দক্ষিণার বিনিময়ে কোনো আলাপচারিতায় ব্যাপৃত হইনি এবং কখনো দক্ষিণা প্রদান করা হবে না জেনেও আলাপচারিতায় ক্ষান্ত হইনি। যুগপৎ ধনী বা নির্ধন উভয় প্রকার মানুষের প্রশ্নের উত্তরদানে আমি সম্মত থাকতাম, পক্ষান্তরে, যদি কেউ চাইতেন,

তিনি আমার বক্তব্য শ্রবণ করতে পারতেন যেমন, তেমনি আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগও দিতে পারতেন। এবং যেহেতু আমি কখনো কারো উপর শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করিনি অথবা কখনো কারো শিক্ষক আমি ছিলাম না তাই নীতিগত ভাবে কোনো লোক এর ফলে উত্তম বা অধম হলেন, তার দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না। যদি কোনো একজন মানুষও দাবি করেন যে তিনি আমার ছাত্র ছিলেন অথবা তিনি আমার কাছ থেকে এককভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন যা আমি সর্বসাধারণের বেলায় সম্মত হইনি, তবে আমি আপনাদের স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি যে তিনি সত্য ভাষণ করছেন না।)

অবশ্য আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, তবে কেন কিছু কিছু ব্যক্তি আমার সন্নিধানে সময় অতিবাহিত করতে এতো অধিক আনন্দ লাভ করে? স্বদেশবাসীগণ, আমি এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই প্রদান করেছি এবং যা সত্য তার সঙ্গে আর কিছু যোগ করার নেই। তারা, বস্তুত, ছদ্ম বুদ্ধিজীবীদের মুখোশ খোলার ব্যাপারটা উপভোগ করেন। এবং করবেন নাই কেন? আসলে তা অত্যন্ত মজাদার অভিজ্ঞতা। এই দায়িত্ব, আমি পুনর্বার বলি, আমার উপর ন্যস্ত হয়েছিল দৈব নির্দেশে। আমি আমার দায়িত্ব আবিষ্কার করেছিলাম দৈববাণীর মধ্য দিয়ে; স্বপ্ন ও অন্যান্য সব উপায়ে যে যে পথে দৈব নির্দেশ সচরাচর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তা যেমন ঘটনা তেমনি সহজে প্রমাণ সাপেক্ষ। যদি তরুণদের নষ্ট করি এবং যদি অতীতেও নষ্ট ক'রে থাকি, তবে নিশ্চিতভাবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ, যখন তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে তরুণ বয়সে আমার মন্দ উপদেশ শ্রবণের ফলে তাদের ক্ষতি হয়েছে। এখন তারা তবে সহজেই আমার সম্মুখীন হ'তে পারে এবং আমাকে শাস্তিদানে উৎসাহ দিয়ে আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। অথবা যদি তারা নিজেরা এ কাজে অনুৎসাহী থাকে তবে তাদের আত্মীয় পরিজন, পিতা অথবা ভ্রাতা অবশ্যই স্মরণে রেখেছেন যে তাঁদের পরিবারের

একজন সদস্যর কী ক্ষতিসাধন আমি করেছিলাম এবং তাঁরাও আমার উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে পারেন। নিঃসন্দেহে, (এই বিচারালয়ে সে রকম অনেক ব্যক্তিই উপস্থিত আছেন, আমি তাঁদের প্রত্যক্ষ করতে পারছি। ক্রিটো, প্রথমত, আমার সমসাময়িক, ইনিও আমার আপন জেলা থেকেই এসেছেন। এবং তাঁর পুত্র, ক্রিটোবুলাস, সেও এখানে উপস্থিত। আর ঐ তো ওখানে, কেফিসিয়ার আন্টিফোন, এপিজেনেসের পিতা। আর আছেন অন্য সকলে, আমার বৃত্তে যাঁরা থাকতেন তাঁদেরই ভ্রাতাগণ। নিকোসট্রাটাস, থিয়োজোটাইড-এর পুত্র, থিয়োডোটাসের ভ্রাতা। অবশ্য থিয়োডোটাস অধুনা মৃত, ফলে সে নিকোসট্রাটাসকে আর প্রভাবিত করতে পারবে না। আর এইপাশে আছে পারালিয়াস, ডেমোডোকাস-এর পুত্র ও থিয়াজেস-এর ভাই, সেও অবশ্য মৃত। আমি দেখতে পাচ্ছি, আডাইমানটাস, আরিসটোন-এর পুত্রকে, তার ভাই প্লেটো ও আইয়াটোডোরাস। তার ভাই আপোলোডোরাসের সঙ্গে আছেন। এমনি আরো অনেকের নামোল্লেখ করতে পারি, যাঁদের মধ্যে যে কোনো একজন বা সবাইকেই মেলেটাস আমার বিরুদ্ধে বিচারের সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করতে পারতো। হয়তো বা সেই মুহূর্তে একথাটা তার মাথায় ছিলো না। তাই যদি হয় তবে দয়া ক'রে এখন তাকে তার সাক্ষ্য উপস্থিত করার অনুমতি দেওয়া হোক। সে বলুক, এ রকম কোনো সাক্ষ্য কী সে উপস্থিত করতে ইচ্ছুক। আমি তাহ'লে তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি।)

না, দেশবাসীগণ, আপনারা লক্ষ করবেন ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। সেইসব ব্যক্তি যারা আমার শিকার হয়েছিল তারা তাদের নষ্টকারীকে সহায়তা করতেই প্রস্তুত। তাদের আত্মীয়পরিজন সেই ব্যক্তিকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন জানাতে ইচ্ছুক। অথচ মেলেটাস ও আনিটাসের মতানুসারে এই ব্যক্তিই তাদের নিকটতম ও প্রিয়তমদের নষ্ট করার জন্য দায়ী। আমি

মনে করি, যারা নষ্ট হয়েছে, হয়ত বা তাদের কিছু কারণ আছে আমাকে সমর্থন করার, কিন্তু তাদের আত্মীয়স্বজনদের বেলায় কী বলা যাবে? তারা তো পূর্ণমস্তিষ্ক ও সংবেদনশীল মানুষ, তারা তো নষ্ট হয়নি। তবে তাদের কী যুক্তি থাকতে পারে আমাকে সমর্থন জানানোর কেবলমাত্র নৈতিক ও যথার্থতার যুক্তি ভিন্ন? তারা তাদের নিজের বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই জানে, (মেলেটাস সত্যকে বিকৃত করছে এবং অপরপক্ষে যা কিছু আমি বলছি তার পুরোটাই সত্য।)

এটাই ঘটনা, স্বদেশবাসীগণ। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমি যা যা উল্লেখ করেছি অনুরূপ আরো কিছু বক্তব্য রাখতে সক্ষম। নয়তো বা আপনাদের মধ্যে কেউ অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন, তিনি নিজে যুক্ত ছিলেন এমন কোনো বিচারের কথা স্মরণ ক'রে। সেই কারণটি হয়তো বা বর্তমান ঘটনার চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তবুও তার স্মরণে থাকতে পারে যে তিনিও জুরিগণের কাছে কেমন ভাবে আপন পক্ষ সমর্থনের জন্য আবেদন নিবেদন করেছেন, কখনো বা হাঁটুমুড়ে বসে, ক্রন্দন করতে করতে। তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে, জুরিদের মনে সমবেদনা জাগরুক করার জন্য তাঁরা এই বিচারালয়ে উপস্থিত করেছেন তাঁদের জাতকদের, পরিবারের অন্যদের ও বান্ধবদের। আর এই সক্রেটিস, যদিও অবধারিত চরম শাস্তি অপেক্ষমান জেনেও, ওই সব কোনোটাই সে করছে না কেন। সম্ভবত আপনাদের কেউ একজন, এই ভাবনার বশবর্তী হ'য়ে, আমার প্রতি বিরূপতা অনুভব করবেন। তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হবেন, এই বিচারালয়ে তাঁর ব্যবহারের সঙ্গে আমার ব্যবহার তুলনা ক'রে, এবং ফলত ঐ ক্রোধ থেকেই তিনি তাঁর ভোট দেবেন। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এইরূপ চিন্তা ক'রে থাকেন—যদিও আমি নিশ্চিত জানি তা আপনারা ভাবছেন না, তবুও উদাহরণতও যদি ভেবে থাকেন,—তবে মনে হয় এই কথা এখানে বলাই আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে : ('বন্ধুগণ, আমারও

আত্মীয় স্বজন রয়েছে। যেমনটি হোমর বলেছেন, আমি কোনো ওক বৃক্ষের অথবা কোনো প্রস্তরের সন্তান নই,[১৪] আমি মনুষ্য পিতামাতারই জাতক, সুতরাং আমারও আছে আত্মীয় স্বজন, তিন পুত্র, যাদের মধ্যে একজন এখনো নাবালকমাত্র, অন্য দুজন এখনও তাদের বাল্যদশা কাটায় নি। অথচ আমি তাদের এই বিচারালয়ে উপস্থিত করতে ইচ্ছুক নই এবং মুক্তি ভিক্ষা করতে চাই না।' কেন আমি এই কাজ করতে অসম্মত হচ্ছি? নগরবাসীগণ, এ কেবল স্বেচ্ছাচার নয়; অথবা নয় কেবল আপনাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন; এর সঙ্গে আমার প্রবল আত্মবিশ্বাসের কোনো সম্পর্কও নেই অথবা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাস হারানোরও কোনো সম্পর্ক নেই। আমি যে বিষয়ে অধিক চিন্তান্বিত তা হচ্ছে আমার প্রখ্যাতি, আপনাদের খ্যাতি এবং সম্পূর্ণত আথেন্সের সুনাম। আমার মনে হয়, আমার এই প্রাচীন বয়সে, আমার যে সুনাম অর্জিত হয়েছে তা নিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠানের কোনো একটা অংশও পালন করা অত্যন্ত অনুপযোগী হবে। আমার সুনাম যথার্থই আছে কী নেই, তাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না : যা বাস্তব তা হচ্ছে এই যে, গণতান্ত্রিক উপায়ে স্থিরীকৃত হয়েছে যে, সক্রেটিস কোনো কোনো বিষয়ের বিচারে অন্যান্য মরণশীল প্রাণীর চেয়ে অধিক উত্তম। এখন আপনাদের কেউ, যাঁর সুনাম আছে উত্তম জ্ঞানের অথবা সাহসের অথবা অন্য কোনো গুণাবলীর, তাঁর পক্ষে এই ধরনের আবেগচালিত ব্যবহার করা খুবই অপরিণামদর্শিতার কাজ হবে। যদিও নানা সময়ে আমি দেখেছি, অনেকে প্রভূত খ্যাতিমান হওয়া সত্ত্বেও দণ্ড প্রাপ্তির সম্ভাবনায় নানারূপ অদ্ভুত ধরনের কাজ ক'রে বসেন। এমন সব কাজ করেন যাতে মনে হবে, নিজের মৃত্যুকে তিনি প্রবল কোনো বিয়োগান্ত ঘটনা ব'লে মনে করেন। আপাতপক্ষে মনে হয় যেন তাঁরা চিরায়ু আশা করেন, কেবল যদি আপনাদের সাহায্যে মৃত্যু দণ্ডাদেশ থেকে তিনি অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তাঁরাই বস্তুত আথেন্স নগরীর অসম্মাননার জন্য দায়ী। তাঁদের আচার

আচরণ দর্শন ক'রে যে কোনো আগন্তুক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত আথেন্সবাসীগণ, যাঁদের নির্বাচন করা হয়েছে নানা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে এবং দেওয়া হয়েছে নানা সম্মানজনক খেতাব, তাঁরাও চরিত্রগতভাবে স্ত্রীলোকের তুলনায় পৃথক নন। যদি আপনার বিন্দুমাত্র খ্যাতিও থাকে রক্ষণীয়, আথেন্সবাসীগণ, তবে আপনারা সর্বদা ঐ ধরনের আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকবেন। এবং যদি আমিও তেমন আচরণ করি তবে আপনারা অবশ্যই যেন আমার প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করবেন না। পক্ষান্তরে, আপনাদের আচরণ থেকে যেন বোঝা যায় যে, যে লোকটি নিজেকে শান্ত ও স্থির রেখেছে তার তুলনায় যারা নক্কারজনক নাটুকেপনার পরিচয় দানে সম্পূর্ণত আথেন্সকেই হাস্যাস্পদ ক'রে তুলেছে, তাদের কঠোরতম দণ্ডাদেশ দানেই আপনাদের আগ্রহ।

কিন্তু, সুনামের প্রশ্নটা বাদ দিয়েও, বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে আমার কাছে প্রকাশ্য বিকৃতি ব'লে মনে হয় যখন দেখি জুরিদের সামনে কান্নাকাটি ক'রে কেউ একজন দণ্ডাদেশ মকুবের সুযোগ লাভ করে। পক্ষান্তরে, অভিযুক্তর কাজ হ'চ্ছে সকলকে বিচারালয়ে সত্যাসত্য বাস্তবঘটনা বর্ণনা এবং তদ্দ্বারা তার আত্মপক্ষ সমর্থন করা। বিচার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এই চিন্তা মস্তিষ্কে নিয়ে জুরিরা কোনো অভিযোগের যথার্থতা যাচাই করতে পারেন না। অন্যপক্ষে তাঁদের দায়িত্ব পালিত হয়, বিচার হবে সত্যাসত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটনের দ্বারা, এই বিশ্বাসে। জুরিরা শপথ গ্রহণ করেন যে তাঁরা একজন মানুষের বিচার করবেন আইনবিধি অনুসারে, কারো প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ দর্শানোর দ্বারা নয়, অর্থাৎ জুরিদের তাৎক্ষণিক মানসিক আবেগ অনুসারে নয়। সুতরাং আমার পক্ষে অত্যন্ত অযৌক্তিক কাজ হবে তাঁদের নিজেদের শপথ ভঙ্গের অভ্যাসে উৎসাহিত করা এবং আপনাদের পক্ষে সমতুল অযৌক্তিক কাজ হবে এই

অভ্যাস লালন করা। যার ফলে আমরা উভয়ই পবিত্রতা হননের দোষে দোষী নিরূপিত হবো। আথেন্সবাসীগণ, আপনাদের এমন ধারণা অমূলক, যে, আমি আপনাদের প্রতি এমন ব্যবহার করতে পারি যা আমার নিজের বিচারেই, সম্মানজনক তো নয়ই, এমন কী ন্যায়েরও পরিপন্থী, ধর্মের সঙ্গেও সঙ্গতি পূর্ণ নয়। বিশেষত, যদি আমাকে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবার অধিকার দেন, তবে উল্লেখ করি, মেলেটাস আমাকে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে তা মূলত—অধার্মিকতা। আমি যদি আপনাদের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে আপনাদের অনুগ্রহ লাভ করি এবং আপনাদের বাধ্য করি শপথ থেকে বিচ্যুত হ'তে, তবে আমি যথার্থই আপনাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন না করার শিক্ষাই দেবো। অর্থাৎ আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তির সহযোগেই আমি নিরীশ্বরবাদে আস্থাবান ব'লে নিজেকে অভিযুক্ত হিসেবে প্রমাণ করবো। অথচ আমি বস্তুতপক্ষে নিরীশ্বরবাদী নই। আমি অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এমন কী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের যে কোনো একজনের তুলনার অধিক গভীর ভাবে বিশ্বাসী। এখন, দেশবাসীগণ, আপনাদের কাছে, ঈশ্বরের কাছে, আমি আমার দায় নিবেদন করছি, যাতে আপনাদের মতে সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ পন্থায় আমার বিচার সাধিত হয়, তা যেমন আমার পক্ষে তেমনি আপনাদের পক্ষেও অত্যন্ত মূল্যবান।

[জুরিগণ এবার ভোট নিলেন। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় ২২০ জন জুরি সক্রেটিসের দোষহীনতার পক্ষে এবং ২৮০ জন জুরি তাঁকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে মতদান করলেন। ফলে সক্রেটিস দোষী প্রমাণিত হলেন এবং মেলেটাস মৃত্যুদণ্ডাদেশ দাবি করলো। এখনও সক্রেটিসের পক্ষে অন্য কোনো শাস্তি প্রস্তাব করা সম্ভব।]

নগরবাসীগণ, মতাদেশ গণনায় আমার প্রতিকূলে গিয়েছে। আমি অবশ্য এই ফলাফলে মোটেই তিক্ততা অনুভব করছি না, কারণ এই ফলাফল আমি আশঙ্কাই করেছিলাম। কিন্তু দুই পক্ষের

মতদানের সংখ্যা আসলে আমাকে বিস্মিত করেছে। আমি আশঙ্কা করেছিলাম আমার বিপক্ষে মতদান হবে অনেক বেশি, আশা করি নাই এতো স্বল্প সংখ্যায় বিজয়ী হবেন আমাকে শাস্তিদানে আগ্রহীরা। এই ফলাফলে, দেখা যাচ্ছে, যদি মাত্র তিরিশটি ভোট আমার বিপক্ষে গিয়ে থাকে, তবে তো আমার মুক্তি পাওয়াই যথাযথ। এই মতদানের ফলাফলে, আমার বিচারে মেলেটাসের অভিযোগ থেকে তো আমি মুক্তি পেয়েছি। বস্তুতপক্ষে, আমি যে কেবল তাঁর অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছি তাই নয়, স্বাভাবিক ভাবেই, যদি আনিটাস ও লাইকোন তদুপরি আমাকে অভিযুক্ত করতে না আসতেন তবে মেলেটাস একক ভাবে উপস্থিত জুরিগণের এক পঞ্চমাংশ সহায়ক ভোট লাভ করতে অসমর্থ হতেন এবং এতোক্ষণে এক সহস্র দ্রাকমা জরিমানা হিসেবে লোকসান করতেন।

আমার শাস্তি হিসেবে তিনি আমার মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছেন। উত্তম প্রস্তাব। নগরবাসীবৃন্দ, আমি এখন পক্ষান্তরে কী প্রস্তাব করতে পারি? আপেক্ষিক রূপে, যে শাস্তি আমার প্রাপ্য। কিন্তু তা কী? আমি যা করেছি তাতে কী ধরনের জরিমানা অথবা অন্য কোনো শাস্তি আমার প্রাপ্য? এবং যথার্থ বিচারে আমি কী করেছি? আমার জীবনভর আমি কেবল আমার মনের কথাই অকপটে প্রকাশ করেছি। অধিকাংশ মানুষ যা লভ্য জ্ঞান করে, বিত্তলাভ, আপনাপন জমিদারি পরিচালনা, নগরের রাজনৈতিক দল বা অনুদলে অন্তর্ভুক্তি,--আমি তাতে ঘৃণা ঢেলে দিয়েছি। তাদের উচ্চাশা, তারা নির্বাচিত সেনাপতি হবেন, বিধানসভায় বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে গণ্য হবেন অথবা অন্য কোনো সামাজিক সংস্থার কর্ণধার হবেন। আমি উক্তসব কার্যব্যপদেশে নিযুক্ত হ'লে, যথার্থরূপে বিশ্বাস করি, আমার জীবন সংশয় হতো আমার স্বভাবজ সততা প্রীতির কারণে। তৎসত্ত্বেও আমি নিঃসঙ্গ ভাবে কোনো অখ্যাত স্থানে আত্মগোপন করিনি যেখানে নিজের কাছে অথবা আপনাদের

কাছেও কোনো প্রয়োজনে আমি আসবো না। পক্ষান্তরে, আমি সেখানেই গিয়েছি যেখানে গেলে, আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান যে সেবা প্রতীয়মান, তা নিবেদন করতে সক্ষম হবো। আমি আপনাদের কাছে গিয়েছি একক ব্যক্তিত্ব হিসেবে এবং আপনাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ জ্ঞান ও গুণাবলী উৎকৃষ্টতর করার জন্য যত্নবান হ'তে, বহির্জগতের প্রলোভন থেকে মুক্ত হ'য়ে আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হ'তে, আবেদন জানানোর চেষ্টা করেছি। তেমনি আমি তাদের প্ররোচিত করেছি মূল্যহীন অলঙ্করণের চেয়ে আথেন্সের স্বাভাবিক মূল্য নিরূপণের জন্য। এমনি ভাবে অন্যসব গ্রাহ্যবস্তুর বিচার করার আবেদনও জানিয়েছি। এই তো এই কাজই আমি করেছি : এখন আপনারাই বলুন কোন শাস্তি আমি উপযুক্ত হিসেবে পেতে পারি। যদি আমাকে বাধ্য করা হয় আমার যথার্থ প্রাপণীয় শাস্তি প্রস্তাব করতে, তবে তা অবশ্যই, কোনো শাস্তি নয়, পক্ষান্তরে, কোনো পুরস্কার—যে পুরস্কার আমার ব্যক্তিসত্তার উপযুক্ত হবে। তাহ'লে, যিনি বাস্তবিক পক্ষে নির্ধন এবং তার স্বদেশবাসীগণের আত্মিক উন্নয়ন প্রয়াসের কাজে যার অবসরের প্রয়োজন আছে, সেরূপ কোনো লোকহিতকারীর উপযুক্ত পুরস্কার কী হওয়া যুক্তিযুক্ত?[১১] প্রাইটানেয়াম-এ দক্ষিণা ব্যতিরেকে আহারের অধিকারই তার পক্ষে আদর্শ পুরস্কার প্রাপ্য হওয়া উচিত নিশ্চিতরূপে। একক, দ্বিতীয় বা চতুর্থ রথদৌড়ে বিজয়ী কোনো অলিম্পিয়ান-এর তুলনায় এই ব্যক্তি অধিকতর উপযুক্ত এই অধিকারের জন্য। একজন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তার নগরীকে দেয় সার্থকতার চিত্রকল্প অথচ এই ব্যক্তি উপহার দেন যা বাস্তব তাই। তিনি কিন্তু আহার্যের স্বল্পতা ভোগ করেন না, যা আমি করি। সুতরাং, যদি আমি আমার যথাযোগ্য শাস্তি প্রস্তাব করতে অনুমতি লাভ করি, যেমন এখন করেছি, তবে প্রাইটানেয়াম-এ বিনামূল্যে আহারের প্রস্তাবনাই জানাবো।

সম্ভবত আপনারা আমার এই প্রস্তাবনার পশ্চাৎপট অনুমান করছেন, আমার ছিটগ্রস্ততা, তৎসহ আমার উল্লেখিত করুণা

উদ্রেককারী কাকুতিমিনতির দৃষ্টান্ত, বস্তুত আমার চরিত্রগত বিকৃতির হিসেবে। এই অনুমান করলে আপনারা ভ্রান্ত ব'লে প্রমাণিত হবেন। যথার্থ অবস্থাটা নিম্নোক্তরূপ : আমি স্থির নিশ্চিত যে আমি কদাপি স্বেচ্ছায় কারো কোনো ক্ষতি সাধন করিনি। করবোও না। আমি আপনাদের আমার মতে প্রত্যায়িত করতে সমর্থ হইনি, তার কারণ, আমাদের আলোচনা হয়েছে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য। বিশ্বাস করি, মৃত্যুদণ্ডাদেশ দানের সম্ভাবনাপূর্ণ বিচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশে যেমন আলোচনার জন্য একটি পুরো দিন ধার্য করার রীতি আছে তেমনি রীতি যদি আথেন্সেও বলবৎ থাকতো তবে অবশ্যই আমি আপনাদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হতাম। কিন্তু এখন এই সামান্য সময়ে, দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের গভীরতর অভিযোগের স্খালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ঘটনা অনুযায়ী, যেহেতু আমি স্থির নিশ্চিত যে আমি কারো কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করি নাই, ফলত, আমি দণ্ডপ্রাপ্ত হবার যোগ্য, এ কথা উচ্চারণ ক'রে আমার পক্ষে নিজের ক্ষতিসাধনও সম্ভব নয়, সম্ভব নয় রীতি অনুযায়ী কোনো শাস্তি নিজের জন্য প্রস্তাব করা। কেন তা করবো? মেলেটাসের প্রস্তাবিত শাস্তির ভয়ে ভীত হ'য়ে নিশ্চয়ই নয়, বিশেষত যখন আমি নিজেই, এ কঠোরতা বা কঠোরতা নয়, তা জ্ঞাত আছি ব'লে দাবি করছি না। যখন আমি পাল্টা প্রস্তাব জানাবো তখন যা কঠোর ব'লে জানি, তার পরিবর্তে অন্য কিছু কি বলা যায়? সম্ভবত, বলা যায়, বন্দীদশা? যদি আমি কয়েদখানায় বাস করি, যেখানে আগেকার ক্রীতদাসেরাই এখন কার্যবাহী কর্মচারী, সেখানে জীবিত থেকে জীবনের মূল্যমান কী আর অবশিষ্ট থাকবে? তবে, জরিমানা, যতদিন না তা প্রদান করা যায় অন্তত ততদিন পর্যন্ত কারাবাস? তাহলেও তো ঐ একই যুক্তি খাটে; যেহেতু আমার পক্ষে জরিমানা মিটিয়ে দেবার মতো কোনো অর্থবল নেই। তাহ'লে আমি কোনো নির্বাসনের প্রস্তাব দেব? হয়তো বা আপনারা এই প্রস্তাব গ্রাহ্য ব'লে বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু জীবনের প্রতি

ভালোবাসায় আমি তো তেমন আবিষ্ট নই। মৃত্যু ভীতিও আমাকে এমন ক্লীব করেনি যে আমি একটিমাত্র সহজ সরল যুক্তিরও অনুসরণ করতে অসমর্থ হব। আপনারা আমার স্বদেশবাসী হওয়া সত্ত্বেও যদি আমার আলাপচারিতা ও যুক্তিজাল অসহনীয় ব'লে মনে করেন, যদি আমার উপস্থাপনা পদ্ধতি আপনাদের কাছে অর্থহীন ও লজ্জাজনক ব'লে প্রতীয়মান হয়, যার ফলে আপনারাও কোনো না কোনো উপায়ে আমার উপস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে চা'ন, তবে কী আর বিদেশীরা আরো অধিক সহনীয় ব'লে আমাকে মনে করবে? আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একস্থান থেকে বহিষ্কৃত হ'য়ে অন্যস্থানে, এক নগর থেকে ভিন্ন নগরে, সর্বদা চলিষ্ণু হ'য়ে আমার এ বয়সে বেঁচে থাকা, কোন ধরনের জীবন যাপন? আমি জানি, যেখানেই যাই না কেন, ঠিক আথেন্সের অনুরূপই, সব জায়গায়ই তরুণরা আমার বক্তব্য শ্রবণের জন্য আগ্রহী হবে। যদি আমি তাদের বিতাড়িত করি তবে তারাও বৃদ্ধদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলবে যাতে আমাকেই বিতাড়িত হ'তে হবে; যদি আমি তাদের নিরুৎসাহ না করি তবে তাদের পিতা ও আত্মীয় সকল তাদের স্বীয় সন্তানদের চরিত্র রক্ষাকল্পে আমাকে আবার নির্বাসন নিতে বাধ্য করবে।

অবশ্য আপনাদের মধ্যে কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন : 'সক্রেটিস, কেন আপনি নির্বাসন দণ্ড মেনে নিচ্ছেন না এবং কেনই বা নির্বাসনে থাকাকালীন আপনার ভাবনাচিন্তাগুলো নিজের ভেতরেই রাখছেন না?' এ কাজটা যে কতোখানি দুরূহ তা আপনাদের মধ্যে অনেকেই অনুভব করতে পারবেন। যদি আমি বলি, এর অর্থ হ'চ্ছে ঈশ্বরকে অমান্য করা এবং সেই কারণেই আমি আমার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হ'তে পারি না, তবে আপনারা অনুমান করবেন আমি শঠতার আশ্রয় নিচ্ছি এবং আমার বক্তব্যে আপনাদের মনযোগ আর কখনোই আকর্ষিত হবে না। পক্ষান্তরে, মনে করি, যে দিন অতিবাহিত

ক'রে মানুষের আত্মিক উৎকর্ষতার সন্ধানে ও তদনুরূপ বিষয় সমূহের বিচারে যা নিজেকে ও অন্যদের পরীক্ষা করার জন্য আমাকে সর্বদা লিপ্ত হিসেবে আপনারা দেখেছেন, তাই একজন মানুষের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ধারণ পদ্ধতি। যদি আমি বলি, জীবন আসলে জীবিত থাকার উপযুক্ত নয়, এই অনুসন্ধান থেকে বিচ্যুত হ'লে পর, তবে অবশ্যই আপনারা আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিষয়ে অধিক সন্দিহান হবেন। যাই হোক না কেন, স্বদেশবাসীগণ, এইটাই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়, তা আপনাদের বিশ্বাস অর্জনের পক্ষে যতই দুরূহ কর্ম হোক না কেন।

(শেষমেষ, আমি সাধারণত শাস্তি লাভের উপযুক্ত ব'লে নিজেকে ভাবতে অভ্যস্ত নই। যদি আমি বিত্তশালী হতাম, তবে হয়তো বা জরিমানা ধার্য করার প্রস্তাব দাখিল করতাম। যে অর্থ আমার পক্ষে তখন দেওয়া অসম্ভব হ'তো না, কারণ এই জরিমানার ফলে বস্তুত আমার কোনো ক্ষতি সাধন হ'তো না। কিন্তু আমার তো তেমন পরিমাণ অর্থানুকূল্য নেই। যদি আপনারা আমার পক্ষে প্রদান করা সম্ভব এমন পরিমাণ অর্থদণ্ড ধার্য করেন, মনে হয়, আমি এক রৌপ্য মিনা জরিমানা হিসেবে প্রদান করতে চেষ্টা করতে পারি। হ্যাঁ, আমি প্রস্তাব করছি, এক মিনা জরিমানা ধার্য করা হোক।

একটু চুপ করুন, স্বদেশবাসীগণ। এখানে দেখছি প্লেটো, তৎসহ ক্রিটো, ক্রিটোবালুস এবং আগাথন তাঁদের তরফ থেকে ত্রিশটি মিনা জরিমানা হিসেবে প্রস্তাব জানাবার জন্য অনুরোধ করছেন। সুতরাং আমি এখন সেই পরিমাণ অর্থদণ্ডই জরিমানা হিসেবে ধার্য করার প্রস্তাব রাখছি। এবং এঁরা আমার পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে জামিনদার থাকবেন।)

[জুরিগণ এবার মেলেটাসের ও সক্রেটিসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেন। এবং জাওজেনেস লায়েরটিয়াসের জীবনী গ্রন্থ অনুসারে, মেলেটাস এই প্রস্তাবের আনুকূল্যে একশো ভোটে

বিজয়ী হয়েছিলো। সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড বহাল হলো। জুরিদের এবার সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডের দিন পর্যন্ত জিম্মাদার নির্ধারণ করার দায়। মনে হয় এই বিষয়ে কিছু বাকবিতণ্ডাও চলেছিলো; কেন না ক্রিটো প্রস্তাব জানালেন দণ্ডাদেশ বলবৎ করা পর্যন্ত সক্রেটিসকে জামিনে তাঁর হেফাজতে ছেড়ে দেওয়া হোক। যাই হোক রীতি অনুযায়ী বিচার শেষ হয়েছে। এরপর অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের পর আর অভিযুক্ত বাধ্যতামূলক ভাবে বা রীতিগত ভাবে কোনো আত্মপক্ষ সমর্থন বিষয়ক বক্তৃতা করতে পারেন না। কিন্তু পরবর্তী অংশ যতদূর মনে হয় নাটকীয়তা আনয়নের জন্য প্লেটো মূল গ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন।]

আথেন্সবাসীগণ, আপনারা সুনাম অর্জনের মূল্যে সামান্য সময়ের বিরাম ক্রয় করলেন। তবু যারা সক্রেটিসের, যাকে মনে করে জ্ঞানী বলে, যদিও আপনারা তা মনে করেন না, তারা করে, হয়তো বা আমি তা নই,—প্রাণদণ্ডাদেশের জন্য আথেন্সবাসীগণকে অপবাদ জানাবেন বলেই মনস্থির করবেন। যদি আপনাদের আর কিছুটা ধৈর্য থাকতো কিছু দিনের অপেক্ষার, তবে হয়তো আপনাদের সাহায্য ছাড়াই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হতো! দেখুন আমি কেমন বৃদ্ধ, জীবনের পরিণতির দিকে পৌঁছে গেছি প্রায় এবং মৃত্যুর সমীপবর্তী হয়েছি। এ কথাগুলো আমি আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলছি না, কেবল জানাতে চাই তাদের, যারা আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশের অনুকূলে ভোট দিয়েছেন। তাদের আমার আর একটা কথা বলার আছে: সম্ভবত, স্বদেশবাসীগণ, আপনারা ভাবছেন যেহেতু আমার যুক্তির অপ্রতুলতা ছিলো তাই আমাকে এই দণ্ডাদেশ পেতে হয়েছে। আপনারা অনুমান করতে পারেন যে আরো একটু কম দমনমূলক আত্মপক্ষ সমর্থন যুক্ত বক্তৃতা হ'লে আপনারা হয়তো বা আমার যুক্তিতে অভিভূত হ'তে পারতেন। এই অনুমান কিন্তু সঠিক নয়। আমার বিতর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু একটা ঘাটতি ছিলো। তা কিন্তু যুক্তির অপ্রতুলতা নয়। তা হ'চ্ছে কাপট্য ও

আন্তরিকতাহীনতা। আপনাবা যে সকল কথা শ্রবণ করতে পছন্দ করেন তা উচ্চারণ করায় অস্বীকৃত হওয়ার জন্যই আমার এই দণ্ড প্রাপ্তি ঘটলো। আপনারা হয়তো বা আমার অশ্রুপাত, বিলাপ এবং যা সব অন্যান্য অভিযুক্তরা করে থাকেন, সে সব শ্রবণ করাতেই আনন্দ লাভ করতেন। কিন্তু আমি পুনরায় উল্লেখ করছি, এই ধরনের আচরণ আমার সম্মানের পক্ষে কখনোই উচিত হতো না। আপনারা রায় উচ্চারণ করবার পূর্বেই আমি স্থির করেছিলাম যে আপনাদের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে বিনতি জ্ঞাপন আমার পক্ষে শোভন নয় এবং আমি যে পদ্ধতিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি তাতে এখন আমার কোনো অনুতাপ নেই। বস্তুত, যে ভাবে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি সেই ভাবেই আত্মপক্ষ সমর্থনের ফলে যদি আমার মৃত্যুদণ্ডই লাভ হয়, তাও, প্রথাগত উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের দ্বারা জীবনলাভ করা থেকে অধিক শ্রেয়। যে কোনো পন্থায় আপন জীবন রক্ষা করা কারো পক্ষেই যুক্তিযুক্ত নয়। এই নীতি যেমন আইনের দরবারে তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। সমরাঙ্গণে, প্রায়শই দেখা যায় কেউ ইচ্ছে করলে পলায়নের দ্বারা আত্মরক্ষা করতে পারে, কখনো বা হাতের অস্ত্র ত্যাগ করার ফলে অথবা আক্রমণকারীর পদতলে লুণ্ঠিত হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষার দ্বারা। যে কোনো বিপদকালে, মৃত্যু এড়িয়ে যাবার অনেক রকম পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব, যদি না তার কোনো নীতিবোধ থাকে অথবা যদি সে যেনতেনপ্রকারেণ মৃত্যুকে প্রতারিত কবতেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। না, স্বদেশবাসীগণ, মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ তেমন দুরূহতম কাজ নয়। কিন্তু পাপের কাছ থেকে পলায়ন যথার্থই কঠিনতম কাজ। কারণ পাপ অত্যন্ত দ্রুতগামী অনুসরণকারী এবং মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি দ্রুততা মানুষকে কবলিত করতে সক্ষম। আমি একজন প্রবীণ ব্যক্তি এবং আমি শ্লথগতি, তাই মৃত্যু আমাকে সহজে ধ'রে ফেলেছে, যদিও মৃত্যু উভয়ের মধ্যে শ্লথতর। কিন্তু দণ্ডাদেশ খুবই তৎপর, তারা দ্রুত ছুটে যায়, তাই তাদের

অধিকার করেছে পাপ। আমি এই বিচারালয় ত্যাগ ক'রে যাবো আপনাদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হ'য়ে। তাবা যাবেন আইন বিহীনতা ও চরম নৈতিক অধঃপতনের সত্যতার দ্বারা অভিযুক্ত হ'য়ে। আমার শাস্তি আমার অপেক্ষায় আছে; তাদের শাস্তিও তাদের অপেক্ষায় থাকবে। আমি নিঃসন্দেহ যে এই ফলাফল অবশ্যম্ভাবীই ছিলো এবং বিশ্বাস্ করি যে এই ফলাফল খুবই পক্ষপাতহীন হয়েছে।)

যারা আমার বিরুদ্ধে মতদান করেছেন তাদের উদ্দেশে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে ইচ্ছুক। যখন মৃত্যু এসে সম্মুখে দাঁড়ায় যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, তখন মানুষ ভবিষ্যদ্বাণীপ্রবণ হ'য়ে ওঠে। দেশবাসীগণ, তাই আমি বলছি, আপনারা যারা আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণা করেছেন, আমার মৃত্যুর পর, এর প্রতিদান আপনাদের শিরে ঝুলবে, প্রতিদান যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে তার, তা মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও অনেক বেশি বেদনাবহ। আপনারা যা করেছেন, তা করেছেন এই বিশ্বাসে যে আপনাদের জীবনের আচরণ বিধি প্রতিপাদন করার দায় থেকে আপনারা মুক্ত হবেন। কিন্তু এখন আমি আপনাদের বলছি, এর ফলশ্রুতি অবশ্যই সম্পূর্ণ বিপরীত হবে। আপনাদের সমালোচকরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবেন, যে সব সমালোকদের আপনারা এখনো সমালোচকের রূপে চিনতে পারেননি, কারণ এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমিই তাদের সম্বরণ করেছি। তারা ক্রমশ কম সহনশক্তি সম্পন্ন হবে, কারণ আমার চেয়ে তারা অনেক কমবয়েসী এবং আপনারাও ক্রমশ তাদের প্রত্যক্ষ করবেন কম সহনীয় ব'লে। আপনারা যদি কল্পনা ক'রে থাকেন যে মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আপনারা আপনাদের নৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সমালোচনাকে স্তব্ধ করতে সমর্থ হবেন তবে আপনারা অত্যন্ত ভ্রান্ত। এই সমাধান যেমন সম্মানজনক নয় তেমনি কার্যকরীও নয়। সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক এবং সর্বোত্তম কার্যকরী সমাধান হচ্ছে নিজেকে উন্নততর করার কাজে নিয়োজিত থাকা, অন্যকে

শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকা এবং আপন গৃহকে নীতি অনুসারী করার চেষ্টা করা। এই আমার শেষতম ভবিষ্যদ্বাণী যারা আমার প্রতিকূলে মতদান করেছেন তাদেরই উদ্দেশে।

আর যারা আমার অনুকূলে মতদান করেছেন, কার্যনির্বাহীগণ যখন অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকবেন সেই সময়টুকু, আমি তাদের সঙ্গে ব্যয় করতে চাই। বধ্য ক্ষেত্রে যাবার পূর্বে আপনাদের সঙ্গে আমি এই বিচার বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। স্বদেশবাসীগণ, এই সামান্য সময়টুকুর জন্য আমাকে মার্জনা করবেন—যতক্ষণ আইন অনুমতি দেয় সেই সময় টুকুতে আমাদের আলোচনায় কোনো বাধা সৃষ্টি হ'তে পারে না। বন্ধু হিসেবে আমি আপনাদের ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে চাই আমার ক্ষেত্রে যা ঘটলো তার প্রকৃত অর্থ কি? জুরিগণ [১৬](আপনারাই শুধুমাত্র এই উপাধির যোগ্য), একটা অদ্ভুত ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার জীবনের সমস্ত সময়, আমার সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর বস্তুত ছিল এক প্রাত্যহিক ও পরিচিত ঘটনা। যখনি আমি কোনো ভ্রান্তিমূলক কাজ করতে গিয়েছি, ঐ কণ্ঠস্বর আমাকে সেই কাজের বিরুদ্ধে উপদেশ দান করেছে। এ উপদেশ আমার উদ্দেশে অবিরাম বর্ষিত হয়েছে, এমন কী অত্যন্ত নগণ্য ব্যাপারেও। আজ, আপনারাও সাক্ষী থাকছেন, ঘটনার দ্বারা আমি কী ভাবে অধিকৃত হলাম, তার। এমন সব ঘটনা যা কেউ চরম সর্বনাশ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে। কিন্তু আজ প্রভাতে যখন আমি গৃহ থেকে বহির্গত হয়েছিলাম তখন সেই দৈব ইঙ্গিত আমাকে 'না' বলে নি, না বলেনি এমন কী যখন আমি এই বিচারালয়ে প্রবেশ করলাম—তখনও অথবা আমার ভাষণের মধ্যেও কখনো সে কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়নি। আমার অন্য ভাষণের মধ্যে কখনো কখনো কোনো বাক্যবন্ধ উচ্চারণ করার সময় এই কণ্ঠস্বর অনেকবারই আমাকে বাধা প্রদান করেছে অথচ আজ আমার বিচার চলাকালীন আমার ব্যবহৃত কোনো শব্দের ক্ষেত্রেই কোনো বাধা পাই নি। এর কারণ কী হ'তে

পারে ব'লে মনে করবো? আমিই আপনাদের তা বলছি : কারণ অবশ্যই, এই বিচারের ফলাফল মূলত আমার সুবিধার্থেই উচ্চারিত হবে। সুতরাং আপনাদের মধ্যে যাঁরা ভেবেছিলেন মৃত্যু বস্তুত জীবনের ধ্বংসমূলক পরিণতি তাঁরা যথার্থই ভুল করেছিলেন। এইমাত্র যেমন বর্ণনা করলাম, আমার অভিজ্ঞতা থেকে এর সহায়ক জোরালো প্রমাণ আমি পেয়েছি। কারণ সেই ইঙ্গিত অবশ্যই আমাকে অন্যান্য সময়ের মতোই 'না' নির্দেশ পাঠাতো যদি আমি কোনো ক্ষতিকারক কিছু সংঘটিত করতাম।

এই বিচারের ফলশ্রুতি যে বাস্তবিক ভাবে শুভ সে বিষয়ে আমার নিশ্চিন্ততার আর একটা যুক্তিও আছে। আপনারা অনুমান করুন, মৃত্যু আসলে দুটি নিয়মের মধ্যে একটি। হয় তা অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্যুতি এবং এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কোনোরূপ সংবেদনশীলতার অস্তিত্ব থাকবে না; নতুবা যেমন কিছু কিছু প্রচল ধারণা[১১] রয়েছে, মৃত্যু এক ধরনের পরিবর্তনের অঙ্গ মাত্র, যেখানে দেহ থেকে আত্মাকে বিশ্লিষ্ট করা হয়, অর্থাৎ আত্মার পার্থিব আবাস থেকে বিচ্যুতি হয়, আত্মা গমন করে অন্য ক্ষেত্রে। ধরা যাক, প্রথমত, মৃত্যু যেন পরিপূর্ণ চেতনাহীনতা, যেমন স্বপ্ন বিহীন নিদ্রা : যদি তাই হয়, তবে মৃত্যু হবে অত্যন্ত মনোরম এক আশীর্বাদ। ধরা যাক কেউ একজন যে রাতে স্বপ্নহীন নিদ্রা উপভোগ করছিল তখনই তাকে নির্বাচিত করা হলো; ধরা যাক এই মৃত্যুর সঙ্গে তুলনায় তার জীবনের অন্য দিবস রজনীর আনন্দ উপভোগ অধিক হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলো। আমার বিশ্বাস এমন কী পারস্যের শাহ্ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে যা উত্তর করবেন তাতেও অধিক সংখ্যক আনন্দময় দিবস রজনী থাকবে না। সুতরাং যদি মৃত্যু তেমন কোনো ঘটনাই হ'য়ে থাকে তবে আমি সেই মৃত্যুকে আশীর্বাদ বলেই বর্ণনা করতে চাই। অন্তত এরকম এক রজনীর চেয়েও দীর্ঘতর প্রতীয়মান হয় না।

ধরা যাক, অন্যপক্ষে মৃত্যু আসলে এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে স্থানান্তর মাত্র, অন্য কোনো স্থানে গৃহ স্থাপনের মতন। ধরা

যাক, যে সংস্কৃতিতে বলে মৃত ব্যক্তিরা অন্য কোনো জগতে বাস করতে চ'লে যায়—তা সত্য; তা হলেও এর চেয়ে অধিক মহৎ আর কোন আশিস থাকতে পারে—আপনারা, জুরিগণ, আপনারাই বলুন? কেউ যদি মৃত্যুলোকে গমন করে তবে তো সে এইসব আপনি মোড়ল জুরিদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। সে নিজেকে দেখবে যথার্থ বিচারকদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যাঁরা বলা হয় অন্য জগতে বিচারের নিমিত্ত আসনে ব'সে আছেন। তাঁরা হচ্ছেন, মিনোস, রাদামানথিস, আয়েয়াকাস, ত্রিপটোলেমাস এবং অন্যান্য সব দেবতা প্রায় যাঁরা তাঁদের পার্থিব জীবনে ন্যায়বিচারের সহায়তা করেছেন। অরফিয়ুস অথবা মূসায়েয়ুস, হোসিওড অথবা হোমর এঁদের মুখোমুখি হবার জন্য আপনারা কতো ব্যয় করতে স্বীকৃত আছেন? যদি ঐতিহ্য সত্য হয়, তবে আমি একশো বার মৃত্যু বরণ করতেও রাজি আছি। আমার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে, পালামেডেস[১৮] অথবা আজাকস, যিনি তেলামোনের পুত্র অথবা প্রাচীনদের মধ্যে অন্য কেউ যাঁরা মর্ত্যে অন্যায় বিচারের রায়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা অবিমিশ্র আনন্দ-অভিজ্ঞতা এনে দেবে। তাঁদের সঙ্গে আমার নিজের বিচারের তুলনামূলক আলোচনাও অতীব আনন্দের কারণ হবে। কিন্তু তারচেয়েও অধিক আনন্দের বিষয়, সেখানে আমি উল্লাসে সময় কাটাবো যেমন এখানে জীবন কাটালাম, সকলকে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রশ্ন ক'রে, অন্বেষণ ক'রে কে যথার্থই জ্ঞানী, এবং কারা মনে করে তারা জ্ঞানবান অথচ তা নয়। জুরি মহোদয়গণ, আপনারা কতো মূল্য ধার্য করবেন, যারা ট্রয়ে সেই বিশাল অভিযানে সামিল ছিলেন তাদের প্রশ্ন করার জন্য? অথবা ওডেসিয়ুস? অথবা শিসীফাস? ওখানে আরো আছেন অগণিত সব, নারী ও পুরুষ। তাঁদের সঙ্গে মিলন, বাক্যালাপ অথবা প্রশ্নোত্তর পালা করতে পারা কী পরম আহ্লাদের বিষয় নয়? আমি বিশ্বাস করি সে জগতে যারা ক্ষমতাসীন তারা এই কাজের জন্য শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন না। এসব

ছাড়াও, যদি ঐতিহ্য সত্য ব'লে মেনে নি, তবে অনেকানেক আশীর্বাদের মধ্যে এও আছে যে সে জগতের অধিবাসীগণ ইতিমধ্যেই অমরত্ব লাভ করেছেন, সে কারণেও এই ভিন্ন জগত অনেক বেশি সুখদ। সুতরাং, জুরি মহোদয়গণ, আপনাদেরও উচিত মৃত্যুকে আশাব্যাঞ্জক দৃষ্টিতে দেখা। সর্বোপরি, আপনারা একটি সত্যকে অবলম্বন করুন, যা হ'চ্ছে, মহৎ মানুষের কোনো প্রকার অমঙ্গল হয় না, তার জীবিতাবস্থায় যেমন নয় তেমনি নয় তার জীবনের পরিসমাপ্তিতে। যারা মহৎ তাদের জীবনে কী ঘটছে সে দিকে দেবতাদের সর্বদা জাগ্রত দৃষ্টি। এবং আমি স্থির নিশ্চিত যে আমার ভাগ্য কেবলমাত্র ঘটনাচক্রের ফলশ্রুতিই নয়। না, আমার পক্ষে এখন সর্বোত্তম হবে এখানকার কাজ ফেলে মৃত্যু বরণ করা। আর সেই কারণে, দৈব ইঙ্গিত আমার পথ থেকে আমাকে চ্যুত করে নি এবং তাই যারা আমাকে অভিযুক্ত করেছে এবং যারা প্রতিকূলে মত দিয়ে আমার মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে তাদের কারো উপর আমার কোনো আক্রোশ নেই। স্বীকার করি, যখন তারা আমাকে অভিযুক্ত করেছে অথবা আমার প্রতিকূলে মত দান করেছে, তখন তাদের আমাকে সাহায্যের কোনো বাসনাই ছিলো না, আর তাই তারা অবশ্যই কিছুটা নিন্দার্হ। যাই হোক, আমি তাদের কাছে একটাই মাত্র অনুরোধ জানাবো : যখন আমার সন্তানগণ পরিণত বয়সে পৌঁছবে, স্বদেশবাসীরা, তাদের আপনারা শাস্তি দেবেন, যেমন ভাবে আমি আপনাদের কষ্ট দিয়েছি তেমনি ক'রে তাদেরও কষ্ট দেবেন, যদি আপনারা লক্ষ করেন ওদের পরিতোষ অর্থে সন্নিবদ্ধ, অথবা অন্য কিছু ওরা নৈতিকতা থেকে অধিক মনোযোগের যোগ্য ব'লে ভাবছে। যদি ওরা খানিকটা সুনামের অধিকারী হয় যা ওরা পাবার যোগ্য নয়, ওদের মুখোশ উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, ঠিক যেমন ক'রে আমি আপনাদের ক্ষেত্রে করেছি। যা ওদের কাছে সর্বাপেক্ষা মনোনিবেশের উপযুক্ত তাতে যদি ওদের মতি না থাকে, মানুষ হিসেবে যদি ওরা মূল্যহীন হয়েও নিজেদের মূল্যবান ব'লে

জাহির করে, তবে ওদের স্বরূপ অবশ্যই উদ্‌ঘাটন করবেন। আপনারা এই কাজটা যদি করেন তবে আমি এবং যুগপৎ আমার পুত্রগণ মনে করবো, আপনাদের কাছ থেকে পক্ষপাতহীন ব্যবহার লাভ করেছি।

এবার সময় হয়েছে আমাদের উভয়ের যাত্রাপথ পৃথক হবার। আমি যাবো আমার মৃত্যুর দিকে, আপনারা আপনাদের জীবন অভিমুখে। আমাদের মধ্যে কার সুসঙ্গত লাভ হয়েছে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

ক্রিটো

সক্রেটিস ও ক্রিটোর মধ্যে আলোচনা

সক্রেটিস : ক্রিটো, এই অসময়ে তুমি এখানে কী করছো? নাকি আমি যা ভাবছি তার চেয়েও বেশি রাত এখন।

ক্রিটো : না, এখন প্রায় রাত শেষ হ'য়ে এলো।

সক্রেটিস : কটা বাজে?

ক্রিটো : রাত্রির শেষ ঘণ্টিকা।

সক্রেটিস : পাহারাদারের অনুমতি পেয়েছো দেখে আশ্চর্য লাগছে।

ক্রিটো : এখানে আমি এতো ঘনঘন আসি যে তার সঙ্গে আমার বন্ধুতা জন্মে গেছে। তাছাড়া, ওর একটা সামান্য উপকারও আমি করেছি।

সক্রেটিস : তুমি কী এখুনি এলে, নাকি কিছুক্ষণ পূর্বেই এসেছো?

ক্রিটো : এখানে বেশ অনেকক্ষণ রয়েছি।

সক্রেটিস : তাহলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করো নি কেন, এখানে নিঃশব্দে অপেক্ষা না ক'রে?

ক্রিটো : আপনার নিদ্রা ভঙ্গ? আমি তো স্বপ্নেও তা ভাবতে পারি না, সক্রেটিস। এতোক্ষণ কী নিশ্চিন্তে আপনি নিদ্রাভিভূত ছিলেন দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। কেবল ভাবি যদি আমি এমন দুর্ভাগার মতো সর্বদা জাগ্রত না থাকতাম। ইচ্ছে করেই আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করি নি, কারণ আপনার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই নি। অতীতেও নানা ধরনের ঘটনায় মনে হয়েছে, আপনার এই মানসিকতার জন্য আপনি কতোখানি সৌভাগ্যবান। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে, আগের চেয়ে অনেক বেশি, আমি আপনার শান্ত শ্রীময়তাকে ঈর্ষা করি।

সক্রেটিস : আমি নিরুদ্বেগ থাকবো না কেন, ক্রিটো? আমার এই বয়েসে কারো পক্ষেই মৃত্যু অসময়ে এসেছে মনে ক'রে অভিযোগ করার কোনো যুক্তি নেই।

ক্রিটো : আপনার বয়সী অন্যান্য সকলে আপনার অনুরূপ অবস্থায় তাদের স্বীয় দুর্ভাগ্য বিষয়ে অভিযোগ থেকে তো বিরত হয় না।

সক্রেটিস : সত্য, সত্য। আচ্ছা বলতো, তুমি এতো ভোরে কেন এসেছো?

ক্রিটো : দুঃসংবাদ, সক্রেটিস। যদিও আপনার পক্ষে তেমন কিছু দুঃসংবাদ নয় বলেই মনে হয়। তবে আমার ও আপনার অন্যান্য বন্ধুদের বেলায় নিশ্চয়ই মর্মঘাতী। বলতে সঙ্কোচ হ'চ্ছে, অন্যান্য সকলের চেয়ে আমার কাছে এই সংবাদ অধিকতর কঠোর।

সক্রেটিস : এমন কী সংবাদ? তুমি কী সেই জাহাজটার কথা বলছো, ভয়ঙ্কর সেই জাহাজটা কী ডেলোস[১১] থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

ক্রিটো : না, সে জাহাজ এখনো ফেরেনি। তবে সুনিয়াম থেকে কিছু লোক প্রত্যাবর্তন করেছে তারা জাহাজটাকে ওখানেই দেখেছে। তারা যা বলছে তাতে মনে হয় ওটা আজই এখানে পৌঁছে যাবে। আগামীকাল, সক্রেটিস, আপনাকে এরা বাধ্য করবে জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে।

সক্রেটিস : আশা করি এটা এক পবিত্র সমাপ্তি হবে, ক্রিটো। যদি ঈশ্বরের তেমনি ইচ্ছে হয় ওঁ শান্তি। অবশ্য আমার মনে হয় না জাহাজ আজই পৌঁছাবে।

ক্রিটো : কেন আপনার এমন মনে হচ্ছে?

সক্রেটিস : তা আমি তোমাকে বলবো। তবে প্রথমে তুমি আমাকে বল, এটা কী ঠিক যে জাহাজটা পৌঁছাবার পর দিনই আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ পালিত হবে?

ক্রিটো . সরকারী লোকজন তো তেমনি বলেছে।

সক্রেটিস : তা হ'লে আমার বিশ্বাস এটা পৌঁছাতে আগামীকাল, রাত পোহালেই যে দিন সে দিন নয়। ঘুম থেকে ওঠার ঠিক আগে, গতরাতে আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তা থেকেই আমার এই

অনুমান। শেষরাতে তুমি এসেই যে আমাকে জাগাওনি তা ভালোর জন্যই।

ক্রিটো : স্বপ্নটা কী ছিলো?

সক্রেটিস : আমি দেখলাম একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক শুভ্র বসানাবৃত, আমার দিকেই আসছে। আমার নাম ধরে ডেকে সে বললো ঃ 'সক্রেটিস,

তৃতীয় দিবসে হবে তব আগমন

পিথিয়া[২৩] নামের দেশে যাহা ফলবতী।'

ক্রিটো : কী অলোকসামান্য এ স্বপ্ন, সক্রেটিস!

সক্রেটিস : যথার্থ, এর মর্মার্থ, ক্রিটো, অন্তত আমার কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার।

ক্রিটো : সম্পূর্ণ পরিষ্কার। না, সক্রেটিস! আমি যেমন পরামর্শ দিয়েছি, পলায়ন করুন। এখনো সময় আছে। আমার পক্ষে, এখন যদি আপনার মৃত্যু হয় তবে তা একাধিক কারণে হবে প্রলয়ঙ্কর। আমি আমার বন্ধুকে হারাবো এবং আমি আর কোনো দিন আপনার ন্যায় অন্য বন্ধু লাভ করবো না। তা ভিন্ন, অনেক লোক যারা আমাকে ঠিক মতো জানেন না, অথবা আপনি স্বয়ং ভাবতেও পারেন আমি হয়তো বা আপনার জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হতাম যদি আমি অর্থ ব্যায় করতে ইচ্ছুক হতাম। তারা ভাববে আমি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নি। আপন বিত্তের চেয়ে নিজের বন্ধুতাকে কম মূল্যবান জ্ঞান করা নিম্নতম অপবাদের চেয়েও ঘৃণাকাজ। কিন্তু দেখুন, আমরা সকলেই যে আপনাকে এখান থেকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক ছিলাম অথচ আপনি নিজেই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে অস্বীকার করেছেন—এ কথাটাতো কেউ বিশ্বাসই করবে না।

সক্রেটিস : ক্রিটো, তোমার কথায় আমি তো বিস্মিত হচ্ছি! তবে কী আমাদের কাছে অধিক সংখ্যক মানুষের মতামতই অধিক মূল্যবান? উত্তম শ্রেণীর মানুষ, যাঁদের আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ

করতাম, তাঁরা নিঃসন্দেহে অনুমান করতে পারবেন যা ঘটেছে আসলে তাই ঘটার কথা।

ক্রিটো : কিন্তু সক্রেটিস, অধিকাংশ মানুষের মতামত যে আমাদের ভাবনায় প্রতিফলিত হবে তা আপনার বিবেচনায় গ্রাহ্য হওয়ার কথা। এই ঘটনা থেকেই একথা বুঝতে পারি। যখন একটা কুৎসা জনসাধারণের গ্রহণীয় ব'লে বিবেচিত হলো, সামান্য প্রতিশোধেই তো জনগণের প্রকোপ প্রশমিত হয় না, তখন এই প্রকোপ বহুতর প্রতিহিংসা পালনেও সক্ষম।

সক্রেটিস : ভগবান করুন যেন তোমার কথাই ঠিক হয়। প্রার্থনা করি যেন সর্বসাধারণের তেমন প্রবল ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা জন্মাক—তবেই তো তাদের মহৎ কাজ করারও ক্ষমতা জন্মাবে এবং তখনই হবে আদর্শতম সামাজিক অবস্থা। কিন্তু বর্তমানে, উভয় দিকের বিবেচনাতেই তা ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয় : জনসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অথবা নির্বোধের মতো কাজ করুক না কেন—তা তাদের ক্ষমতার পরিচয় নয়, এ বাস্তবপক্ষে কেবল বিশুদ্ধ দৈব।

ক্রিটো : আপনি যদি তেমনি ব্যাখ্যা করতে চান, সক্রেটিস। কিন্তু আমাকে বলুন, কয়েদখানা থেকে পলায়ন করলে আপনার বন্ধুদের ভাগ্যে কী ঘটবে এটাই কী আপনার কাছে গভীর ভাবনার কারণ? আপনার ভয় হয়, আপনার পলায়নে সহায়তা করার খবরে অনুচরদের হাতে আমাদের বিপদ হবে—এ কথা ভেবে? আপনার সঙ্কোচের কারণ কী তবে, এর ফলে আমাদের সম্পত্তি বলপ্রয়োগ অধিকৃত হবে, অথবা প্রভূত অর্থদণ্ড ধার্য করা হবে, অথবা অনুরূপ কিছু? আমি তেমন আশঙ্কা করি না। যদি আপনি এই ভাবনায় ভীত হ'য়ে থাকেন, তবে এ বিষয়ে আর চিন্তা করবেন না। আমাদের পক্ষে আপনার জীবন রক্ষার জন্য এই সামান্য ঝুঁকিটুকু নেওয়ার অধিকার যেমন আছে, তেমনি যৌক্তিকতাও আছে, আরো অধিক বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও। আসুন, সক্রেটিস, আমি যেমন বলছি তেমনি করুন, বলুন আপনি অন্তর্ধান করবেন।

সক্রেটিস : যথার্থ, ক্রিটো, তুমি যা যা বললে সে সবের জন্য আমি ভাবনাগ্রস্ত তো বটেই, তাছাড়া আরো অনেক ভাবনার বিষয় আমার আছে।

ক্রিটো : তবু এ বিষয়ে আপনি ভীত হবেন না। আপনার মুক্তির জন্য এবং এ দেশ থেকে বহির্গত হবার জন্য যে মূল্য ওরা দাবি করেছে তা অযৌক্তিক ব'লে মনে করি না। আপনি তো জানেন গুপ্তচরদের ক্রয় করা সহজ—ওদের মুখ বন্ধ করতে আমাদের অধিক অর্থের প্রয়োজন হবে না। আমার ব্যক্তিগত বিত্ত আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করতে আমি অনিচ্ছুক নই। এবং আমি স্থির জানি তা এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট। এবং আমার প্রতি স্নেহবশতঃ যদি আপনি ভাবেন যে আমার সঞ্চিত অর্থ থেকে আপনার প্রয়োজনে সবটা ব্যয় করা অনুচিত তবে বলি, কিছু কিছু বিদেশী লোকও তো আছেন, আমি কাদের কথা বলছি তা নিশ্চয় আপনি অনুমান করতে পারছেন। তাঁরা তো আথেন্সেই আছেন এবং অর্থ সামিল করতেও তাঁরা উদ্‌গ্রীব। তাঁদের মধ্যে একজন, থীবসের সিমিয়াস এই কারণেই অর্থ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর একার কাছে যা আছে তাই একাজের পক্ষে যথেষ্ট। সেবেসও আরো অনেকের মতো, তাঁর অংশ দিতে প্রস্তুত। সুতরাং, আবার বলছি, খরচের কথা চিন্তা ক'রে দেশত্যাগের পরিকল্পনা ত্যাগ করবেন না; অথবা বিচারালয়ে যা বলেছেন তাও যেন আপনার দেশত্যাগের পরিকল্পনার বাধা সৃষ্টি না করে। অর্থাৎ পরভূমিতে আপনার জীবনযাপন মূল্যহীন—এমন কারণে পরিকল্পনা পরিত্যাগ। আথেন্সের সীমানার বাইরে অনেক স্থান আছে যেখানে আপনি যেতে পারেন এবং সেসব স্থানের পণ্ডিতেরা দুবাহু প্রসারিত ক'রে আপনাকে স্বাগত জানাবে। ধরুন, আপনি থেসালিতে যাবার ইচ্ছে করতে পারেন। ওখানে আমার বেশ কিছুসংখ্যক বান্ধব আছেন যাঁরা আপনার সম্পর্কে উচ্চমত পোষণ করেন। তাঁরা দেশজ কোনোরূপ অসৌজন্যতার বিরুদ্ধে আপনার মর্যাদা রক্ষা করবে।

আমার মতে, সক্রেটিস, আপনি যা করতে চলেছেন তা বস্তুত ভুল সিদ্ধান্ত। আপনার এ থেকে পলায়নের সুযোগ আছে অথচ আপনি নিজেই নিজের বিশ্বাসঘাতকতা করতে চান। আপনার শত্রুরা যে ভাবে আপনার শাস্তি প্রাপণীয় ব'লে মনে করেন, বাসনা করেন, আপনি নিজেই সচেষ্ট হচ্ছেন সেই ভাবে শাস্তি লাভ করতে। তা ভিন্ন, আমার মনে হয় আপনি আপনার পুত্রদেরও বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। তাদের শিক্ষানবিশির মাঝখানে আপনি তাদের পরিত্যাগ করতে চাইছেন, বিশেষত যখন আপনি ইচ্ছে করলে তাদের নিরুদ্বেগে শিক্ষাসমাপন করাতে সক্ষম। আপনার কারণে, তাদের পক্ষে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নেই এবং পিতৃহীন সন্তানদের ভাগ্য সাধারণত যা হয় তাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কিছু হবে। হয় কারো সন্তান হওয়া উচিত নয় অথবা যদি কারো সন্তান জন্মায় তবে সেই জন্মদাতার কর্তব্য সন্তানের শিক্ষা সমাপন ও লালন করতে স্বাভাবিক দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে তা পালন করা। আমি যতখানি বুঝতে পারছি, আপনি সহজতর পথটাই বেছে নিচ্ছেন। আপনার অভ্যাস অনুযায়ী আপনি সর্বদা ঘোষণা ক'রে থাকেন যে নীতিবোধই আপনার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলত, এই রূপ ঘটনাবর্তে কোনো সৎ ও যথার্থ সাহসসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যথাযোগ্য কর্তব্য বিচারের পর সেই পথ অনুসরণ করা বিধেয়। আমার ভয় হয়, হয়তো বা মানুষেরা ভাববে, এ সম্পূর্ণ ঘটনা বস্তুত উভয় পক্ষের কাপুরুষতার ফলশ্রুতি। আমি তাই লজ্জিত, আপনার কাজের জন্য লজ্জা অনুভব করছি, লজ্জা অনুভব করছি আমার নিজের জন্য, ও আপনার অন্যসব বন্ধুর জন্য। যখন আপনার পক্ষে বিচারসময়ে উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন ছিল না তখনও আপনার ঐ ভাবে বিচারশালায়[২২] গমন—সকলের লক্ষের কারণ হবে। তারা লক্ষ করবে, কী পদ্ধতিতে বিচার পরিচালনা করা হয়েছিল। তারা বিচারের শেষতম পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেবে। তারা কী বলবে? একটা হাস্যকর নাটক, বিশুদ্ধ নাটক ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তাদের কাছে প্রতীয়মান হবে, আমরা আপনাকে পরিত্যাগ

করেছিলাম কারণ নৈতিক স্থিরকল্পতাজনিত সৎসাহস আমাদের মধ্যে ছিলো না। আপনি আপনার মুক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়েছিলেন এবং আমরাও তেমনি অসমর্থ হয়েছিলাম। তারা আলোচনা করবে : আপনি তো সহজেই দেশত্যাগ করতে পারতেন—তা সহজেই হোতো যদি আমরা সামান্যতম সহায়তাও আপনাকে করতাম। সক্রেটিস, আমি আপনাকে সাবধান করছি এই ব'লে যে আপনার কারণে আমাদের নিঃসঙ্গতার উপর মর্যাদাহানিজনিত অপমানের বোঝাও আমাদের বর্তাবে। সুতরাং এ বিষয়ে পুনর্বার চিন্তা করুন অথবা এখুনি আপনার মনস্থির করুন। বিতর্কের কাল অতিক্রান্ত এবং বর্তমানে কেবল একমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ সম্ভব। আগামী কালের যামিনীতে, সমস্ত ব্যাপারে নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবে। এখনও যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিতে অসমর্থ হই তবে সুযোগ আমরা হারাবো। সক্রেটিস, আমি আপনার কাছে মিনতি জানাই, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি, আমি যা বললাম সে অনুযায়ী মনস্থির করুন, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

সক্রেটিস : প্রিয় ক্রিটো, তোমার উৎসাহ অনেক বেশি প্রশংসনীয় হ'তো যদি তোমার যুক্তিগুলো অকাট্য হ'তো। কিন্তু তোমার যুক্তি যদি অকাট্য না হয় তবে তোমাব যুক্তি কেবল তোমাকে অতিরিক্ত সংশোধনাতীত ব'লে প্রমাণ করবে। সুতরাং আমরা অবশ্যই পুরো ঘটনাটা আলোচনা করবো এবং তোমার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে পারি কি না ভেবে দেখবো। আমি একমাত্র যে পরামর্শদাতার পরামর্শ মেনে নেব তা হচ্ছে যুক্তি যা সমালোচনার মূলে অধিকতর স্থিতিশীল। চিরকাল আমি এই রীতি অনুসরণ করেছি, এটা আমার নবতম কোনো মানসিক বৈকল্য নয়। আমি পূর্বাপর যে ভাবনায় শ্রদ্ধাশীল ছিলাম হঠাৎ আজ এই ধরনের বিশেষ অবস্থায় জড়িয়ে পড়েছি ব'লে তা খারিজ করতে পারি না। না, আমার মতানুসারে, তা নূতন পরিপ্রেক্ষিতেও অপরিবর্তিত রয়েছে এবং আগের মতোই আমি সেইসব যুক্তিতর্ক সম্মানজনক ও সমীহযোগ্য ব'লে মনে করি।

সুতরাং আমার কাছে তুমি স্থির জেনে রাখবে, যদি না এখন আমরা কোনো অধিক অকাট্য যুক্তি খুঁজে পাই, তবে তোমার উপদেশ নির্ভুল ব'লে মেনে নিতে পারছি না। এমন কী জনসাধারণের সকল শক্তি ও মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র আরো অধিক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করে, যদি আমাদের সকলকে ভীতিপ্রদর্শন করে কারাবাসের, মৃত্যুর বা আমাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার, তবুও তোমার পরামর্শ গ্রাহ্য করতে সক্ষম নই।

আচ্ছা, এই সমস্যার মোকাবিলা করার সবচেয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায় কোনটা? তোমার দেয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ক যুক্তিতে ফিরে গিয়েই এসো আমরা শুরু করি। তোমার স্মরণ থাকতে পারে, আমি নানা উপলক্ষে উল্লেখ করেছি যে, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়, কেবল নিজের ক্ষেত্রেই একজন মানুষকে তার আপন সুনামের কোন কোন দিকে লক্ষ রাখতে হয়। এসো আমরা এবার এই সিদ্ধান্ত কতোখানি যুক্তিপূর্ণ তা বিচার ক'রে দেখি। আমার মৃত্যু যে মুহূর্তে বাধ্যতামূলক হ'য়ে গেল তার পূর্বে হয়তো এই প্রস্তাব গ্রাহ্য ছিলো। এখন, সম্পূর্ণতই এই প্রস্তাব অর্থহীন হ'য়ে গেছে, যা কেবল তর্কের খাতিরে আলোচ্য হতে পারে। তাই যদি সত্য হয়, তবে এতাবৎকাল এই প্রস্তাব বস্তুতপক্ষে শিশুসুলভ অপরিণত ভাষণ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিলো না। আমি যথার্থই আদি যুক্তিগুলো একবার তোমার সাহায্যে ও সহযোগে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই। দেখতে চাই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তা থেকে কোনো ভিন্নতর দ্যুতি প্রকাশ পায় কি না অথবা এখনো তা অপরিবর্তিতই র'য়ে গেছে। তাহ'লেই আমরা তদনুসারে সেই প্রস্তাব বর্জন অথবা গ্রহণ করতে পারবো।

আমার বিশ্বাস, এই মুহূর্তে যা বললাম তা অতীতকালীন সকল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন দার্শনিকেরাই সেইমত বলেছেন। জনসাধারণ যে সকল মতপোষণ করে তার কিছু কিছু অবশ্যই সম্মান প্রদর্শনের যোগ্য. অন্যগুলো গ্রাহ্য করা উচিত নয়। তা হ'লে, ক্রিটো, এটাকে আমরা মেনে নিতে পারি কী? আমি তোমাকেই প্রশ্ন করছি কারণ, সমস্ত মানবোচিত সম্ভাবনায়,

আগামীকাল যে তোমার মৃত্যু হ'বে তা গ্রাহ্য নয় এবং সেই কারণেই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত তোমার বিচারবুদ্ধি বিকৃত করতে সম্ভবত সমর্থ নয়। তবে কী এই প্রস্তাব যুক্তিগ্রাহ্য নয়? তোমার কী মনে হয় না দ্বিধাহীন ভাবে একথা বলা যায় যে সাধারণ মতামতের কোনো একটি বা সকল অংশই কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে গ্রাহ্য করা যুক্তিসঙ্গত—তার পক্ষে উচিত হবে বেছে নেওয়া। এবং কেউ যে কোনো একজনের ও সকলের মতামতে শ্রদ্ধা দেখাবে না—এখানেও তার পক্ষে নির্বাচন করা প্রয়োজন? তুমি কী বলো? এটাই যথাযথ কি না?

ক্রিটো : অবশ্যই।

সক্রেটিস : এবং যা কেবল দৃঢ়মূল মতামত তাই শ্রদ্ধার দাবি রাখে আর যে মতামত দৃঢ়মূল নয় তা কদাপি শ্রদ্ধার যোগ্য নয়—তা কী ঠিক?

ক্রিটো : যথার্থ।

সক্রেটিস : সৎ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরাই কেবল দৃঢ়মূল মতামত গঠন করতে সক্ষম এবং অদৃঢ়মূল মতামত গঠন করে শুধুমাত্র মূর্খেরা—এটাও কী ঠিক?

ক্রিটো : স্বাভাবিক।

সক্রেটিস : তা হ'লে তুমি আমার ব্যবহৃত সামান্য উপমা কি ভাবে গ্রহণ করবে? একজন মানুষ ক্রীড়াবিদ হবার শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং সে তার শিক্ষা গ্রহণ করছে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। এখন, সে কী যে কোনো একজনের এবং সকলের প্রশংসা ও সমালোচনায় মনোযোগ দেবে অথবা সে তার মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে কেবলমাত্র একজন মানুষের প্রতি, অর্থাৎ বলতে চাই, যে লোকটি হয়তো বা তার চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শদাতা অথবা পেশাদার প্রশিক্ষক?

ক্রিটো : কেবলমাত্র একজন মানুষের প্রতি।

সক্রেটিস : তাই যদি হয় তবে তো তার পক্ষে সেই একজন মানুষের প্রশংসা বা নিন্দা তার হৃদয় দিয়ে হাজার চেষ্টা করাই উচিত এবং তৎসহ লোকরঞ্জন মতামত সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা উচিত।

ক্রিটো : নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস : তার সব কাজকর্ম, তার প্রশিক্ষণ, ও তার আহার্য নির্বাচন এই একজন মানুষ যে তার চেয়ে ঊর্ধ্বতন এবং দক্ষ, তার মতানুসারেই সব কিছু নির্ধারিত হওয়া ঠিক এবং চারিপাশের বিচ্ছিন্ন জনতার সামান্য মতামত অগ্রাহ্য ক'রে।

ক্রিটো : এটাই কর্তব্য।

সক্রেটিস : ভালো। তাহ'লে আমাদের ক্রীড়াবিদ নিজের ক্ষতি সাধন করবে যদি এই মানুষটির উপদেশ অমান্য করে, অমান্য করে তার প্রশংসামূলক ও নিন্দাসূচক মতামত এবং পক্ষান্তরে যদি মান্য ব'লে বিশ্বাস করে অধিকাংশ মানুষের মতামত যাদের মধ্যে কেউ ক্রীড়া বিদ্যায় পারদর্শী নয়, তাই না?

ক্রিটো : এর ফলস্বরূপ তার অবশ্যই ক্ষতি সাধিত হবে।

সক্রেটিস . এই ক্ষতির স্বরূপটা কেমন? আমাদের এই অবাধ্য ক্রীড়াবিদের কোন অংশের ক্ষতি সাধিত হবে?

ক্রিটো : অবশ্যই তার শরীরের। সে এর ফলে তার সুগঠিত দেহেরই ধ্বংস ডেকে আনবে।

সক্রেটিস : ঠিক বলেছো। ক্রিটো, তা হ'লে আমরা আর অন্যান্য সব উপমা নিয়ে আলোচনা করবো না। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুরূপ উত্তরই আমাদের লাভ হবে। এই একই যুক্তি আমাদের বর্তমান ঘটনার ক্ষেত্রে খাটবে, যদি এ ক্ষেত্রে প্রশ্নটা হচ্ছে নৈতিকতা ও অনৈতিকতা সম্পর্কে, সম্মান ও সম্মানহীনতা সম্পর্কে, সৎ ও অসৎ সম্পর্কে। আসলে সমস্যাটা হচ্ছে, এই সব আমরা কী বহুজন প্রিয় মতামত অনুসরণ করবো এবং এরদ্বারা নিজেদের আতঙ্কিত হবার সুযোগ দেবো, না কি আমরা একজন

ব্যক্তিবিশেষের বিচারের যৌক্তিকতা মেনে নেবো, যিনি পারদর্শী—যদি তেমন কেউ থাকেন—অন্যসকলের মিলিত পারদর্শিতার তুলনায় অধিক পারদর্শী। যদি আমরা এই অদ্বিতীয়ের অনুসরণ না করি, তবে আমরা আমাদের সেই অংশর খঞ্জতা ও অঙ্গহানি ঘটাবো—যে অংশ উত্তম হয় নৈতিক নিষ্ঠার ফলে এবং অধম হয় অনৈতিক চর্চার ফলে। নাকি আমি মূর্খের মতো বাক্যব্যয় করছি?

ক্রিটো : না, সক্রেটিস, আমার তা মনে হয় না।

সক্রেটিস : বেশ, তবে, আমাদের সেই অংশ দেখা যাক যা উত্তম হবে স্বাস্থ্যকর কার্যকারণে, ও অধম হবে অস্বাস্থ্যকর কার্যকারণে। ধরা যাক অপারদর্শী মানুষের পরামর্শ গ্রহণ করার ফলে আমরা নিজেদের ধ্বংস সাধন করলাম। তবে কী আমাদের এই অংশের ধ্বংস সাধনের পরেও আমাদের জীবনধারণ অর্থময় থাকবে? আমরা যে অংশের কথা আলোচনা করছি তা তো বস্তুত আমাদের দেহ, তাই না?

ক্রিটো : যথার্থ।

সক্রেটিস : বেশ, যখন দেহ নষ্ট হ'য়ে যায়, অকেজো হ'য়ে পড়ে তখনও কী জীবনযাপন মূল্যবান থাকে?

ক্রিটো : অবশ্যই নয়।

সক্রেটিস : তবে আমাদের যে অংশ উন্নত হয় নৈতিক কার্যদ্বারা ও নষ্ট হয় অনৈতিক কার্যদ্বারা তার ক্ষেত্রে কী হবে? যখন অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখনো কী জীবন ধারণের কোনো কারণ থাকে? অথবা আমরা কী ধ'রে নেব এই অংশের যাই হোক না কেন, যদিও এর সংযোগ হ'চ্ছে নৈতিকতার সঙ্গে, দেহের তুলনায় তার উপযোগিতা অনেক কম?

ক্রিটো : অবশ্যই না।

সক্রেটিস : এটাই তাহ'লে অধিকতর মূল্যবান, তাই না?

ক্রিটো : অনেক বেশি।

সক্রেটিস : বন্ধু, তবে তো নৈতিক বিষয়ে জনপ্রিয় যে মতামতই হোক না কেন আমাদের তা আমল দেওয়া উচিত হবে না। পক্ষান্তরে আমরা কেবল যারা দক্ষ তাদের কথাই শ্রবণ করবো। আর এই দক্ষ ব্যক্তিই হবেন একমেবাদ্বিতীয়ম কর্তা, সত্যর একমাত্র নমুনা। সুতরাং, তোমার প্রস্তাব অনুযায়ী ন্যায়, সম্মান ও সততার ক্ষেত্রে জনগণেশের রায় মেনে নেওয়া কর্তব্য শ্রবণমাত্র আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে যে, তা আসলে একটি অযৌক্তিক প্রস্তাব।

অবশ্য কেউ বলতে পারেন যে আমাদের জীবন মৃত্যুর উপর জনগণেশের ক্ষমতার চাপ অত্যন্ত অধিক।

ক্রিটো : সক্রেটিস, এটা তো স্বাভাবিক প্রতিবাদ। অত্যন্ত খাঁটি, একজন কেউ একথাটা অবশ্যই বলতে পারেন।

সক্রেটিস : তাই কী? আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, এইমাত্র আমরা উভয়ে যে বিতর্কের মধ্য দিয়ে এলাম তার কোনো পরিবর্তন এর দ্বারা সাধিত হবে না। এই ব্যাপারটা এ ভাবে যদি দেখি ঃ জীবনধারণ করাটা বস্তুত তত মূল্যবান নয়, যত মূল্যবান সার্থকভাবে জীবনধারণ। এ কথাটা তো এখনো মেনে নেওয়া যেতে পারে?

ক্রিটো : অবশ্যই মেনে নেওয়া যায়।

সক্রেটিস : এবং সার্থক ভাবে জীবন ধারণ অবশ্যই সম্মানের সঙ্গে ও নৈতিকচেতনার সঙ্গে জীবনধারণ সমার্থক? এটা তো এখনো মেনে নেওয়া যায়, না কি যায় না?

ক্রিটো : যায়।

সক্রেটিস : সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অভিন্নমত। এ ক্ষেত্রে আমরা এখন বিচার করবো, যখন আথেন্সের জনগণ আমার মুক্তি আদেশ জারি করেনি তখন আমার পক্ষে নৈতিকভাবে উপযুক্ত হবে কী হবে না, এই কারাগৃহ পরিত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও গমন।

যদি আমরা মনে করি এ কাজ নৈতিক ভাবে উচিত, তবে এসো আমরা সেই চেষ্টাই করি। যদি তা না হয়, তাহ'লে তো এই প্রসঙ্গটাকে এখানেই শেষ ক'রে দিতে হবে। এই অন্তর্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান বিষয়ে তোমার যা অনুমান, আমাদের সুনামের প্রশ্ন ও আমার পুত্রদের শিক্ষার প্রশ্ন, আমার বিশ্বাস, এ সকল বস্তুত এমন ধরনের বিবেচনা যা জনতার মনোরঞ্জক—যে জনতা বিচারাশ্রিত হত্যা সংঘটিত করতে পারে কোনোরূপ দ্বিধাবিহীন হ'য়ে এবং চিন্তার প্রশ্রয় না দিয়ে। সন্দেহ নেই তারা কাউকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে একই রূপ উদাসীনতার সঙ্গে, যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু আমরা অত্যন্ত পৃথক শ্রেণীর। আমাদের কাছে সমস্ত ঘটনাটাই কেলাসিত হ'য়ে একটা প্রশ্নে পর্যবসিত হয়েছে এবং সেই প্রশ্নটিই আমি এইমাত্র উল্লেখ করেছি। ধরা যাক, আমরা প্রয়োজনীয় রজ্জুগুলি টানলাম; ধরা যাক, যে সব ব্যক্তি প্রস্তাব করছে আমার অন্তর্ধানের সহায়তার তাদের উৎকোচ প্রদান করা গেল; তা সত্ত্বেও, তুমি যে এই অন্তর্ধানের বন্দোবস্ত করলে, আমি, যে বাস্তবিক ভাবে অন্তর্ধান করবো, উভয়েই যে ভাবে কাজ সমাপন করবো, তা কী যথার্থই নৈতিক বিচারে উচিত বোধ হয়? নাকি এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাই অনায্য? যদি মনে হয় আমরা অন্যায্যভাবে কাজটা সমাপন করেছি তবে আমরা ঠিক যেমনটি আছি তেমনি থাকা উচিত, কোনোরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না ক'রে। এটা তো ঠিক যে মৃত্যু যন্ত্রণার আশঙ্কা অথবা অন্য কোনো দুর্ভাগ্য, অন্যায় কাজের আশঙ্কা থেকে আমাদের কাছে অন্তত অধিকতর ওজনদার ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না।

ক্রিটো : কথাগুলো সবই সুন্দর, সক্রেটিস, এবং আপনি যা যা বললেন তা আমি অবশ্যই মাননীয় ব'লে মনেও করি। কিন্তু আমার মনোবাসনা, আপনি যদি অন্য কোনোরূপ পরিকল্পনাতে আপনার মনোসংযোগ ঘটাতেন।

সক্রেটিস : প্রিয় বন্ধু ক্রিটো, এসো আমরা সমস্যাটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করি। তোমার যদি আমার বিরুদ্ধে বলবার মতো কোনো যুক্তি

থাকে তবে অবশ্যই তা উচ্চারণ করবে, আমি শ্রবণ করবো। যদি না থাকে, তবে সুবোধ বালক হ'য়ে আথেন্সের জনগণের অনুমতি ব্যতীত আমাকে এখান থেকে নির্গত হবার পরামর্শদানে বিরত হও। আমি যা করবো তাতে আমি আন্তরিক ভাবে তোমার আশিস প্রার্থী, তোমার কথার অন্যথা করার জন্য আমি মর্মাহত হই, অথচ তুমি তৎসত্ত্বেও বারংবার একই পুরানো উপদেশ উচ্চারণ করছো।

যাই হোক, আমরা আলোচনার যেখানে শেষ করেছিলাম সেখানেই আবার ফিরে যাই। এবার বলো, আমি বর্তমান ঘটনাচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছি কি না এবং আমার প্রশ্নের তোমার দক্ষ বিচার বিবেচনা অনুযায়ী উত্তর দানে সচেষ্ট হও।

ক্রিটো : বেশ, আমি চেষ্টা করছি।

সক্রেটিস : এই সমস্যাটা যদি আমরা নিম্নোক্তরূপে স্থাপন করি : আইন বহির্গত সকল কর্মই কী সর্বদা নীতিগত ভাবে অন্যায়, পারিপার্শ্বিকতার বিচার ছাড়াই, অথবা এমন কোনো ঘটনাচক্র থাকতে পারে যাতে আইন বহির্গত কার্যকলাপেও যুক্তিসঙ্গত ব'লে প্রতীয়মান হবে? পূর্বের নানা ক্ষেত্রে আমরা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম সে সব কী এখনো গ্রাহ্য; অর্থাৎ, আমি বলতে চাই মহৎ বা সম্মানজনক কাজ কখনো আইন বহির্গত ভাবে সাধন করা যায় না? নাকি আমাদের সব পূর্ব সিদ্ধান্ত গত কয়েক দিবসের মধ্যে বাতিল হ'য়ে গেছে? ক্রিটো, তুমি ও আমি এখন প্রাচীন হয়েছি। অথচ এতো বৎসর আমরা কী তবে বৃথাই পরস্পরের মধ্যে ঐকান্তিক আলোচনা করেছি? আমরা কী তবে আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক ভাবনা করেই নিজেদের বঞ্চনা করেছি? কখনোই নয়! অবশ্যই আমরা সর্বদা যা কিছু পালনযোগ্য বিবেচনা করেছি তা এখনো যথার্থ এবং সর্বজন মতামত যাই বলুক না কেন, বর্তমান অবস্থা থেকে পরিবর্তিত অবস্থা যথেষ্ট সহনীয় বোধ হলেও, যা সত্য থেকে যায় তা

হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যদি আইন বহির্গত ভাবে কোনো কর্ম করে তবে তা নীতিগত দিক থেকে মন্দ ও সম্মানহানিকর। ঘটনাচক্র ও সিদ্ধান্তের কোনোরূপ পরিবর্তন করতে পারে না। আমরা এ প্রসঙ্গে কী একমত হ'তে পারি?

ক্রিটো : সম্ভবত পারি।

সক্রেটিস : সুতরাং কারো পক্ষেই আইনবর্হিগত কোনো কাজ করা উচিত নয়?

ক্রিটো : নিশ্চয়ই নয়।

সক্রেটিস : সুতরাং প্রতিশোধ ন্যায়সঙ্গত কর্ম এইরূপ লোকপ্রিয় ভাবনা বস্তুত পক্ষে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।[২৩]

ক্রিটো : তাই তো প্রমাণিত হচ্ছে।

সক্রেটিস : এ ভাবে ভাবলে কী হয় : কোনো ব্যক্তি কী অন্য কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করবে না কি করবে না?

ক্রিটো : অবশ্যই করবে না, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : তবে ধরো একজন কেউ অন্য কারো দ্বারা আঘাত পেল, পরিবর্তে তাকে ফিরে আঘাত করাটা কী ন্যায়সঙ্গত না কি অন্যায়?

ক্রিটো : বিশেষ ভাবে অন্যায়।

সক্রেটিস : কারণ হিসেবে বলা যায় যে কাউকে আঘাত দান আবশ্যিক ভাবে এক আইন বর্হিগত কাজ।

ক্রিটো : যথার্থ।

সক্রেটিস : একথা তবে বলা যায় যে, যে কোনো অন্যায় তার প্রতি ঘটে থাকুক না কেন, তার সে অন্যায়ের বদলা নেবার কোনো অধিকার নেই? থামো—এ বিষয়ে তোমার মতামত দেবার পূর্বে, নিশ্চিত হ'য়ে নাও যে তুমি যা যথার্থ বিশ্বাস করো না তাতে তুমি আস্থা জ্ঞাপন করছো না। এ কথা আমি বলছি,

কারণ আমি নিশ্চিত ভাবে জানি এই মতে সত্যসত্যই আস্থাবান লোকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য এবং চিরকালই নগণ্য থাকবে। যারা একথা বিশ্বাস করেন এবং যারা বিশ্বাস করেন না তাদের মধ্যে কোনো সমঝোতা হ'তে পারে না। যখন তারা পরস্পর পরস্পরের মতবাদ লক্ষ করে তখন যা তারা লক্ষ করে তা ঘৃণা করতে বাধ্য। সুতরাং তুমি, অন্য সকলের ন্যায়, অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখো এবং তারপর মনস্থির করো। তুমি আমার মতে সায় দিতে পারো যদি আমার সিদ্ধান্ত তোমার বিশ্বাসের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায়। তবেই আমরা এই প্রস্তাবিত ভিত্তির উপর আমাদের যুক্তির অনুসরণ করতে পারি। আইনবর্হিগত রূপে কোনো কাজই উৎকৃষ্ট কর্ম নয়, এমন কী প্রতিহিংসার ক্ষেত্রেও, কোনো মানুষ পাপ কর্মের বিরুদ্ধে পাপ কর্মের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তুমি মনস্থির করতে পারো এই মতামতের বিরুদ্ধে এবং আমাদের বিতর্কের ভিত্তি হিসেবে তা মেনে নিতে অস্বীকার করতে পারো। দীর্ঘদিন পূর্বেই আমি আমার সিদ্ধান্ত স্থির করেছিলাম এবং আমি সেই বিশ্বাসের আজো অনুগামী। তুমি যদি ভিন্নতর সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে থাকো তবে তা আমাকে জ্ঞাপন করতে পারো। অন্যপক্ষে, আমার পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করো।

ক্রিটো : আমিও তেমনি আমাদের পূর্বতন সিদ্ধান্তের অনুগামী এবং আমি এতে যথার্থই আস্থাবান। সুতরাং দয়া করে বলুন।

সক্রেটিস : আমার পরবর্তী সিদ্ধান্ত, বলা উচিত, প্রশ্ন : যদি কেউ কোনো কর্ম সম্পাদন আরম্ভ করে থাকে, এমন কর্ম যা সহজাত ভাবে আইনবর্হিগত নয়, তবে কী সেই কর্ম সম্মানজনক জ্ঞান করা হবে না কি অস্বীকার করা উচিত হবে?

ক্রিটো : সম্মান জ্ঞাপন করা উচিত হবে।

সক্রেটিস : তবে এর ফলাফল বিচার করা যাক। ধরাযাক, আমরা আথেন্সবাসীদের নির্দেশ অমান্য ক'রে, আমি পলায়ন করলাম।

তাহ'লে কী আমরা বিশেষ কোনো দলভুক্তদের, যাদের পক্ষে এই ব্যবহার বিন্দুমাত্রও কাম্য নয়, তাদের আঘাত করলাম, না কি আঘাত করলাম না? এবং তবে কী আমরা যা সহজাত ভাবে আইনবর্হিগত নয় তেমন বিষয়ে মুচলেকা দিয়ে পুনরায় তা খণ্ডন করলাম না, না কি করলাম?

ক্রিটো : আমি এর উত্তর দানে অপারগ, সক্রেটিস, কারণ আমি প্রশ্নটা অনুধাবন করতে পারি নি।

সক্রেটিস : আচ্ছা দেখো এতে সুবিধে হয় কি না : ধরে নাও আমরা এখানে আছি, আমরা এখান থেকে পলায়ন করবো ব'লে সব ঠিক আছে অথবা তুমি কাজটাকে যাই আখ্যা দাও না কেন, তখন, লক্ষ করো, আথেন্সের প্রচলিত আইন ও শাসনতন্ত্র হঠাৎ প্রকাশ পেল। এরা সরাসরি আমাদের সম্মুখবর্তী হ'য়ে বসলো: 'সক্রেটিস, আমাদের বলো, তুমি কী করতে চাও? তুমি কী অনুধাবন করতে পারছো না, তুমি যা করতে চাও—তা যদিও তোমার ক্ষমতার অন্তর্গত, তবু তার দ্বারা তুমি কিন্তু আমাদের ধ্বংস করবে, অর্থাৎ আইনকে, এবং তারই ফলস্বরূপ ধ্বংস করবে সম্পূর্ণ আথেন্স নগরীকে? নাকি তুমি অনুমান করো যে একটি নগরী প্রাণবান থাকতে পারে, তুমি কী কল্পনা করো একটি নগরী সম্পূর্ণ পরাভব এড়িয়ে যেতে সমর্থ এমন কী যখন তা সর্বজনের গোচরে কোনো শাস্তি বিধান এনেও তা কার্যকরী করতে বিফল হয় যেহেতু কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষ আইন আপন হাতে নিয়েছে?'

আমরা তবে এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবো অথবা কী উত্তর দেবো অনুরূপ অন্যসব প্রতিবাদের, ক্রিটো? কোনো বিচারে আইনের আনুগত্য নষ্ট হয়েছে, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রভূত বস্তুগত প্রমাণ দাখিল করা কিন্তু কোনো একজন ঝানু রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে দুরূহ কর্ম নয়। একবার উল্লিখিত হওয়া কোনো বিচারের ফলাফল কার্যকরী করা হবে—এটাই আইনের দাবি। হয়তো বা

আমরা, আমাদের ক্ষেত্রে, এই নগরী ভ্রান্ত বিচারের আশ্রয় নিয়েছে এই অনুমানে বিচারের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের দাবি জ্ঞাপন কবতে পারি। বলতে পারি, আমরা এই নগরীর দ্বারা অবিচারের শিকার হয়েছি। এই বিষয়টা কী আলোচনা ক'রে দেখবো?

ক্রিটো : সর্বোতভাবে, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : সে ক্ষেত্রে আইন কী বলবে? তারা বলবে : 'সক্রেটিস, তোমার সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি ছিলো তা কী এইরূপ? তুমি কী এমন শপথ নাও নি যে নগরী যে সিদ্ধান্ত নেবে, তা তুমি শিরোধার্য ব'লে জ্ঞান করবে?' এবং আমরা যদি এ প্রশ্ন শ্রবণমাত্র আমাদের বিস্ময় প্রকাশ করি তবে সম্ভবত তারা আরো বলবে: 'সক্রেটিস, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমার এতে বিস্মিত হবার কোনো যুক্তি নেই। প্রশ্ন-উত্তরের এই রীতি তো তোমার কাছে অপরিচিত নয়। তবে বলো, তোমার অনুযোগ কী, যাতে তুমি আমাদের এবং আথেন্সের বিরুদ্ধাচারণ ক'রে আমাদের ধ্বংস সাধন করতে আগ্রহী হয়েছো? তোমার জন্মের জন্য কী তুমিই দায়ী নও? আমাদের সহায়তায় কি তোমার পিতা তোমার মাতাকে পরিণয়াবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন, যার ফলে তাঁরা তোমাকে পেয়েছিলেন? বলো, বলো বিবাহগত আইনকে, আমাদের বিরুদ্ধে তোমার কী কোনো অভিযোগ আছে?'

'কোনো অভিযোগ নেই', আমার পক্ষে উত্তর হবে।

'তবে কী যে সব আইন বলে এদেশে শিশুদের বড় হ'য়ে ওঠা ও পাঠক্রম পরিচালিত হয়, তার বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিযোগ আছে। অন্য যে কোনো জাতকেব ন্যায়ই তুমিও শিক্ষা লাভ করেছো। আমরা যখন তোমার পিতাকে সঙ্গীত ও শরীরবিদ্যায়[২৪] তোমার শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করেছিলাম তখন কী আমাদের দেয় সে শিক্ষা মন্দ হয়েছিলো ব'লে তোমার মনে হয়!'

'না, আপনারা যথাযোগ্য করেছিলেন,' আমার বলার হবে।

'ভালো, এখন, যদি এই সবই তোমার জন্মের শর্ত হ'য়ে থাকে, তোমার লালন পালনের, শিক্ষার শর্ত হ'য়ে থাকে, তবে আমরা তোমাকে প্রশ্ন করবো, প্রথমত, তুমি কী অস্বীকাব করতে পারো যে তুমি আমাদেরও সন্তান নও, আমাদের আজ্ঞাবাহী নও, তুমি এবং তোমার অধমর্ণরা? দ্বিতীয়ত, যদি তুমি এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক মনে কর : তবে কী তুমি মেনে নেবে তোমারও আমাদেরই সমতুল অধিকার আছে? তুমি কী মনে কর, আমরা তোমার বিষয়ে যে ধরনের আচরণের অধিকারী, আমাদের বেলায়ও তোমারও সমতুল বিচারের ও আচরণের অধিকার আছে? এটাতো নিশ্চিত যে তোমার পিতার তোমার ক্ষেত্রে যে অধিকার আছে, তাঁর ক্ষেত্রে তোমার অধিকার সমতুল নয়। এবং যদি তুমি একজন[৬] ক্রীতদাস হ'তে, তবে তো তোমার অধিকার তার উপর এবং তার অধিকার তোমার উপর সমান পরিমাণ হ'তো না। তার দ্বারা কোনো আঘাত প্রাপ্ত হ'লে প্রতিশোধে তাকে আঘাত দেবার অধিকার তোমার থাকতো না। তোমার অধিকার থাকতো না পরিবর্তে তাকেও অপমান করার, বেত্রাঘাত করার, অথবা অনুরূপ কোনো আঘাত দানের। তবে কী তুমি যথার্থই বিশ্বাস করতে পারো যে তোমার পিতৃভূমির প্রচলিত আইনের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করারও তোমার অধিকার বর্তমান? তোমার কী মনে হয়, যেহেতু আমরা তোমাকে ধ্বংস করার জন্য তোমার বিচার অনুষ্ঠান করছি, তার পশ্চাতে এইরূপ অধিকার আমাদের আছে, এই বিশ্বাস কাজ করছে; ফলে তুমিও আমাদের, দেশের আইনের, আমাদের সহযোগে তোমার আপন দেশের প্রতিশোধ কল্পে, ধ্বংস সাধনের জন্য যা যা করণীয় তার অধিকারী? তুমি "নৈতিকতার দাস", তবু দাবি করবে অনুরূপ কার্যও যুক্তিসঙ্গত? নাকি তুমি অধিকতর চতুর বলে বিশ্বাস করবে, তোমার জন্মভূমি অধিকতর মূল্যবান, অধিকতর শ্রদ্ধাস্পদ, অধিকতর পবিত্র, তোমার আপন মাতার, পিতার এবং সকল পূর্বসূরীর চেয়ে, সকল দেবতার

মধ্যে, সকল জ্ঞানবান ও বোধসম্পন্ন মানুষের মধ্যে? পিতার প্রতি প্রদর্শনযোগ্য সম্মান, আনুগত্যের চেয়েও বেশি সম্মান, আনুগত্য দাবি করে স্বদেশ। তুমি অবশ্যই তার ক্রোধের নিকট নতি স্বীকার করবে, তার আদেশ পালন করবে। যদি তা তোমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক কিছু দাবি করে, তুমি তৎসত্ত্বেও নিঃশব্দে যন্ত্রণা ভোগ করবে, হোক তা বেত্রাঘাত বা কারাবাস, হোক তা কোনো শারীরিক আঘাত বা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু। তোমাকে এই সব যন্ত্রণাই সহ্য করতে হবে, কারণ এটাই তোমার কর্তব্য। তোমার ক্ষেত্র থেকে তুমি কখনোই পশ্চাদপসরণ, আত্মসমর্পণ অথবা পলায়ন করতে পারো না : তা সে ক্ষেত্র সমরাঙ্গণই হোক বা বিচারালয়ই হোক বা অন্যতর কোনো পরিবেশ হোক, তোমার নগর ও তোমার স্বদেশের অনুজ্ঞা অবশ্যই তুমি পালন করবে। অথবা তুমি তোমার নগরকে যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করবে যে তার আদেশ অমান্য করার অধিকার তোমার আছে। পিতামাতার বিরুদ্ধে হিংসার আশ্রয় নেওয়া অধার্মিকতার নামান্তর : এবং স্বদেশের আইনের বিরুদ্ধাচারণ তার চেয়েও অধিক ধর্মহীনতার প্রমাণ।'

ক্রিটো, এই প্রস্তাবের উত্তরে আমাদের কী কোনো বক্তব্য আছে? আমরা কী স্বীকার করবো যে আইন যা বলে তাই সত্য অথবা তা অস্বীকার করবো?

ক্রিটো : আমার মনে হয়, তাই সত্য।

সক্রেটিস : 'সক্রেটিস,' আইন হয়তো বা আগের সূত্র ধ'রে বলবে, 'যদি আমরা সত্য কথনই ক'রে থাকি, তবে এটা তো তোমার অবধান করা উচিত যে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যা করতে যাচ্ছ তা ভুল কাজ। আমরাই দায়ী তোমার জন্মের জন্য, তোমার লালন পালনের জন্য ও তোমার শিক্ষার জন্য। যে কোনো নাগরিককে যেমন, তেমনি, আমাদের ক্ষমতা অনুসারেই, তোমাকেও সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দান করেছি। এবং এর পরেও, আমরা প্রকাশ্যে বিজ্ঞপ্তি করি যে, কোনো আথেন্সবাসী,

যিনি বয়োঃবৃদ্ধ, যিনি লক্ষ করেছেন, এই রাজ্য কী ভাবে সংহত হয়েছে, আর আমরা, এর আইন, তার সম্পত্তি আত্মীকরণ ও তিনি যেখানে প্রবাস যাপনের জন্য যেতে চান—যেতে পারেন, যদি তিনি আমাদের সঙ্গে সহবাসে অসন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমাদের অসন্তোষজনক ব'লে বিবেচনা করেন অথবা যদি আথেন্সের শাসনতন্ত্র গ্রহণে তার দ্বিধা থাকে, তবে তিনি স্বেচ্ছায় কোনো উপনিবেশে অথবা কোনো বিদেশী রাজ্যে স্থায়ী বসবাসের জন্য গমন করতে সক্ষম। তা'তে আমরা কোনো বাধা সৃষ্টি করি না, আমরা তার স্বেচ্ছানির্বাসনে পথরোধ করবো না। যেখানে তার ইচ্ছে সে যেতে পারে এবং তার সকল সম্পত্তি সে সঙ্গে নিতেও পারে।'

'কিন্তু যদি সে বা তোমাদের মধ্যে কেউ, আমরা যে রীতি ও আইনে জনসাধারণের জন্য শাসনকার্য পরিচালনা ক'রে থাকি, তা মেনে চলতে সক্ষম হয় ও আথেন্সেই জীবনযাপন করতে চায় তবে আমরা দাবি করবো যে তারা আমাদের প্রয়োজনানুসারে নিয়মনীতি মেনে চলার একটা অলিখিত চুক্তি সম্পাদন করেছে। অতঃপর যদি কেউ আমাদের অমান্য করে, আমরা তবে সে তিন উপায়ে আমাদের আহত করছে ব'লে মনে করবো। তার জন্মের জন্য যারা দায়ী তাদের অমান্য করেছে; তার লালনপালনের জন্য যারা দায়ী তাদের অমান্য করেছে; এবং হয় আমাদের মান্য করার চুক্তি অস্বীকার ক'রে, নয়তো আমরা যে ভ্রান্ত তা যুক্তির দ্বারা বোধগত না ক'রে, অমান্য করেছে। আমরা অবশ্যই নিষ্ঠুরভাবে তার সম্পূর্ণ বশ্যতা দাবি করি না। আমরা বিকল্প হিসেবে তাকে বলি, হয় আমরা যা নির্দেশ দিই তা পালন করো অথবা আমাদের সিদ্ধান্ত যে ভুল তা প্রমাণ করো। কিন্তু এই ব্যক্তিটি এর কোনোটাই করছে না। আমরা তাই তোমাকে জানাতে চাই, সক্রেটিস, তুমিও একই অভিযোগে অভিযুক্ত হবে যদি বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী তুমি কাজ করো, এবং তবে সংখ্যাতীত আথেন্সবাসীর দায়বদ্ধতা থেকে তোমার দায়বদ্ধতা অধিক হবে।'

যদি আমি প্রশ্ন করি : 'তা কি উপায়ে ঘটবে?', ফলে তারা হয়তো বা আমাকে ভর্ৎসনা করবে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই। তারা বলবে যে আমি তাদের অধিকাংশ আথেন্সবাসীর চেয়ে অত্যন্ত বেশি অর্থবোধ্য ভাবে কথা দিয়েছিলাম।

তারা বলবে, 'সক্রেটিস, আমাদের কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে, তুমি আমাদের বিষয়ে তৃপ্ত ছিলে, তৃপ্ত ছিলে আথেন্সের শাসনতন্ত্র নিয়ে। যদি তুমি একনিষ্ঠ ভাবে অতখানি পরিতৃপ্ত না হ'তে তবে এই নগর ত্যাগ করে স্থানান্তরে গমনের ব্যাপারে অতখানি অনিচ্ছুক হ'তে না। তুমি কখনো প্রমোদ ভ্রমণেও এই নগরী ত্যাগ ক'রে যাওনি, ব্যতিক্রম মাত্র একবার, ইস্থমাস। অন্য কোনোখানে কখনোই না, ব্যতিক্রম কেবল সামরিক কর্ম। তুমি কোনোদিন ভিন্নতর কার্য উপলক্ষে অন্য কোনো সময়ে বিদেশ ভ্রমণে গমন করো নি। কোনোদিন বাসনা প্রকাশ করো নি অন্যকোনো দেশ বা অন্য কোনো আইনগত নিয়মকানুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের। পক্ষান্তরে তুমি আমাদের নিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তই ছিলে, তৃপ্ত ছিলে আমাদের এই নগর নিয়ে। তুমি স্বেচ্ছায় ও সচেতন ভাবে বেছে নিয়েছিলে, মনস্থির করেছিলে আমাদের পরিচালনায় এখানেই একজন নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করবে ব'লে। আথেন্সের ব্যাপারে তোমার যে সন্তোষ বিশেষভাবে পরিমাপিত হয় এখানেই তোমার পরিবার রচনা করার স্পৃহা থেকে।

'পুনরায়, তোমার বিচার চলা কালীন, তুমি তো শাস্তি হিসেবে নির্বাসনের প্রস্তাব রাখতে পারতে, ইচ্ছে করলেই পারতে। তাহ'লে এখন তুমি নগরীর সম্মতি ছাড়াই যা করবার পরিকল্পনা করছো তা সম্মতি প্রাপ্ত হয়েই করতে পারতে। বিচারকালীন, তুমি যথেষ্ট নির্ভীকতার প্রমাণ দেখিয়েছো। তুমি নির্বাসনের পরিবর্তে পছন্দ করেছো মৃত্যুদণ্ড, অন্তত তেমনি তুমি দাবি করেছো। কিন্তু এখন, এই সব কথা উচ্চারণ করতে তোমার বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ হচ্ছে না। আমাদের প্রতি তোমার

শ্রদ্ধা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা সব মিলিয়ে গেল এবং তুমি আমাদের ধূলিসাৎ করবার চেষ্টা করছো। তোমাব এখনকার আচার আচরণ সবচেয়ে ঘৃণার যোগ্য ক্রীতদাসের তুলনায় ভিন্ন নয়। তুমি তোমার প্রভুর কাছ থেকে পলায়ন করতে চাইছো। আথেন্সের নাগরিক হিসেবে থাকার জন্য অলিখিত চুক্তির যে নিয়মাবলী আছে, যা তুমি মেনে নিয়েছিলে এখন তুমি তা অস্বীকার করতে চাও।'

'সুতরাং আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও : আমরা যে দাবি করছি যে আথেন্সের একজন নাগরিক হিসেবে তুমি কেবল মৌখিক চুক্তিতেই নয়, তোমার কার্যের দ্বারাও আমাদেরকে, আইনকে মেনে চলার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তা কী যুক্তিসঙ্গত? এটা কী সত্য না অসত্য?'

ক্রিটো, আমাদের এর উত্তরে কী বলার আছে? এটা যে সত্য তা না ব'লে অন্য কিছু কী আমরা বলতে পারবো?

ক্রিটো : না, সক্রেটিস, আমাদের পক্ষে সত্য ব'লে স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নেই।

সক্রেটিস : 'তবে তো আমাদের সঙ্গে স্থাপিত তোমার চুক্তি তুমি ভঙ্গ করছো নিশ্চিতভাবে। এই চুক্তি তো কোনোপ্রকার চাপ সৃষ্টির দ্বারা রচিত হয় নি, তোমাকে চাতুরির সাহায্যেও বাধ্য করা হয় নি এ চুক্তি মেনে নিতে অথবা তোমাকে তো বলপ্রয়োগ দ্বারাও বাধ্য করা হয় নি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে। তোমার হাতে ছিলো সত্তরটা বৎসর তার যে কোনো সময়ে তুমি স্বাধীন ভাবে আথেন্স ত্যাগ করে যেতে পারতে, যদি তুমি আমাদের ব্যাপারে অতৃপ্ত হ'তে অথবা আমাদের সঙ্গে তোমার যে চুক্তি তা যদি তোমার কাছে অসম বোধ হতো। কিন্তু তুমি স্পার্টা বা ক্রিটে জীবনযাপন করার কথা চিন্তা করো নি, যদিও এসব স্থানের শাসনতন্ত্রের[৬] প্রশংসা তুমি সর্বদা করেছো; এ ছাড়া কোনো গ্রিক বা অন্য কোনো জাতির নগরীব কথাও ভাবো

নি। কোনো চিররুগ্ন বা খঞ্জ বা দৃষ্টিহীন মানুষের তুলনায় অধিক নিশ্চিন্তেই তুমি আথেন্সে বাস করেছো। ফলত তুমি অবশ্যই বিশেষভাবে তৃপ্ত ছিলে কেবলমাত্র আথেন্স নগরী নিয়ে, তাই নয়, তৃপ্ত ছিলে, সম্ভবত তার প্রচলিত আইন নিয়েও। এবং এই দুটি বিষয়কে কখনোই পৃথক করা যায় না। তবে কী তুমি সেই চুক্তিকে এখন মেনে চলবে না? যদি তুমি আমাদের উপদেশ শ্রবণ করো, তবে অবশ্যই চলবে, সক্রেটিস। 'পক্ষান্তরে, যদি তুমি এই পরিস্থিতিতে আথেন্স পরিত্যাগ করো তবে তুমি হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন হবে, ঘৃণ্য ব'লে মনে করবে সকলে তোমাকে। চুক্তি সম্পূর্ণত ভঙ্গ ক'রে অথবা অংশত ক্ষুণ্ণ ক'রে তুমি নিজের বা তোমার বান্ধবদের কী কোনো কুশল সাধিত করবে? ফলাফল কী হ'তে পারে একবার ভেবে দেখা যাক : খুব সম্ভবত তোমার বন্ধুরাও তোমার সঙ্গেই নির্বাসনে যেতে বাধ্য হবেন; তাঁরা হারাবেন নাগরিকত্ব; তাঁদের সম্পত্তি যে বাজেয়াপ্ত হবে তাও তো নিঃসন্দেহ। এবং প্রথমত, তোমার কথাই বিবেচনা করা যাক, তুমি যদি কোনো পড়শি নগরে যাও, যথা থীবস[২৭] অথবা মেগারা, উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত আইন ও নিয়ম অনুসারে, যারা তাদের স্বদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী তারা তোমার আগমন তাদের শাসনব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকারক ব'লে জ্ঞান করবে। তারা সন্দেহ করবে তুমি তাদের রাজ্যের আইন অমান্য করতেই সেখানে গিয়েছো। তোমার বাক্যবিন্যাস থেকেই তারা বিশ্বাস করবে, এখানকার জুরিরা তোমার বিচার যথাযথই করেছে, কারণ তুমিই তাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছো। যুক্তিগ্রাহ্য উপায়ে, মানুষ তর্ক করবে, যে ব্যক্তি আইনকে অমান্য করতে চায় সে যে দেশের জড়বুদ্ধি মানুষ ও তরুণদেরও অকল্যাণকর প্রভাবে আচ্ছন্ন করবে তাতে আর আশ্চর্য কী।

'সুতরাং এর দ্বারা তুমি সম্ভবত মনুষ্য সমাজের অধিকতর সভ্য অংশের সংস্রব ত্যাগ করবে, বিশেষত সেইসব নগরে, যেখানে বাস্তবিক পক্ষে আইন ও নিয়মনিষ্ঠা প্রচল রয়েছে। আর তাই যদি তুমি করো তবে কী তোমার সে জীবন-যাপন মূল্যবান

মনে হবে? নাকি তুমি সুসভ্য সমাজেই বাস করতে চাও এবং সে সমাজের নাগরিকদের সঙ্গে যথার্থ ধৃষ্টতায় বাক্যালাপ করতে চাও। কিন্তু, সক্রেটিস, তুমি তাদের কী বলবে? আথেন্সের অধিবাসীদের তুমি যা বলতে, তাদেরও কী তাই বলবে—অর্থাৎ নৈতিকচরিত্র ও নৈতিকচেতনা, আইনানুগত্য, তা সে লিখিত বা মৌখিক হোক, বস্তুত মনুষ্য জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ? সক্রেটিসের পুরাতন কর্ম পদ্ধতি শোভন ব'লে গণ্য হবে কী?

'তবে কী তুমি পৃথিবীর এই অংশকে বিদায় জ্ঞাপন ক'রে থাসালিতে গিয়ে ক্রিটোর বন্ধুদের সঙ্গে বসবাস করবে? তা ভাবনাটা চমৎকার। কারণ সে দেশ এমনি এক স্থান, যেখানে আইন ও নীতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা খুবই ন্যূন পরিমাণ। তারা হয়তো বা তোমার কারাগার থেকে পলায়নের, ছদ্মবেশ ধ'রে— হয়তো বা ভেড়ার চামড়ার জামা পরিধান ক'রে অথবা ভিন্নতর কোনো ছদ্মবেশ যা জেল পলাতকেরা পছন্দ ক'রে থাকে— হাস্যকর কাহিনী শুনে প্রমোদ লাভ করবে। তোমার পলায়ন কাহিনী সকলের মুখেমুখে ফিরবে, একজন বয়োঃবৃদ্ধ মানুষের গল্প, যার সম্ভবত জীবনাবসানের আর অধিক দিন বাকি ছিলো না, অথচ সে জীবনের প্রতি এতো লোলুপ যে নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য সে যে কোনো কাজই করতে প্রস্তুত, এমন কী সে জন্য যদি তাকে বিশেষ মৌলিক আইনও ভঙ্গ করতে হয়— তাও করে। সম্ভবত, এই কাহিনী লোকে বলাবলি থেকে বিরত থাকবে যতোদিন তুমি কারো স্বার্থে আঘাত না করবে। কিন্তু যদি তুমি কাউকে তার অসন্তুষ্টি বিধানের কোনো কারণ ঘটাও, সক্রেটিস, তবে কিন্তু ক্রমান্বয়ে তুমি তির্যক বাক্যবাণে ও অপমানকর বাক্যে দগ্ধ হবে। তুমি জীবনধারণ করবে একজন ক্রীতদাসের ন্যায়, সকলের এবং প্রত্যেকের অনুগ্রহভাজন হিসেবে। ওহো, তুমি সুখে সচ্ছন্দেই থাসালিতে বাস করবে, সেখানে তোমার জীবন কাটাবে দীর্ঘ অবসর যাপনের মতো!

তাই যদি হয়, তবে নৈতিকতা ও উন্নত মনস্কতার বিষয়ে তোমার বাণী তখন কোথায় থাকবে?

'হয়তো বা তোমার সন্তানদের মুখ চেয়ে তুমি নিজ প্রাণ রক্ষার কাজে ব্রতী হয়েছো? তুমি তাদের লালনপালন করতে, যথাযোগ্য শিক্ষাদান করতেই হয়তো চাও? তাই না? তবে কী তুমি তাদেরও থাসালিতে নিয়ে যাবে এবং সেখানেই তাদের প্রতিপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করবে? তবে কী তুমি তাদের অসংস্কৃত মানুষ করতে চাও? তা অবশ্য তাদের জীবনারম্ভ হিসেবে চমৎকার হবে! না কি তাও তোমার অভিপ্রায় নয়। যদি তারা আথেন্সেই বড় হ'য়ে ওঠে এবং যদি তুমি এখানে ওদের সাহচর্যে উপস্থিত না থাকো, তাহ'লে কী উপায়ে তুমি জীবিত থেকে তাদের শিক্ষার উন্নতি ঘটাবে? তোমার বন্ধুরাই তাদের পরিচর্যা করবে না কি? আর যদি তুমি থাসালিতে জীবনযাপন করো তবে কী তোমার বান্ধবরা তাদের দেখাশোনা করবে? অথবা যদি মৃত্যুলোকে তুমি তোমার বাসভূমি নির্বাচন করো তবে তোমার বন্ধুরা তাদের রক্ষণাবেক্ষনের দায় গ্রহণ করবে না? তোমার এ ধরনের আস্থা অযৌক্তিক হবে যদি না তুমি যাদের বন্ধু ব'লে দাবি করছো তারা কেবলমাত্র নামেতেই তোমার বন্ধু হয়।

'না, সক্রেটিস, তুমি আমাদের সন্তান, সুতরাং তুমি আমাদের পরামর্শই মেনে নেবে। তোমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হ'য়ো না, ভাবিত হ'য়ো না আপন জীবন নিয়ে অথবা যা সত্য তার চেয়ে অধিকতর ভাবিত হ'য়ো না অন্য কোনো কিছু নিয়ে। তা হ'লেই যখন তুমি মৃত্যুলোকে যাবে তখন সেখানে যাঁরা বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাদের সামনে, তোমার ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ লাভ করবে। পক্ষান্তরে তুমি যদি তোমার বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে চলো, তবে তা যেমন তোমার পক্ষে তেমনি তোমার বান্ধবকুলের পক্ষেও শুভকর হবে না। ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে অথবা

দেবতাদের দৃষ্টিতে এই প্রস্তাব তোমার নিজেকেও মহিমান্বিত করবে না। অন্য জগতেও তোমার কোনো ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত হবে না। যদি স্থিতাবস্থা বজায় রাখো, তুমি পরলোকে গমন করবে যখন তোমার মৃত্যু হবে, একজন অবিচার প্রাপক হিসেবে, যে অবিচার তোমার প্রতি আমাদের দ্বারা সংঘটিত নয়, আইনের দ্বারা, মনুষ্যের মাধ্যমে সংঘটিত। কিন্তু যদি তুমি অবিচারের পরিবর্তে অবিচার প্রত্যর্পণ করো, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত এবং যদি অসম্মানজনক উপায়ে পলায়ন করো এই স্থান থেকে, তবে তুমি যেমন আমাদের সঙ্গে তোমার চুক্তিভঙ্গ করবে তেমনি যাদের তোমার কাছ থেকে আঘাত প্রাপ্ত হবার কথা নয়—তাদেরও তুমি আহত করবে। অর্থাৎ নিজেকে, তোমার বান্ধবকুলকে, তোমার স্বদেশকে এবং সে দেশের প্রচলিত আইনকে তুমি আহত করবে। যতোকাল তুমি প্রাণধারণ করবে, ততকাল তোমার বিরুদ্ধে আমাদের থাকবে এক যথার্থ অভিযোগ; এবং যখন অবশেষে তুমি গতায়ু হবে, মৃত্যুলোকে আমাদেরই ভ্রাতৃকুলও তোমাকে দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করবে না—কারণ তারাও জানবে তুমি প্রাণপণ চেষ্টা পেয়েছো আমাদের সর্বনাশ করার জন্য। না, ক্রিটোর পরামর্শের বিপরীতে তুমি অবশ্যই আমাদের সুপরামর্শই গ্রহণ করবে।'

ক্রিটো, ভুল ক'রো না, যা বললাম যেন অনুমান করছি ন্যায় আমাকে এই সবই বলবে। মরমীরা যেমন বাঁশীর ধ্বনিতে কথা শুনতে পায়, আমি যেন তেমনি শুনতে পাচ্ছি। তাদের ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রতিধ্বনি আমার কর্ণমূলে ধ্বনিত হচ্ছে যাতে আমি অন্য কোনোরূপ বাক্যের প্রতি শ্রুতিহীন হ'য়ে পড়ি। সুতরাং তোমার অনুমান করা উচিত, এই মুহূর্তে আমি যা বিশ্বাস করছি তার বিপরীত তুমি যদি কোনো পরামর্শ দাও, তবে তা বৃথা যাবে। অবশ্য যদি আমাদের পক্ষে করণীয় অন্য কোনো কার্য তোমার বুদ্ধিতে আসে তবে আমরা অবশ্যই তা অনুসরণ করবো।

ক্রিটো : না, সক্রেটিস আমার কিছু বলার নেই।

সক্রেটিস : তাহ'লে এখানেই এ বিষয়টি পরিত্যাগ করছি, ক্রিটো। ঈশ্বর আমাদের এই পথেই পরিচালনা করুন, আমরাও সে পথই অনুসরণ করবো।

ফিডো

এখেক্রাটেস ও ফিডোর মধ্যে কথোপকথন

[এখেক্রাটেস ও ফিডোর মধ্যে কথোপকথন। ফিডো তার কথাবার্তায় বর্ণনা করছে, সক্রেটিসের সঙ্গে সিমিয়াস, সেবেস ও অন্যান্যদের আলোচনা।]

এখেক্রাটেস : ফিডো, যেদিন সক্রেটিস কয়েদখানায় বিষ পান করলেন তখন কি তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে; নাকি অন্যদের মুখ থেকে কেবল যা ঘটেছিলো তা শ্রবণ করেছো মাত্র?

ফিডো : এখেক্রাটেস, আমি স্বয়ং সেখানে তখন উপস্থিত ছিলাম।

এখেক্রাটেস : তাহ'লে আমাকে বলো সেই মহৎ প্রাণ মানুষটি মৃত্যুর মুহূর্তে কী কী বলেছিলেন। বলো তাঁর মৃত্যুর পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা। যদি এ সব বর্ণনা করো তবে আমি বিশেষ ভাবে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো কারণ[১৮] ফ্লিয়াস-এর অন্য কেউ অথবা আথেন্স-এ সম্প্রতি এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে এই বিষয় বর্ণনা করতে সক্ষম। আমাদের এখানে বেশ কিছুদিন যাবৎ আথেন্স থেকে কোনো অতিথির আগমন হয় নি, অন্তত, এমন কোনো বিশেষ ব্যক্তি আসেন নি যিনি কেবল সাদামাটা খবর, যে তিনি গরল পান করলেন ও মৃত্যু বরণ করলেন, এর অধিক কিছু আমাদের শোনাতে সমর্থ। এর অতিরিক্ত তাদের পক্ষে বর্ণনা করবার মতো কিছু ছিলও না।

ফিডো : তুমি কী বলতে চাও কী ভাবে বিচার পরিচালনা হয়েছিলো তা'ও তুমি শোন নি?

এখেক্রাটেস : হ্যাঁ, এই বিষয়ে সমস্ত সংবাদ আমাদের পৌঁছে দিয়ে ছিলো একজন। এবং আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম এ কথা শুনে যে শাস্তি ঘোষিত হবার অতদিন পরে সক্রেটিসের শাস্তি কার্যকরী করা হয়েছিলো। ফিডো, এমনটা কেন হ'লো?

ফিডো : এটা বিশুদ্ধ কাকতালীয়, এখেক্রাটেস। ব্যাপারটা হ'লো কী আথেন্সবাসীরা যে অর্ণবপোতটি ডেলোসে পাঠাবে তার গলুইয়ে

মাল্যদানের অনুষ্ঠান দিবস স্থির হয়েছিলো বিচারের ঠিক পূর্বের দিন।

এখেক্রাটেস : এটা কোন জাহাজ?

ফিডো : আথেন্সের ঐতিহ্য অনুযায়ী এই সেই জাহাজ যাতে চোদ্দজন বন্দী নিয়ে থেসেয়ুস ক্রিটে গিয়েছিলো। সে নিজেও পলায়ন করেছিলো এবং সঙ্গীদেরও উদ্ধার করেছিলো। লোককাহিনী অনুসারে আথেন্সবাসীগণ আপোল্লোর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলো, যদি এইসব বন্দীদের জীবনরক্ষা হয় তবে তারা প্রতি বছর একটা জাহাজ তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্য নিয়ে ডেলোসে পাঠাবে। এবং আথেন্সে একটা নিয়ম আছে যে এই তীর্থযাত্রার সময়ে আথেন্স নগরীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পবিত্র রাখতে হবে। অর্থাৎ সেই যাত্রার মুহূর্ত থেকে ডেলোসে পৌছানো ও আথেন্সে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো মৃত্যুদণ্ড প্রদান অনুষ্ঠিত হ'তে পারবে না। যদি প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হয় তবে এই গমন ও প্রত্যাগমনে দীর্ঘতর সময় লাগতে পারে। এই তীর্থযাত্রার শুভারম্ভ হয় জলযানের গলুইতে আপোলোর প্রধান পুরোহিতের মাল্যদান অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং এই ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানটি, আমি যেমন বলেছি, এই বিচারের আগের দিনই পালিত হয়েছে। আর সেই কারণেই সক্রেটিসকে তাঁর বিচারের দিন থেকে অতো দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতে হয়েছে মৃত্যু দণ্ডাদেশ পালিত হবার দিন পর্যন্ত।

এখেক্রাটেস : ফিডো, এবার আমাকে তাঁর যথার্থ মৃত্যুর কথাটা বলো। কী বলা হয়েছিলো? কী-ই বা ঘটেছিলো? এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিটির সঙ্গে তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর কারা কারা ছিলেন? নাকি ম্যাজিসট্রেট তাদের প্রবেশাধিকার নাকচ করেছিলো তাঁকে নির্বান্ধব অবস্থায় মৃত্যু বরণ করার জন্য?

ফিডো : না, আমবা কেউ কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলাম; বস্তুত বেশ অনেক কজনই আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

এখেক্রাটেস : বলো, বলো, আমাদের সম্পূর্ণ ঘটনাটাই বিবৃত করো, ঠিক যেমনটি ঘটেছিলো—যদি না তুমি খুবই ব্যস্ত থাকো অন্য কোনো কারণে।

ফিডো : একেবারেই না। আমার হাতে এখন ঢের সময় আর পুরো কাহিনীটাই আমি তোমাকে বর্ণনা করবার চেষ্টা করছি। আর কোনো বিষয় নেই আলোচনার যা আমাকে অধিক আনন্দ দান করে। আমি সক্রেটিসের সম্পর্কে কথা বলতেই সুখানুভব করি, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণ করতেই পুলকিত হই।

এখেক্রাটেস : ফিডো আমি তোমাকে নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি যে তোমার বর্তমান শ্রোতৃমণ্ডলীও তোমার অনুরূপ মানসিকতা পোষণ করে। ফলে যতখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে পারা যায় সেই চেষ্টাই তুমি করো।

ফিডো : ওখানে উপস্থিত থাকাটা আমার পক্ষে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তুমি হয়তো ভাববে, কেউ যদি তাঁর বন্ধুর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন তবে তাঁর শোকে অভিভূত হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমি তা হই নি। তিনি যা কিছু বলেছেন, ও তিনি যে ধরনের ব্যবহার করেছেন, তা শুনে ও দেখে আমার মনে হয়েছে যেন তিনি বাস্তবিক ভাবেই উৎফুল্ল ছিলেন। প্রায় নির্ভয়ে তিনি তাঁর মৃত্যুর সমীপবর্তী হয়েছিলেন, নির্ভয়ে কিন্তু আভিজাত্যের সঙ্গে। তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে, স্বর্গীয় দূরদর্শিতা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিলো, এমন কী মৃত্যুলোকের পথে যাত্রার কালেও। ভিন্নলোকে গিয়ে অন্য সকল মানুষের মতো তাঁকে কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না। এই কারণেই, বলছিলাম, যদিও এই ঘটনাটা অবশ্যই বিষাদজ্ঞাপনের ঘটনা, তবু আমার যতখানি শোকাভূত হবার কথা আমি তার কিছুমাত্র হই নি। পক্ষান্তরে, আমাদের প্রাত্যহিক দার্শনিক কূটকচালিতে বিশুদ্ধ আনন্দলাভের অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি যা অনুভব করেছিলাম, তা হ'চ্ছে, একপ্রকার অবর্ণনীয় শিহরণ, একধরনের অনাস্বাদিত আনন্দ ও বেদনার সমতুল মিশ্রণ; আনন্দ—আমরা

যে দর্শন বিষয়ক আলোচনা করেছি তার থেকে উদ্ভূত এবং বেদনা—সক্রেটিসের জীবনের আর সামান্য সময়ই অবশিষ্ট আছে, এই ভাবনা থেকে উৎসারিত। ওখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলেরই এই অনুভব হয়েছে, প্রথমত-হাস্য, অবশেষে-ক্রন্দন। আমাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে একজন—আপোলোডোরাস—তুমি তাঁকে চেন, আমার বিশ্বাস, তিনি কী প্রকৃতির মানুষ তাও তুমি জান।

এখেক্রাটেস : আমি অবশ্যই জানি।

ফিডো : —বেশ, তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং আমরা সকলে, আমিও, ওঁকে নিয়ে খুবই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলাম।

এখেক্রাটেস : ফিডো, সেখানে আর কে কে ছিলেন?

ফিডো : আপোলোডোরাস তো ছিলেনই—আমি প্রথম তোমাকে আথেন্সবাসীদের নাম বলছি—প্রথমত, ক্রিটোবুলাস আর তাঁর পিতা। তারপর ছিলেন, হেরমোজেনেস, এপিজেনেস, ইস্কিনিস, আন্টিস্থেনেস—ও হ্যাঁ, সিটেসিপাস—পাইয়ানিসের, মেনেক্সেনাস আর তা ছাড়া আশেপাশে আরো কেউ কেউ। প্লেটো, মনে হয়, ঠিক সেই সময়ে অসুস্থ ছিলেন।

এখেক্রাটেস : আর আথেন্সবাসীদের ছাড়া?

ফিডো : থীবসের সিমিয়াস, সেবেস ও ফিডোনডাস-ও এসেছিলেন থীবস থেকে, মেগেরা থেকে ইউক্লিড[২২] ও টেবপসিয়ন।

এখেক্রাটেস : মাফ করো : আচ্ছা আরিস্টিপাস[২৩] আর ক্লেওমব্রোটাস কী উপস্থিত ছিলেন?

ফিডো : না, আমি নিশ্চিত, ছিলেন না। শুনেছিলাম সে সময়টায় ওঁরা আজেনিয়া গিয়েছিলেন।

এখেক্রাটেস : আর কেউ?

ফিডো : না, যতদূর স্মরণ আছে এঁরাই ছিলেন।

এখেক্রাটেস : বেশ। সেই দার্শনিক আলোচনার যতটুকু তুমি বিবৃত করতে পারো—তা আমাদের শোনাও।

ফিডো : আমি সম্পূর্ণই তোমাকে শোনাতে চেষ্টা করবো এবং শুরু করবো শুরু থেকেই।(যখন সক্রেটিস কয়েদখানায় বন্দী তখন আমি এবং অন্যান্যরা সকলেই প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে দেখা করায় অভ্যস্ত হয়েছিলাম। আমরা সকলে প্রত্যূষকালে বিচারালয়ে মিলিত হতাম—যেখানে তাঁর বিচার হয়েছিলো—কারণ ওটা এই কয়েদখানার খুবই কাছে। প্রত্যেক দিনই আমরা সেখানে অপেক্ষা করতাম কয়েদখানা উন্মুক্ত হবার প্রতীক্ষায়। সাধারণত এটা বেশ দেরিতে খোলে—আমরা বাক্যালাপে সময় অতিবাহিত করতাম। যখন কয়েদখানা উন্মুক্ত হতো তখন ঢুকতাম, এবং নিয়ম করে সেখানে সক্রেটিসের সঙ্গে আমরা সমস্ত দিনটাই কাটাতাম। সেই শেষের দিনটায়, অন্য দিনের তুলনায় আমরা কিঞ্চিত পূর্বেই উপস্থিত হয়েছিলাম; কারণ আগের দিন সন্ধ্যাকালে যখন আমরা কারাগার থেকে বেরুচ্ছি তখনি শুনলাম ডেলোস থেকে জাহাজটা প্রত্যাবর্তন করেছে। তাই নিজেদের মধ্যে বার্তা বিনিময় ক'রে নিলাম যে পরের দিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত হবো। আমাদের কয়েদখানার সম্মুখে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে —যে দ্বাররক্ষী প্রত্যহ আমাদের দরোজা খুলে দেয়—সে এসে আমাদের অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলো এবং জানালো সে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে : 'কারণ একাদশের দল[৩] এখন সক্রেটিসের বেড়ি খুলে নিচ্ছে', সে জানালো, 'এবং ওরা আমাদের আজ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে—এই মর্মে নির্দেশ জানিয়েছে।'

খানিকটা অপেক্ষার পর সে ফিরে এসে আমাদের জানালো আমরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারি। আমরাও প্রবেশ করলাম এবং সক্রেটিসের সঙ্গে দেখা করলাম। তখুনি তাঁকে বেড়িমুক্ত

করা হয়েছে। এবং জানথিপে—তাকে তো তুমি চেন, মহিলাকে নিশ্চয়ই জান, সে কোলে একটি শিশুকে নিয়ে তাঁর পাশে ব'সে ছিলো। জানথিপে আমাদের প্রত্যক্ষ করা মাত্র ক্রন্দনে ফেটে পড়ে বিশেষ ভাবে রমণীসুলভ কথা বললো : 'হায়, সক্রেটিস, আজই শেষতম মুহূর্ত যখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি বাক্যালাপ করবে।' সক্রেটিস তাকালেন ক্রিটোর দিকে, বললেন, 'ক্রিটো, দেখ[৩২] যদি একে কেউ গৃহে পৌঁছে দিতে পারে'। ক্রিটোর কয়েকজন দাস তাকে বাইরে নিয়ে গেল। তখনও সে তার বক্ষে মুষ্ঠাঘাত করছিল ও উচ্চ স্বরে কাঁদছিলো।

সক্রেটিস তাঁর শয্যায় উঠে বসলেন, দুপা ছড়িয়ে দিলেন এবং অঙ্গুলি দিয়ে তার পরিচর্যা করতে লাগলেন। আঙ্গুল ঘষতে ঘষতে তিনি বলছিলেন : একেই সকলে আনন্দ নামে অবিহিত করে, কী আশ্চর্য এই ব্যাপারটা। এর ঠিক বিপরীত অর্থাৎ বেদনার সঙ্গে কী প্রবল ঘনিষ্ঠ এর সম্পর্ক। আমি বলছি না যে এরা উভয়ে একসঙ্গে কোনো ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ হয়; কিন্তু যদি কেউ এই যুগলের একটিকে ধরতে চায় এবং ধ'রে ফেলে তাহ'লে বাস্তবিক পক্ষে সে অন্যটিকেও ধরতে বাধ্য। এরা দুজনে প্রায় অচ্ছেদ্য যমজের মতো। আমার মনে হয় যদি ঈশপের মস্তিষ্কে এই ভাবনাটার উদয় হ'তো তবে সম্ভবত তিনি এমন একটি রচনা করতেন যেখানে ভগবান তাদের দুজনের বিসংবাদ বন্ধ করার চেষ্টা ক'রে অপারগ হ'য়ে তাদের দুজনের হাতে হাত মিলিয়ে দিতেন। এবং এর নীতিবাক্য হ'তো—এই যমজের একজনকে যে সঙ্গী হিসেবে লাভ করেছে, তার পাশেই উপস্থিত আছে অন্যজন। যাই হোক, আমার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। আমার পায়ে বেদনা অনুভূত হয়েছে বেড়ি থেকে এবং এখন, মনে হচ্ছে, এরই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও আবির্ভূত হলো—

সেবেস : [বাধা দিয়ে] মনে পড়েছে! সক্রেটিস, আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি ঈশপের নীতিকথার এবং আপোলো স্তোত্রে যে সুরারোপ করেছিলেন, সে বিষযে। এভেনাস সেদিন জিজ্ঞেস

করছিলো, আপনি যখন এরপূর্বে একছত্রও রচনা লিপিবদ্ধ করেন নি তখন এই কারাবাসের সময় এই সুর রচনার যুক্তি কী। সে তো আমাকে পুর্নবার জিজ্ঞেস করবে, যদি আমার পক্ষে কোনো উত্তর না দেবার থাকে এবং তাতে আপনি মনক্ষুণ্ণ না হন তবে বলুন আমি তাকে কী উত্তর দেবো।

সক্রেটিস : সেবেস, ওকে যা সত্য তাই বলবে। বলবে, আমি এই সব পদ্যে সুরারোপ করিনি ওর ব্যবসায় এবং ওর উপস্থাপনাগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। আমি জানি, তা আমার পক্ষে অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙক্ষা হ'তো। না, আমি কেবল বিশেষ কিছু স্বপ্নের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলাম। সর্বদা সকলে যে আমাকে উপদেশ দান করতেন, সঙ্গীতকে শিল্প হিসেবে জ্ঞান ক'রে চর্চা করার জন্য, এই পাপবোধ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলাম। আমার জীবনে প্রায়শই নানা স্বপ্ন এসে আবির্ভূত হ'তো, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতো, অথচ মর্মার্থ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনুরূপ ছিলো। এবং তা হ'চ্ছে : 'সক্রেটিস,' স্বপ্নের অবয়ব যেন বলছে, 'সঙ্গীতরূপী শিল্পের চর্চা করো।' কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আমার ধারণা ছিলো স্বপ্ন আমাকে বলতে চাইছে, উৎসাহ সহকারে, আমি যে কর্মের চর্চায় নিরত, তাতেই নিবিষ্ট থাকতে। ভেবেছিলাম, ঠিক যেমন ক'রে দৌড়ক্রীড়ায় নিয়োজিতকে সমবেত দর্শকমণ্ডলী উৎসাহ দেয়, তেমনি ক'রে স্বপ্ন আমার কর্মে আমাকে উৎসাহ দান করছে—যে কর্মকে আমি শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সেবা ব'লে জ্ঞান করতাম। আমার যুক্তি অনুসারে দর্শন সকল শিল্পকলার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, এবং আমি সেই দর্শনেরই চর্চা ক'রে থাকি। বর্তমানে, বিচারের শেষে, এবং যেহেতু ধর্মীয় উৎসব আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ সংঘটনে বিলম্ব ঘটাচ্ছে ব'লে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ইত্যাবসরে আমার পক্ষে সঙ্গীতের চর্চা করাই যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে, হয়তো বা আমি স্বপ্নের আদেশ অমান্য করবো। হয়তো বা এই স্বপ্নের অর্থ হচ্ছে, সাধারণভাবে সকলের গ্রাহ্য শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বন্দনা অথবা শ্রবণ- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

সঙ্গীত। ভেবেছিলাম, আমার বর্তমান কর্ম অনুসরণ করার পূর্বে যদি স্বপ্নের নির্দেশ মেনে দোষস্খালন ক'রে না নিই তবে খানিকটা হঠকারিতা করা হবে। সুতরাং আমার প্রথম প্রচেষ্টা ছিলো উৎসবের দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত; দ্বিতীয় প্রয়াস স্তোত্রের প্রতি, নামোল্লেখযোগ্য যে কোনো সুর রচয়িতার উপযুক্ত বিষয়, বলতে বাধা নেই, বস্তুত পৌরাণিক শাস্ত্র, ইতিহাস নয়। আমি পৌরাণিক শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানবান নই, ফলে আমি সেই সব পৌরাণিক কাহিনী বিষয় হিসেবে নির্বাচন করলাম যা আমাকে পুনরায় করায়ত্ত করতে হবে না, অর্থাৎ ঈশপের উপকথাগুলো। সেগুলো আমি পদ্যে রূপান্তরিত ক'রে আমার বাসনা অনুযায়ী সুরারোপ করলাম। এভেনাসকে তুমি এই মর্মেই জানাতে পারো। আমার তরফ থেকে তাকে বিদায় অভিনন্দনও জ্ঞাপন ক'রো এবং ব'লো যদি তার কোনোপ্রকার চৈতন্য থেকে থাকে তবে সেও যতশীঘ্র সম্ভব আমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। আজই আমি আমার যাত্রাপথে নিরুদ্দেশ হবো, মনে হচ্ছে—আথেন্সবাসীদের নির্দেশ অনুসারে।

সিমিয়াস : এভেনাস-এর পক্ষে কী মর্মঘাতী বিদায় বার্তা! নানা সময়ে ওর সঙ্গে আমার কর্মের যোগ হয়েছিল এবং তা থেকে ওকে যতখানি বুঝেছি, এই উপদেশ বোধকরি তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

সক্রেটিস : তা কেন বলছো? আমার বিশ্বাস সে তো একজন দার্শনিক।

সিমিয়াস : নিশ্চয়ই তাই, আপনি জিজ্ঞেস করলে আমি তাই বলবো।

সক্রেটিস : তবে তো সে আমার পরামর্শ মেনে নেবে, ঠিক যেমনি অন্য সবাই শিরোধার্য করবে যারই মধ্যে সামান্যতম দর্শনের স্থান আছে। আমি মানছি, সাধারণভাবে যেহেতু পাপকর্ম ব'লে বিবেচিত সেইহেতু সে হয়তো বা আত্মহত্যা করবে না।

[এই কথা বলতে বলতে সক্রেটিস তাব পা দুখানা মাটিতে নামালেন এবং উপবিষ্ট হ'য়ে আলোচনা চালালেন।]

সেবেস : সক্রেটিস, আপনার বক্তব্য একটু বিশদ ক'রে বর্ণনা করুন। আত্মহত্যা পাপকর্ম, কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী যে মানুষ তাকে তো একজন দার্শনিক অবশ্যই অনুসরণে ইচ্ছুক হবেন?

সক্রেটিস : কেন নয় সেবেস? তুমি ও সিমিয়াস তো ফিলোলায়ুসের[৩৩] ছাত্র ছিলে। তখন কী তোমরা এই বিষয়ে কিছু শ্রবণ করো নি?

সেবেস : এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে শ্রবণ করি নি।

সক্রেটিস : ভালো, আমি স্বীকার করছি এ বিষয়ে আমার জ্ঞান লোকমুখে শুনেই। তবু আমি যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। তোমরা বলতে পারো যে ব্যক্তি অন্য জগতে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে সে অবশ্যই এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। অন্য জগৎ সম্পর্কে তার ধারণাও সে ব্যক্ত করতে অধিকারী, অথবা তার ভাবনাও সে প্রকাশ করতে পারে। এখন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকু অতিবাহিত করার জন্য এর চেয়ে প্রকৃষ্টতর আলোচনা আর কী হ'তে পারে?

সেবেস : বেশ, তবে কেন সকলে বলে আত্মহত্যা পাপকর্ম? আপনার প্রশ্নটায় ফিরে গিয়ে বলতে পারি, আমি বেশ কিছু সংখ্যক দার্শনিকের মতবাদ শ্রবণ করেছি, তাঁদের মধ্যে ফিলোলায়ুসও আছেন, তখন তিনি থীবসে বাস করতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আত্মহত্যা কে নীতিবহির্গত কাজ এমন কথাই বলেছেন। অথচ এই তত্ত্বের সপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি প্রয়োগ করতে কাউকে শুনি নি।

সক্রেটিস : এতে বিষণ্ণ হবার কিছু নেই! এখনো তুমি শ্রবণ করতে পারো। আমার অনুমান আত্মহত্যার প্রশ্নে তুমি যা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব'লে মনে করছো, তা অন্যসব প্রশ্নের মতো নয়। এ প্রসঙ্গের উত্তর বস্তুত বিশুদ্ধতম সীমাবদ্ধ নয়। উদাহরণত, হ'তে পারে একজন ব্যক্তির পক্ষে জীবনধারণ অথবা মৃত্যুবরণ যে কোনোটাই উত্তম ব'লে প্রতীয়মান হ'তে পারে। কিন্তু এই বিচার

নির্ভর করবে মানুষটির পরিচিতির দ্বারা এবং যা তিনি উৎস ব'লে মনে করলেন তার পশ্চাৎপটের দ্বারা। অনুমান করি, যা তোমার আশ্চর্য ঠেকছে, তা হ'লো, যদি কারো মৃত্যুই উত্তম ব'লে মনে হয় তবে করুণার দ্বারা তার আপন বাসনা চরিতার্থ করায় বাধা সৃষ্টি হওয়া উচিত। কেউ তার উপকারক হবে — এই জন্য তার অপেক্ষা করাও বিধিসম্মত। এটাই তো তোমার সমস্যা?

সেবেস : [ঢোক গিলে তার আঞ্চলিক কথ্য ভাষায়] ওঃ আ-আ-র-র![৩৬]

সক্রেটিস : তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত একান্ত অযৌক্তিক ব'লে মনে হ'তে পারে। তবু, এর অনুকূলে কিছু তো বক্তব্য থাকাও সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করো এই বিষয়ে রহস্যময় সেই সব কথিত উপকথাগুলো, মানুষকে স্থাপন করা হয়েছে প্রহরী হিসেবে, তারা অবশ্যই যেমন এর থেকে বিচ্যুত হবে না তেমনি পলায়নও করবে না। সেবেস, এ কথাটা আমার কাছে গভীরতর রূপক ব'লে প্রতীয়মান হয়। যদিও সর্বসম্মতিক্রমে এটি অত্যন্ত অপ্রাঞ্জল, তবু আমি বিশ্বাস করি ভাবনাটার মধ্যে কিছু সত্য নিহিত আছে, তা হ'চ্ছে ঈশ্বর আমাদের অভিভাবক, এবং আমরা মানব সন্তানগণ দেবতাদের অধিকৃত সম্পত্তির অংশ বিশেষ। এটা কী তুমি মেনে নেবে?

সেবেস : অবশ্যই নেব।

সক্রেটিস : বেশ, বেশ, ধরো তোমাব কোনো অস্থায়ী সম্পদ (ক্রীতদাস) নিজের আত্মাহুতি[৩৭] দিল এবং তুমি তাকে এমন কোনো ইঙ্গি ত দাওনি যাতে প্রমাণ হবে যে তুমি তার মৃত্যু অভিপ্রেত মনে করেছো, তা হ'লে তুমি কী তার এই কার্যে অসন্তুষ্ট হবে না এবং তোমার পক্ষে অনুমতি দেবার মতো কিছু থাকে তখনও, তুমি কী তা করতে চেষ্টা করবে না?

সেবেস : অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো।

সক্রেটিস : তাই যদি হয়, তাহ'লে মানুষ আত্মহত্যা করবে না—এই মতবাদই যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য যদি না সে দেবতার নির্দেশে বাধ্য হয়, যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে।

সেবেস : এ কথাটা যুক্তিযুক্তই অনুমিত হচ্ছে। যদি আপনার শেষতম বক্তব্য, দেবতা আমাদের অভিভাবক এবং আমরা মনুষ্যগণ তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি-সূত্র যথার্থ হয়, তবে আপনার পূর্বতন সিদ্ধান্ত অর্থাৎ দার্শনিক অভিযোগহীন মৃত্যু বরণ করতে সম্মত থাকবেন, আমার নিকট অযৌক্তিক ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে। জ্ঞানী মানুষদের ক্ষেত্রে, যদি তাদের প্রভু সর্ব বিবেচনায় উত্তম ব'লে মনে হয়—তবে তাঁর সেবা থেকে বিচ্যুত হ'লে অসন্তুষ্ট হবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে। দার্শনিকও অবশ্যই কল্পনা করতে পারেন না যে তিনি যদি নিজে আপন প্রভু হন তবে নিজের প্রযত্ন তিনি অধিক নিতে পারবেন? কোনো নির্বোধ তা ভাবতে সক্ষম। কোনো একজন নির্বোধ ভাবতে পারে যে তার পক্ষে পলায়নই সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প এবং তার সম্ভবত এমন বুদ্ধি নেই যে অনুমান করতে সক্ষম হবে, উত্তম প্রভুর ছত্রছায়া থেকে পলায়ন কোনোক্রমেই তার পক্ষে কর্তব্য নয়। সেই কারণেই তার পলায়ন মূর্খের সিদ্ধান্ত হবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি, পক্ষান্তরে, তার নিজের তুলনায় অধিক উত্তম যে প্রভু তার ছত্রছায়ায় আশ্রয় বলবৎ রাখাকে অভীপ্সা ব'লে জ্ঞান করবে, আমার এইরূপই অনুমান। কিন্তু এই অনুমান থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, যা বস্তুত আপনার চিন্তাধারার বিপরীত—এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুতে অনীহা হওয়া এবং নির্বোধজনের পক্ষে মৃত্যুকে স্বাগত জানানোই প্রকৃষ্ট কাজ।

[শ্রবণকালীন সক্রেটিস সেবেসের অকপটতা লক্ষ ক'রে হৃষ্টতার লক্ষণ প্রকাশ করছিলেন। অতঃপর আমাদের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করে বলতে লাগলেন।]

সক্রেটিস : যথারীতি, সেবেস তর্কের গন্ধ পেয়েছে। দ্রুত কোনো বিষয়ে আস্থাঅর্জন তার ধাতে নেই, তাই না?

সিমিয়াস : সক্রেটিস, মার্জনা করবেন, এই প্রস্তাবে, আমার বিশ্বাস, সেবেসের বক্তব্যে যুক্তি আছে। অর্থাৎ একজন যথার্থ জ্ঞানীলোক ভাবতেও পারেন, নিজের চেয়ে উন্নত তার প্রভুর কাছ থেকে পলায়ন যুক্তিযুক্ত কি না? এই সম্বন্ধটা ভেঙে ফেলতে সে কেন ইচ্ছুক হবে? আমার অনুমান, সেবেস, তার প্রতিবাদ বস্তুত আপনার উপলক্ষেই বিবৃত করেছেন। কারণ আপনি আমাদের কাছ থেকে, দেবতাদের কাছ থেকে—যাদের আপনি নিজেই উন্নত ধরনের প্রভু রূপে স্বীকার করেছেন—বিদায় নেবার ভাবনাটাকেই উচ্চ মর্যাদা দিচ্ছেন।

সক্রেটিস : তোমাদের উভয়ের বক্তব্যেই সারার্থ বর্তমান। অনুমান করি, তোমরা আমার মামলায় পুনরায় আত্মপক্ষ সমর্থনের উপদেশ দিচ্ছ, যেন আমি আবার বিচার কক্ষে ফিরে গেছি?

সিমিয়াস : সংক্ষেপে তাই।

সক্রেটিস : বিলক্ষণ, তা হ'লে বিচার কক্ষে যা বলেছিলাম তার চেয়ে অধিক প্রত্যয় উৎপাদনকারী যুক্তি নিবেদন করবো। সিমিয়াস এবং তুমিও, সেবেস, (যদিও আমি নিজে বিশ্বাস করি না যে আমি দেবতাদের দলে যুক্ত হবার জন্য অপেক্ষমান, জ্ঞানী ও উত্তম সব দেবতারা, যারা ঊর্ধ্বলোকে বাস করেন। এবং যদি আমি বিশ্বাস না করি যে মর্ত্যে জীবন্ত মানুষের তুলনায় অধিক উত্তম মানুষের সঙ্গে মৃত্যুলোকে মিলিত হবো, তা হ'লেই তো মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হওয়াই আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু, আমি তোমাদের শপথ ক'রে বলতে পারি, আমি ভালো মানুষের সঙ্গ লাভে নিঃসন্দেহ।) আমি অবশ্য এই সূত্রটাকে খুব বেশি সোচ্চারে উত্থাপন করতে চাই না কারণ অন্যসব বক্তব্যের উপর একটি বক্তব্য আছে যাকে আমি অখণ্ডনীয় ব'লে মনে করি তা হ'চ্ছে, মৃত্যুলোকে আমি আমার প্রভু এমন সব দেবতার দর্শনে নিঃসন্দেহ যে তাঁরা সীমাহীন মহত্ত্বের প্রতীক। আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে, যদিও আমি খানিকটা অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারতাম, আমি বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ নই। (আমি স্থির নিশ্চিত যে

মৃত্যুর পর কিছু অপেক্ষমান আছে আমাদের জন্য। সেই জন্যই আমি আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী বিশ্বাস করি, যা আমাদের জন্য অপেক্ষমান, সেগুলো অবশ্যই মন্দলোকের চেয়ে ভালোমানুষের অধিক শুভকারক।[৩৬])

সিমিয়াস : সক্রেটিস, এই 'সেগুলো' কী? আপনি কী আপনার ভাবনা নিজের মধ্যেই রাখতে মনস্থ করেছেন? আমাদের পরিত্যাগ ক'রে যাবার পূর্বে কী সবকিছু আমাদের জানাবেন না? যদি আমাদের জানান তবে আমাদের তো উপকৃত হবারই কথা, তৎসহ আপনার নিজেরও—যদি আপনি আমাদের এর যথার্থতায় আস্থা আনতে পারেন—তবে মনে হবে অভিযোগ মুক্ত হয়েছেন।

সক্রেটিস : আমি সর্বতোভাবে সচেষ্ট হবো। কিন্তু প্রথমত, দেখা যাক ক্রিটোর কী বক্তব্য আছে এ প্রসঙ্গে। মনে হ'চ্ছে যেন অনেকক্ষণ সে কিছু বক্তব্য উত্থাপন করতে চাইছে।

ক্রিটো : (যে ব্যক্তি আপনাকে বিষ প্রদান করবে সে অনেকক্ষণ ধরেই বলছে আপনাকে বক্তব্য সংক্ষিপ্তকরণের জন্য সাবধান ক'রে দিতে। সে বলেছে, আলাপচারিতায় দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, এবং আপনার পক্ষে তা ঘটতে দেওয়া উচিত নয় কারণ তার ফলে ঔষধের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে। সে আরোও বলেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে কাউকে কাউকে দুটি মাত্রা এমন কী তিন মাত্রা পর্যন্ত বিষ পান করতে হয়েছে!)

সক্রেটিস : তার কথায় কর্ণপাত ক'রো না, তার ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন হ'লে আমিও দুই বা তিন মাত্রা গ্রহণ করতে স্বীকৃত আছি।

ক্রিটো : আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে আপনি এই প্রতিক্রিয়াই প্রদর্শন করবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ আমাকে এ কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলো।

সক্রেটিস : ওর কথা অগ্রাহ্য করো।

জুরিমহোদয়গণ, আমি প্রস্তুত আছি আপনাদের কাছে নিবেদন করার জন্য। সেই তর্কসূত্র যার দ্বারা আমার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যে যথার্থ জ্ঞানান্বেষণে জীবন অতিবাহিত করেছে ব'লে ধীরভাবে মৃত্যু বরণ করতে সক্ষম, এবং মৃত্যু পরবর্তী লোকে পরম আশীর্বাদ লাভে নিশ্চিত থাকে। এ ব্যাপারটা কী উপায়ে সংঘটিত হয় তা আমি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি।

সাধারণ মানুষ অনুমান করতে অক্ষম যে, যাঁরা যথাযথ পদ্ধতিতে দর্শন চর্চা ক'রে থাকেন তাঁরা মৃত্যুর মুহূর্ত বা মৃতাবস্থার কম বা বেশি প্রস্তুত থাকেন না। যদি দার্শনিকগণ এইরূপই করেন তবে তাঁদের পক্ষে সমস্ত জীবন ধ'রে এই মুহূর্তটির আশঙ্কায় ভাবনাগ্রস্ত থাকা অসম্ভব। অতঃপর যখন তা সমাগত হয় তখন যার অপেক্ষায় ছিলেন, যার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তার প্রতি তাঁদের ক্ষুদ্ধতা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

সিমিয়াস : [হাস্যসহকারে] এই রকম সময়ে, সক্রেটিস, আমার হাস্যরস উপভোগ করার সময় নয় তবু আপনি যথার্থই আমার হাস্য উদ্রেক করালেন। আপনি সেই প্রাচীন আপ্তবাক্য অবশ্যই অবহিত আছেন দার্শনিকদের সম্পর্কে : 'তাঁরা জীবন্ত হবার চেয়ে অধিক মৃত এবং দার্শনিকরা ভিন্ন অন্য সকলেই জ্ঞাত আছেন এর অধিক ওঁদের কোনো প্রাপ্য নেই'। আমার মনে হয় যদি পথচারী কেউ আপনার বক্তব্য শ্রবণ করে তবে তারাও এই মতবাদের সঙ্গে মতৈক্যে আসবে। বিশেষ করে আমার দেশবাসী থীবস নাগরিকগণ।[৩৭]

সক্রেটিস : যথার্থ, সিমিয়াস, তোমার ব্যঙ্গোক্তি স্পষ্ট কথাই প্রকাশ করেছে, কেবলমাত্র ওই—প্রত্যেকেই জ্ঞাত আছে—এই অংশটুকু ছাড়া। তারা জানে না, কোন উপায়ে একজন যথার্থ দার্শনিক জীবিতাবস্থার চেয়ে অধিক মৃত অথবা কোন উপায়ে মৃত্যুই তার প্রাপ্য অথবা কোন ধরনের মৃত্যু তার প্রাপ্য। কিন্তু এসো আমরা বিষয়টা রাজপথেই পরিত্যাগ করি এবং বর্তমান উপস্থিত মণ্ডলীর সামনে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপনা করি।

আমরা কী মৃত্যুর যথার্থতায় বিশ্বাস করি?

সিমিয়াস : বিলক্ষণ বিশ্বাস করি।

সক্রেটিস : তাহ'লে কী মৃত্যুর সহজতম অর্থ এই নয় : শরীর ও আত্মার বিচ্ছেদ মাত্র? সুতরাং মৃত্যু হ'চ্ছে এমন এক অবস্থা যাতে শরীর আত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আলাদা থাকে; এবং অনুরূপ ভাবে আত্মাও শরীর থেকে পৃথক অবস্থায় নিজের মতো অস্তিত্ববান থাকে। এটাই মৃত্যুর সত্যিকারের বিবরণ নয় কী?

সিমিয়াস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : তাহ'লে দেখা যাক, তুমি আমার পরবর্তী বক্তব্যে মতৈক্য পাও কিনা? আমার মনে হয় এই বক্তব্য আমাদের প্রশ্নের জবাব আরো সহজে দেবে। তোমার কী বিশ্বাস যে দার্শনিকও তথাকথিত 'সুখ' ব্যাপারটার পূজারী? অর্থাৎ বলতে চাই, যেমন আহার ও পানের সুখ।

সিমিয়াস : কখনোও না।

সক্রেটিস : যদি বলি যৌন সুখানুভূতির ন্যায়?

সিমিয়াস : অবশ্যই নয়।

সক্রেটিস : এবং অন্য যে সব পদ্ধতিতে মানুষ তাদের দেহের আরাধনা করে? তোমার কী মনে হয় একজন দার্শনিকের কর্তব্য এইসব শরীরপূজায় কোনোরূপ গুরুত্ব আরোপ করা? বলতে চাই, যেমন, প্রভূত পরিধেয় বস্ত্র সম্ভার আয়ত্ত করা, অথবা অজস্র পাদুকার সংগ্রহ, অথবা ভিন্নতর কোনো সাজসজ্জার উপচার। কোনো দার্শনিকের পক্ষে কী এইসব বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত? নাকি, যদি মূল প্রয়োজনের চাহিদা না মেটায় এমন সব কিছুর প্রতি তার ঘৃণা জন্মানোই স্বাভাবিক?

সিমিয়াস : আমার মতে, সত্যিকারের দার্শনিক উল্লিখিত সকল বস্তুসামগ্রীর প্রতি অনীহা প্রদর্শন করবেন।

সক্রেটিস : তাই যদি সত্য হয়, তোমার কী মনে হয়, আরো সাদামাঠা কথায় দার্শনিক বস্তুত শরীর সম্পর্কিত বিষয় সমূহে নিরাসক্ত। যতদূর বাস্তবানুগ, তিনি এই সবই অগ্রাহ্য করেন এবং তাঁর লক্ষ নিবদ্ধ থাকে শুধুমাত্র যা আত্মার সম্পর্কিত—সেই সব বস্তুর প্রতি?

সিমিয়াস : আপনি যথার্থ বলেছেন।

সক্রেটিস : সুতরাং, শারীরিক সুখের ক্ষেত্রে. প্রথম প্রতিপাদ্য যে দার্শনিকরা সচেষ্ট ভাবে দেহের সংস্পর্শ থেকে আত্মার মুক্তি ঘটানোর কাজে নিয়োজিত। এবং এই প্রতিপাদ্যেই দার্শনিক অন্যান্য মানুষের থেকে পৃথক।

সিমিয়াস : সেটাই বিশ্বাস যোগ্য।

সক্রেটিস : সিমিয়াস, আমার মনে হয়, অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, যদি কেউ একজন উল্লিখিত 'সুখাবলী' থেকে সুখ উপভোগ করতে না পারে এবং যে এই সুখলাভের জন্য প্রমত্ত হয় না, তার জীবন ধারণের অধিকার নেই। বস্তুত, তারা মনে করে, যদি কেউ শারীরিক সুখানুভূতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে থাকে তবে সে ইতিমধ্যেই তার কবরে পা স্থাপন করেছে।

সিমিয়াস : এই কথাই তারা অবশ্য বিশ্বাস করে।

সক্রেটিস : তবে জ্ঞানার্জনের বিষয়ে কী বক্তব্য? যদি কোনো ব্যক্তি তার দেহকে জ্ঞান অন্বেষণের সহায়ক ব'লে চিহ্নিত করতে চায় তবে কী সেই তার সহায়ক হবে, না বাধাস্বরূপ হবে? অথবা প্রশ্নটা এ ভাবেও উত্থাপন করা যায় : মানুষের চক্ষুদ্বয় ও শ্রবণযন্ত্রদ্বয় তাকে সত্যের সম্যক পরিচয় দেয় অথবা কবিরা যেমন ক্রমাগত আমাদের সন্দেশ জ্ঞাপন করছেন যে, আমরা যা শ্রবণ করি ও দর্শন করি তাতে সত্যের সম্ভাবনার দায়বদ্ধতা নেই? যদি দর্শন ও শ্রবণের দেহজ অনুভূতি সমূহ, যা অবশ্যই সর্বাপেক্ষা পরিণত, আস্থাজ্ঞাপনযোগ্য কিম্বা যথানুরূপ না হয় তবে এই

সঙ্কোচই তো অন্যান্য অনুভূতির বেলাযও যথার্থ মনে হবে—এ'তে তোমার মতৈক্য আছে তো?

সিমিয়াস : অবশ্যই আছে।

সক্রেটিস : তাহলে কোন কোন কার্যকারণ অনুযায়ী বাস্তবতা ও সত্য আত্মার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়? দেখ, যখন আত্মা শরীবের সাহায্যে সত্যকে দর্শন করতে চায়, সেইসব কার্য কারণের ফলেই তা শরীরের দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনার কাছেও উন্মুক্ত থাকে।

সিমিয়াস : এটা ঠিক।

সক্রেটিস : সুতরাং যদি আত্মাকে সত্য প্রত্যক্ষ করতে হয় তবে তা সংঘটিত হ'তে পারে কেবলমাত্র মানসিক উপায়ে, শারীরিক উপায়ে নয়। এবং মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ তখনি উত্তম কাজ করে যখন শারীরিক অনুভূতি সমূহের দ্বারা--অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, বেদনাবোধ অথবা এমন কী সুখানুভূতি—বিক্ষেপিত হয় না। আত্মা তখনি সর্বোত্তমরূপে যুক্তি নির্ভর হয় যখন তা শরীর থেকে বিচ্যুত হয় এবং স্বয়ম্ভু থাকে; যখন তা সত্য অনুসন্ধানে নিবেদিত, দেহের সঙ্গে অযৌক্তিক কোনোপ্রকার স্পর্শ ও সংযোগ ব্যতিরেকে।

সিমিয়াস : আমি এ কথা মানি।

সক্রেটিস : সুতরাং আমাদের দ্বিতীয় যুক্তি—জ্ঞানের অনুসরণে, দার্শনিকের আত্মা কেন সম্পূর্ণরূপে দেহকে অগ্রাহ্য করে, এবং তা থেকে পলায়ন কর্মে সচেষ্ট থাকে এবং নিজস্ব একটি পৃথক অস্তিত্ব হ'য়ে ওঠে।

সিমিয়াস : তাই তো যথার্থ মনে হয়।

সক্রেটিস : সিমিয়াস, এবার আমার পরবর্তী যুক্তির উত্তর দাও। আমরা কী ন্যায় বিচারের অস্তিত্বে আস্থাবান, না কি আস্থাবান নই?

সিমিয়াস : নিশ্চয়ই আস্থাবান।

সক্রেটিস : এবং আমরা কী স্বীকার করবো এ ব্যাপারটা যেমন শুভকর তেমনি মহামূল্যবান?

সিমিয়াস : স্বভাবতই।

সক্রেটিস : তুমি কদাপি নিজ চোখে এর কোনো বর্ণনারূপ প্রত্যক্ষ করেছো?

সিমিয়াস : কখনো না।

সক্রেটিস : তুমি কী কদাপি ন্যায় বিচার প্রত্যক্ষ করেছো অথবা অন্য কিছু এর সমতুল, তোমার অন্য কোনো শারীরিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা? এখন আমি সাধারণ বাস্তবতা বিষয়ে বলছি, কোনো গুণাগুণের বাস্তবতা অথবা কোনো পরিমিতির অথবা স্বাস্থ্য অথবা শক্তির সমতুল কিছু। আমরা কী শরীরের দ্বারা এ সব কিছুর সত্যতা প্রত্যক্ষ করতে পারি নাকি এটা জ্ঞানের নিকটবর্তী অনুজ্ঞা—এই গুণাবলীর অভিজ্ঞানের জন্য যা মানুষ কেবল অবিমিশ্র ও প্রভূত যত্নের দ্বারা তার অনুসন্ধান প্রিয় গুণাবলী মানসিক ক্ষমতায় দর্শন করে?

সিমিয়াস : হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি।

সক্রেটিস : তা হ'লে এটাই প্রমাণ হয়, যে কোনো এক বিশেষ গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ তারই ক্ষেত্রে ঘটে যে কেবল মানসিক প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণত তার অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকে। সে তার দৃশ্য প্রমাণের হিসেব নিকেশ করে না; সে তার যুক্তি সহযোগী হিসেবে তার অন্যসকল শারীরিক ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বিব্রত হয় না। যে মানুষ সত্যকে স্পর্শ করতে শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র বিশুদ্ধ ও সরল যুক্তিই ব্যবহার করে থাকে। যে মানুষ যতোখানি সম্ভব তার দৃষ্টি যন্ত্র ও শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহার করে না—এমন কী বলা যায় তার সমস্ত শরীর পর্যন্ত—কারণ যে মুহূর্তে তার শরীর এই অনুসন্ধানে তার সঙ্গ নেবে, তখনি তা তার আত্মাকে করবে পথচ্যুত এবং দ্রুত সত্য সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের পক্ষে বাধা স্বরূপ হ'য়ে উঠবে।

সিমিয়াস : সক্রেটিস, আপনি অকাট্য বলেছেন।

সক্রেটিস : এতোক্ষণ আমরা যা যা যুক্তি প্রদর্শন করলাম এবার আমি তার মর্মার্থ বর্ণনা করবো। দার্শনিকগণ এইভাবে নিজেদের ক্ষেত্রেও বিচার করতে পারবেন। তাঁদের পক্ষে উচিত হবে পরস্পরের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা অনেকটা নিম্নোক্ত ভাষায় : 'আমরা খানিকটা পথচ্যুত হয়েছি, খানিকটা পথচিহ্নহীন পথে চলছি; কারণ যতদিন আমাদের শরীরের উপস্থিতি রয়েছে এবং যতদিন আমাদের আত্মা এই কুপ্রভাবে দূষিত থাকবে আমরা ততদিন আমাদের শেষতম অন্বিষ্টে পৌঁছুতে সক্ষম হবো না, অন্বিষ্ট, যা আমরা সকলেই মেনে নিয়েছি, তা হ'চ্ছে—সত্য। শরীর আমাদের পক্ষে এক বিরামহীন কুপ্রভাব, কারণ এর প্রযত্ন নিতে আমরা বাধ্য হই। অন্যথায়, আমরা রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ি এবং এই অসুস্থতা আমাদের পক্ষে সত্য অনুসন্ধানে বাধা স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। অধিকন্তু, শরীর আমাদের মন ভয়ে ও আকাঙক্ষায় পূর্ণ রাখে এবং অন্যসব আবেগ ও সকল প্রকার ভূতদৃশ্য এবং অপদার্থ নানা অস্তিত্বে পূর্ণ রাখে। শেষ পর্যন্ত, আমাদের অবিচলিত কোনো সুযোগ জোটে না যাতে আমরা অন্বিষ্টে পৌঁছাবার পথ খুঁজে পাই। সকল বিবাদ, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের পশ্চাতে দায়গ্রস্ত হিসেবে রয়েছে আমাদের শরীর এবং শারীরিক ক্ষুধা। সমস্ত প্রকার যুদ্ধের উৎপত্তি সম্পত্তি অধিকারের আকাঙক্ষা থেকে। আমরা শরীরের প্রয়োজনের ক্রীতদাস হিসেবে বাধ্য হই, শরীরেরই নিমিত্ত সম্পত্তি আহরণ করতে। এইসব কিছুই আমাদের জ্ঞানান্বেষণের বাধাস্বরূপ। সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক যে আমরা শরীরের দাবি থেকে মুহূর্তের বিরাম লাভ করতে পারি না, পারি না কোনো দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে। যখনি আমরা অর্ধপথ অতিক্রম করি শরীর আমাদের কাছে ছেদ ঘটায় পুনরায়; বাধা জন্মায়, ভীতি প্রদর্শন করে, এবং শেষ পর্যন্ত সত্য ও বাস্তবকে করায়ত্ত করার আমাদের প্রচেষ্টাকে ভণ্ডুল করে দেয়। আমাদের কাছে প্রভূত পরিমাণে অনুমিত হয়েছে যে, যদি আমরা কোনো

বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে চাই তাহ'লে আমরা অবশ্যই শরীরের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করবো এবং বিশুদ্ধ আত্মার দ্বারাই প্রকৃষ্ট বাস্তব অনুসরণ করবো। কেবলমাত্র তবেই, মনে হয়, আমার বাসনা যা, তা আমরা লাভ করতে সক্ষম হবো--- জ্ঞান, যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ব'লে আমরা নিজেদের পরিচয় দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু যুক্তিগতভাবে এটি সম্ভব হ'তে পারে কেবল আমাদের মৃত্যুর পরে, আমাদের জীবদ্দশায় তা লভ্য হবে না। তখনই কেবল আমাদের আত্মা আমাদের দেহ থেকে বিযুক্ত হ'য়ে একাকী অস্তিত্ববান হবে; এই একাকিত্ব মৃত্যুর পূর্বে কখনোই সম্ভব নয়। আমাদের জীবদ্দশায়, আমরা কেবল তখনি যথার্থ জ্ঞানের সমীপবর্তী হ'তে পারবো যখন যথার্থ সামান্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেহের সকল সংস্রব আমরা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবো। আমরা যদি অনুরূপ কাজে সক্ষম হই, তবে ঈশ্বর আমাদের মুক্তি দেবেন—এই আকাঙ্ক্ষায় আমরা নিজেদের পবিত্র ক'রে তুলতে পারবো। তা না হ'লে শারীরিক প্রকৃতির দ্বারা আমরা দূষণময় হ'য়ে উঠবো। যদি আমরা আমাদের অযৌক্তিক দেহজাত অংশের দ্বারা দূষিত না হ'য়ে এই জীবন ত্যাগ করি তবে, সম্ভবত, অনুমান করি মৃত্যুর পর আমাদের সমতুল অন্য সকলের সহযোগে কালাতিপাত করতে পারবো। আমাদের নিজস্ব জ্ঞান, পবিত্রতা ও সার্বিক সত্য সম্পর্কেও ধারণা জন্মাবে। অথচ দূষিত ও অবিশুদ্ধ আত্মার পক্ষে যা কিছু পবিত্র ও দূষণমুক্ত তা স্পর্শ করাও সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ। যাঁরা শিক্ষার যথার্থ অনুগামী তাঁরা সকলেই এই বিষয়ে একমত, এবং আমার বিশ্বাস, তাঁরা নিজেদের মধ্যে অনুরূপ ভাষাতেই বাক্যালাপ ক'রে থাকেন। সিমিয়াস, তুমি কী এ বিষয়ে একমত?

সিমিয়াস : সম্পূর্ণত, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : তাহলে, প্রিয় সিমিয়াস, যদি আমি যা উপস্থাপনা করলাম তা যথার্থই হয়, আমি যে স্থানে যাচ্ছি, সেখানে যদি আমার সমস্ত জীবনের কঠোর, পরিশ্রমের বিনিময়ে পুরস্কৃত হবার আশা থাকে, তবে অনুমান করা যায় ওখানে পৌঁছুলে আমি তা লাভ

করবো। সুতরাং এই বাধ্যতামূলক যাত্রা সমাপ্তিতে সুখের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এই আশা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সঞ্চারিত হ'তে পারে যদি সে তার মানসিক প্রবণতাগুলোর বিশুদ্ধীকরণ সাধিত হয়েছে ব'লে বিশ্বাস করে।

সিমিয়াস : আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত।

সক্রেটিস : এই বিশুদ্ধীকরণ, যা বংশপরম্পরায় রহস্যময়তা মতবাদ ব'লে ঐতিহ্যে চ'লে এসেছে, তা হচ্ছে আত্মাকে যতটা সার্বিক ভাবে সম্ভব শরীরের থেকে বিমুক্ত করা। আত্মার প্রতি মনোনিবেশের অনুশীলন করা যতক্ষণ না পর্যন্ত আত্মসমাহিতির অভ্যাস ও দেহবিমুক্তির অভ্যাস আত্মার গ'ড়ে ওঠে; এবং আত্মা যাতে নিঃসঙ্গ থাকতে সক্ষম হয় তার জন্য প্রস্তুতি—এই ভূপৃষ্ঠে যতটা সম্ভব এবং নবতর জগতেও প্রচেষ্টা পাওয়া উচিত। সহজ ভাষায় বলা যায়, এই বিশুদ্ধীকরণ হচ্ছে বস্তুত কয়েদখানা থেকে মুক্ত হবার মতো আত্মাকে দেহ থেকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া।

সিমিয়াস : অতীব সত্য।

সক্রেটিস : এখন এই মুক্তি, এই দেহ থেকে আত্মার বিচ্যুতি—আমরা যাকে সাধারণত বলি 'মৃত্যু', তাই নয় কি?

সিমিয়াস : যথার্থই।

সক্রেটিস : এবং সেই সত্য দার্শনিক, কেবলি দার্শনিক, যার পরম উচ্চাকাঙ্ক্ষাই শুধুমাত্র আত্মার মুক্তি, দেহের বন্ধন থেকে বিচ্যুতি। দার্শনিক নিয়মানুবর্তিতার আওতায় পড়ে এই অনুশীলন, তাই না?

সিমিয়াস : তাই তো প্রমাণিত হচ্ছে।

সক্রেটিস : সুতরাং আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে আমি যে রূপ বলেছিলাম, যে মানুষ তাঁর সমস্ত জীবন ব্যয় করেছেন, মৃত্যুকে যতদূর সম্ভব নিকটবর্তী দেখায় কাছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হ'তে অথচ

অবশেষে যখন সত্যসত্যই মৃত্যু তাঁর সন্নিধানে এসে উপস্থিত, তখন ক্ষুব্ধ হওয়া সেই ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব কাজ।

সিমিয়াস : যথার্থই অসম্ভব।

সক্রেটিস : তাহ'লে বাস্তবিক পক্ষে, যথার্থ দার্শনিকদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ লাভ হয়। এবং তাদের নিকট, অন্য কোনো মানুষের পক্ষে নয়, মৃত্যু প্রতিভাত হয় ভীতিহীন রূপে। এই ভাবে বিচার করা যাক, এই মর্ত্য দেহ তাঁদের কাছে সর্বদাই অভিশাপ হিসেবে গণ্য হয়; যা তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করেন তা হচ্ছে, আত্মাকে দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট করার সার্থকতা। অতঃপর, তাঁরা এমন কোনো স্থানে যাত্রা করতে চান যেখানে পৌঁছুলে তাঁদের এই ক্ষয়কারী দুরারোগ্য অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হবে, এবং সমস্ত জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি হবে অর্থাৎ অভিষ্ট জ্ঞান লাভ হবে। তা'হলে কী এই আনন্দদায়ক পরিণতির ভীতি ও অনীহা প্রদর্শন করা তাঁদের পক্ষে যুক্তিহীনতার চেয়েও নিম্নমানের ব্যাপার নয়? পুনরায়, এই ব্যাপারটাই ভিন্নতর ভাবে দেখা যাক, অনেকেই যখন তাদের আপনাপন পত্নী, প্রেমিকা অথবা জাতকের মৃত্যু হয় তখন স্বেচ্ছায় তারা মৃত্যুলোকে যায়; এই উদ্যমের কারণ, তারা মৃত্যুলোকে তাদের প্রিয়জনদের দর্শন পাবে—এই আশা। তাদের ভালোবাসা বস্তুত মনুষ্য শ্রেণীর জন্য—কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ তাঁর ক্ষেত্রে কী হবে? এদের ন্যায়ই তাঁর অন্তরেও একই জাতীয় আশা প্রজ্বলিত রয়েছে—তা হ'চ্ছে, পরলোকে তিনি যথার্থই তাঁর প্রেমাস্পদ বস্তুর সঙ্গে মিলিত হবেন—কেবলমাত্র পরলোকেই তা সম্ভব হ'তে পারে। তার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি কী কারণে মৃত্যুর প্রতি তাঁর অনাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন? না, প্রিয় সিমিয়াস, তিনি এই পথেই আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করবেন; অথবা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত, বিশেষত যদি তিনি যথার্থই দার্শনিক হ'য়ে থাকেন। এরকম ব্যক্তির পক্ষে এমন স্থির বিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্নতর

জগৎ ছাড়া অন্য কোথাও লভ্য নয়। তাই যদি সত্য হয়, যেমনটি আমি বললাম, তাঁর পক্ষে মৃত্যু ভয়ে ভীত হওয়াটা সম্পূর্ণতই হাস্যকর কাজ।

সিমিয়াস : যথার্থই সম্পূর্ণত।

সক্রেটিস : যদি তুমি কখনো এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হও যিনি মৃত্যুর সম্ভাবনায় বিচলিত হয়েছেন তবে বুঝতে হবে, এই ব্যক্তি যে দার্শনিক নন—তা প্রমাণিত হয়েছে? যিনি জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী অথচ শরীরের প্রতি আকর্ষিত তিনি কদাপি হবেন না। যে ব্যক্তি দেহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন, অমি মনে করি, সে অবশ্যই হয় স্থাবর সম্পত্তির প্রতি লোভাতুর নয়তো তার আপন সমাজিক সম্মানের প্রতি, কিংবা উভয়ের জন্যই লোলুপ।

সিমিয়াস : আপনার বিশ্লেষণ অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ।

সক্রেটিস : জানি না তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে কি না, যদি বলি গুণাবলী—যা সাধারণভাবে সাহস নামে আখ্যা পেয়ে থাকে—তা বিশেষরূপে দার্শনিক মনোভাবাপন্ন চরিত্রের বিশেষত্ব?

সিমিয়াস : হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

সক্রেটিস : তবে আত্মশৃঙ্খলা ? আমি এই শব্দটি[৩৮] পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করছি না—-আমি বলতে চাই, চলতি অর্থে—-আপন আবেগে অতি উৎসাহী না হওয়া, অথচ সমস্ত আবেগ স্বস্থানে সুস্থির রেখে বল্গাটানা ব্যবহার প্রদর্শন করা। এই গুণ বিশেষ ভাবে এবং বিশেষ ভাবে তাঁদেরই চারিত্র যাঁরা নিজ নিজ শরীর যথোপযুক্ত শাসনে রাখতে সক্ষম; অর্থাৎ যাঁরা বাস্তবিক ভাবেই একজন দার্শনিকের জীবনযাপন করেন?

সিমিয়াস : হ্যাঁ, এরকমটাই হওয়া স্বাভাবিক।

সক্রেটিস : এবার, যদি তুমি অদার্শনিক ব্যক্তিদের সাহস ও আত্মশৃঙ্খলা বিচার ক'রে দেখ, তবে তুমি লক্ষ করবে যে, তাদের মধ্যে এই উভয় গুণই যথেষ্ট অযৌক্তিক গুণাবলী হিসেবে প্রকাশমান।

সিমিয়াস : আপনি কী বলতে চাইছেন, সক্রেটিস?

সক্রেটিস : এটা তো তোমার জানা যে দার্শনিকগণ ভিন্ন অন্য সবাই মৃত্যুকে এক সর্বগ্রাসী অশুভ ঘটনা ব'লে মনে করে।

সিমিয়াস : অত্যন্ত অশুভ ঘটনা বলে।

সক্রেটিস : তা হ'লে এটাও সত্য, যে ব্যক্তি সাহসী অথচ দার্শনিক নয়, সে যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয় সাহসের সঙ্গে, তখন তা হয় মৃত্যুর চেয়েও অধিকতর ব্যাপক অন্য কোনো অশুভের ভয় থেকে।

সিমিয়াস : ঠিক।

সক্রেটিস : তবে, দার্শনিকরা ব্যতীত অন্য যারা এ ব্যাপারে সাহস প্রদর্শন করে, তারা অধিকতর ভীত বলে তা করে। অথচ কোনো ব্যক্তিকে সাহসী আখ্যা দেওয়া—যখন সে ভীতির দ্বারা পরিচালিত হয়—বস্তুত যুক্তিহীন। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, বলতে হয়, সে তা করে কাপুরুষতার বলে।

সিমিয়াস : এ কথা তো যথার্থই যুক্তিপূর্ণ।

সক্রেটিস : এবং যে সব অদার্শনিক ব্যক্তি, যারা তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তাদের ক্ষেত্রে কী আখ্যা দেবে? এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের অপ্রতুলতা থেকেই কী তাদের আত্মশৃঙ্খলা জন্মায় না? প্রথম বিচারে তোমার মনে হ'তে পারে—এ ব্যাপারটা অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব পক্ষে আত্মশৃঙ্খলার বিষয়টাই যথাযথ রূপে সাহসিকতার সমান্তরাল। তারা এক প্রস্থ সুখ পরিত্যাগ করে, কারণ তারা অন্য প্রস্থের দ্বারা পরিচালিত এবং তাতে এতটাই আসক্ত যে তা হারাবার ভয়ে তারা ভীত। তারা সুখের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে একে আখ্যা দেয়, 'নিয়ন্ত্রণের অভাব' শব্দের দ্বারা। যদিও তারা অন্যসব সুখানুভূতি দমন করতে পারে কেবলমাত্র 'কয়েকটি' সুখানুভূতির প্রাবল্যের ফলে। এটা যথাযথ ভাবে আমি যা বিবৃত করলাম তার সঙ্গে মিলে যায়,—অর্থাৎ

তারা আত্মশৃঙ্খলার অধিকারী, অথচ তারা তাদের আত্মশৃঙ্খলার অভাবকেই ধন্যবাদ দেয়।

সিমিয়াস : আপাতভাবে এটাই ঠিক ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে।

সক্রেটিস : না, প্রিয় সিমিয়াস, আমার মনে হয় না যে যথার্থ নৈতিক উৎকর্ষতা কোনো এক ধরনের আনন্দ কিম্বা বেদনা কিম্বা কোনো কিছুর প্রতি ভীতি, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, ব্যাঙ্কের হিসেবের জমা-খরচের ন্যায় তুল্যমূল্যে পরিমাপ করা যায় না। এই সব কিছুর পরিমাপ করার জন্য একমাত্র যে মাপকাঠি প্রয়োজন, তা হ'চ্ছে শুধুমাত্র জ্ঞানের মাপকাঠি। যথার্থ সাহসিকতা, যথার্থ আত্মশৃঙ্খলা, যথার্থ নীতিবোধ, সংক্ষেপে—যথার্থ নৈতিক উৎকর্ষতা কেবলমাত্র জ্ঞানের সহযোগিতায়ই অস্তিত্বময়। আনন্দ ও বেদনা, ভীতি ও অন্য সকল অনুরূপ আবেগ চিরস্থায়ী নয়—এ সকলই অপ্রাসঙ্গিক। এই তথাকথিত নৈতিক উৎকর্ষতা, যার সঙ্গে জ্ঞানের বিন্দুমাত্র যোগ নেই, অথচ যা আবেগ সঞ্জাত উত্তেজনার প্রেক্ষিতেই কেবলমাত্র পরিমাপিত হয়, তা যথার্থই, দুঃখিত হ'য়ে বলছি, এক প্রকারের দাসত্ব এবং শ্রীহীন ও অলীক বস্তুমাত্র। পক্ষান্তরে, যথার্থ নৈতিক উৎকর্ষতা আসলে এক প্রকারের, এবম্বিধ আবেগসমূহের বিশোধন উপায়। আত্মশৃঙ্খলা, সাহসিকতা, নৈতিকচেতনা, এমন কী জ্ঞান পর্যন্ত বস্তুত, আমার মতানুসারে, এক ধরনের বিশুদ্ধীকরণ। আমাদের বন্ধুগণ, যাঁরা 'রহস্য সমূহ' পরিচালনা করেছিলেন, তাঁরা ততখানি ঘৃণার্হ ন'ন। তাঁদের রহস্যজনক বদ্ধমূল মতবাদে হয়তোবা খাঁটি কোনো দৈবদর্শন নিহিত রয়েছে। আমি বিশেষভাবে সেই মতবাদের কথা স্মরণ করছি, যাতে বহিরাগত, অ-ব্রতী, যখন তারা পাতালে গমন করে, তখন তলায় পঙ্কে। অথচ যে সমস্ত ব্যক্তি পবিত্র হয়েছে, ব্রত গ্রহণ করেছে, তারা পরলোকে গিয়ে দেবতাদের সঙ্গে বাস করবে। রহস্য-মতবাদের যারা অনুগামী তাদের ভাষায় 'অনেককেই ডাকা হয় কিন্তু নির্বাচিত হয় মাত্র কয়েকজন'[২২]। নির্বাচিত সামান্য কয়েকজন, আমার মতে,

আসলে যথার্থ অনুগামী, তারাই সত্যিকারের দার্শনিক। এবং সেই কারণেই আমি সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে নিজেকে নিবেদিত রাখার চেষ্টা করি। আমার জীবনভর, সত্যিকারের দার্শনিক হ'য়ে উঠবার জন্য যা যা করণীয় আমি সে সবই করেছি। এবং আমি যখন পরলোকে গমন করবো, ঈশ্বরের অভিপ্রায় হ'লে, আর খুব বেশি তার বিলম্ব হবে না, আমার অনুশীলন সার্থক হয়েছে কিনা এবং আমি কোথাও পৌঁছুতে পেরেছি কি না নিশ্চিতরূপে জানতে।

সিমিয়াস, সেবেস, এই আমার আত্মপক্ষ সমর্থন; এই আমার প্রমাণ যাতে অনুমিত হবে যে আমি যা করেছি তা যুক্তিযুক্ত কি না; মর্মপীড়া অথবা ক্ষুব্ধতা ভোগ করেছি কি না তোমাদের পরিত্যাগ ক'রে যেতে, ছেড়ে যেতে আমার সকল শিক্ষাগুরুদের এই মর্ত্যভূমি থেকে। কারণ আমি বিশ্বাস করি পরলোকেও আমি এমনি মহান শিক্ষককুল ও পবিত্রমনা বান্ধবদের লাভ করবো। আশা করছি সাধারণ বিচারালয়ে আমার প্রদত্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাষণের তুলনায় তোমাদের উদ্দেশে নিবেদিত এই ভাষণ অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে উঠেছে।

[যখন সক্রেটিস তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, তখন সেবেস তর্কের খেই ধরলেন।]

সেবেস : সক্রেটিস, আমি ব্যক্তিগত ভাবে স্বীকার করি, আপনি যা যা বললেন, তার প্রায় সমস্তটাই। কিন্তু আত্মা বিষয়ে আপনার কিছু কিছু মন্তব্য জনসাধাবণেব মধ্যে সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়েছে। সর্বগ্রাহ্য তত্ত্ব হচ্ছে যে, যখন আত্মা দেহের আধার থেকে বিচ্যুত হয়, অক্ষত অবস্থায় অন্য কোনো স্থানে যাবার পরিবর্তে তা মৃত্যুর মুহূর্তেই দ্রব হয়, ধ্বংস পায়। তারা বিশ্বাস করে আত্মা তৎক্ষণাৎ বহির্গত হয় ধূম্রকুণ্ডলীর মতো এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা বিশ্বাস করে আত্মা ক্ষীণ বায়ুমণ্ডলে মিলিয়ে যায় এবং কোনোখানেই আর তার অস্তিত্ব থাকে না। আমি স্বীকার করি, যদি আত্মা, এইমাত্র আপনি যেমন বর্ণনা করলেন,

কলুষতার বিভিন্ন রূপ পরিত্যাগ করতে পারে এবং যদি আত্মা সমাহিত রূপে থাকে ও শিথিলতা থেকে নির্বাহ পায়, তবেই আপনার বিবরণের সত্যতা আশা করাব মতো যথেষ্ট কারণ পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু, সম্ভবত আপনি স্বীকার করবেন, মানুষের মৃত্যুর পরও আত্মা অবিনশ্বর থাকে এই উপপাদ্য, তৎসহ আত্মা সকল প্রকার গুণাগুণ রক্ষা করে, জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা সহ, এই উপপাদ্য দৃঢ় সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অকাট্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

সক্রেটিস : সেবেস, যথার্থ বলেছো। তাহলে আমরা কী করবো? এই উপপাদ্য সত্য অথবা মিথ্যা—তার বিষয়ে কি আমরা অনুমান শুরু করবো?

সেবেস : সক্রেটিস, আমার নিজের কথা বলতে পারি, এই সমস্যার উপর আপনার মতামত শ্রবণ করতে পারলে খুবই আহ্লাদিত হবো।

সক্রেটিস : মনে হয় অন্য কেউ আমাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করছে না। এমন কী কোন হাস্যরসের কাব্য রচয়িতাও যেন না শোনেন—তাহলে তাঁরা আমাকে অভিযুক্ত করবেন এই মর্মে যে বর্তমান অবস্থায় আমি যা অযৌক্তিক, তেমন সব বিষয়ের অবতারণা ক'রে আমার সময় ব্যয় করছি! বেশ, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রতিবাদ না করো তবে আমরা অবশ্যই এই বক্ষ্যমাণ সমস্যা বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।

মোটামুটি ভাবে একটা প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে এসো আমরা আমাদের অনুসন্ধান আরম্ভ করি : মৃতদের আত্মা সকল কী পাতালে আছে না কি নেই? তোমরা সেই প্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ করো যাতে বলা হয়, আত্মা দেহ ত্যাগ করার পর, পাতালই সেই স্থান, যেখানে গমন করে এবং তারা পাতাল থেকেই এই মর্ত্যভূমিতে পুনরাগমন করে পুর্নজন্ম[৩১] লাভের পর। যদি এই বিশ্বাস সত্য হয়, অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে জীবিত প্রাণীগণ আসলে মৃতদের আত্মার পুর্নজন্মের রূপ বিশেষ, তা হ'লে

বলতে হয় পাতালে মনুষ্য আত্মার অবশ্যই অস্তিত্ব আছে। কারণ যদি না তাদের অস্তিত্ব থাকে তবে তাদের পক্ষে পুনর্জন্ম লাভ অসম্ভব ব্যাপার। এবং জীবিতের সৃষ্টি হয় মৃতের থেকে এই তত্ত্ব যদি প্রত্যক্ষত সত্য হয়, ও যদি জীবনের অন্য কোনো উৎস না থাকে, তবে এই ঘটনাই একক ভাবে আমাদের প্রতিপাদ্যের সত্যতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য ব'লে বিবেচিত হবে। অবশ্য, পক্ষান্তরে, যদি এই ঘটনা প্রতীয়মানরূপে সত্য না হয় তবে আরো কিছু যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হ'তে পারে।

সেবেস : যথার্থ বলেছেন।

সক্রেটিস : বক্তব্যের যথার্থতায় পৌঁছুতে তুলনামূলকভাবে সহজতম উপায় হবে আমাদের আলোচ্য শব্দগুলো আরো কিছুটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করায়। কেবলমাত্র মনুষ্যকে না ভেবে আমরা যদি সমগ্র প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ জগতকেও আলোচনায় আনি। অথবা আরো বেশি সামান্য ক'রে, এসো আমরা যা কিছু অস্তিত্ববান তা সব কিছুই যুক্ত করি। দেখা যাক, অস্তিত্বের একক ও একমাত্র উৎস এর বিপরীত কিছু কি না। আমি ধ'রে নিচ্ছি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কোনো একটা বিপরীত কিছু আছে; উদাহরণত, যেমন সুন্দরের বিপরীত কুৎসিত, ন্যায় ও অন্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এসো আমরা সেইসব বস্তু বিষয়েই অনুসন্ধান করি যার বিপরীত কিছু আছে এবং দেখা যাক এই সব বিপরীত জিনিসই তাদের অস্তিত্বের একমাত্র উৎস কি না। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক : যদি কোনো কিছু—যে কোনো কিছু—বৃহদায়তন হ'য়ে ওঠে, তবে অবশ্যই, অনুমান করি, তা পূর্বাবস্থায় ক্ষুদ্র ছিলো তাই বৃহৎ হয়েছে?

সেবেস : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : তদনুরূপ, যদি কোনো কিছু ক্ষুদ্র হ'য়ে ওঠে তবে তা পূর্বাবস্থায় অবশ্যই বৃহদায়তন ছিলো?

সেবেস : ঠিকই তো।

সক্রেটিস : অথবা পুনরায়, যদি কিছু অধুনা দুর্বল হয় তবে তা নিশ্চিতরূপে পূর্বে বলশালী ছিলো। এবং যা এখন দ্রুতগামী তা ছিলো অবশ্যই শ্লথগতি।

সেবেস : এ কথা মানতেই হবে।

সক্রেটিস : বেশ। ধরা যাক কোনো কিছু বর্তমানে অধম হয়েছে তবে কী তা পূর্বে উত্তম ছিলো না? অথবা কোনো কিছু যদি এখন বৈধ হয় তবে তো তা পূর্বে অবশ্যই অবৈধ ছিলো?

সেবেস : স্বাভাবিক।

সক্রেটিস : তা হ'লে যথার্থভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বস্তু মূলত তার বিপরীত বস্তু থেকেই উদ্ভূত। এবং এই পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি যা থেকে সব কিছুই অস্তিত্বে আবির্ভূত হয়।

সেবেস : মেনে নিচ্ছি।

সক্রেটিস : এর থেকে আমরা কী অনুমান করতে পারি? প্রত্যেক বিপরীত যুগলের মধ্যে নিশ্চয় ক'রে একটা মাঝামাঝি অবস্থা আছে। এই মধ্যম অবস্থাই হ'চ্ছে অস্তিত্বে আগমনের পথ এবং এর দুটি আকার দুটি মেরুর অভিমুখিন। এই ব্যাপারটা আসলে এক ধরনের গতিময়তা, হয় তা প্রথম দিকে ধাবিত নয়তো তা দ্বিতীয় মেরুর দিকে চলিষ্ণু। তাই বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র, এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝামাঝি অবস্থাটা আসলে হয় বেড়ে যাওয়া অথবা ক'মে যাওয়া। তাই আমরা অনুরূপ ভাবে ব'লে থাকি যে কোনো একটি বিষয় এক বিচারে বর্ধমান অন্যপক্ষে ক্ষীয়মাণ।

সেবেস : যথার্থ।

সক্রেটিস : একই পদ্ধতিতে আমরা ব'লে থাকি, কোনো বিষয় বিশ্লিষ্ট হ'চ্ছে ও সংশ্লিষ্ট হ'চ্ছে; অথবা উত্তপ্ত ও শীতল হ'চ্ছে ইত্যাদি। এমন কী যদি ভাষায় শব্দের অপ্রতুলতা থাকে প্রত্যেক রীতির আখ্যা দেবার তথাপি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো সৃজন পদ্ধতি

বর্তমান যার দ্বারা প্রত্যেক বিপরীত যুগলের একটি পূর্বরূপের পরিবর্তিত আকার লাভ করে।

সেবেস : ঠিক।

সক্রেটিস : তা যদি গ্রাহ্য হয় তবে এখন আমি প্রশ্ন করতে চাই, 'জীবিতের' কোনো বিপরীত আছে কি না। যেমন, 'ঘুমন্তের' বিপরীত 'জাগ্রত'।

সেবেস : নিশ্চয়ই আছে।

সক্রেটিস : তা কী?

সেবেস : মৃতাবস্থা।

সক্রেটিস : যদি এই দুই অবস্থা পরস্পরের বিপরীত হয় তবে যুগলবন্দীর প্রত্যেকটি অবস্থা তার উল্টো অবস্থা সৃজন করার জন্য দায়ী। এবং দুই বিপরীত যুগলের মধ্যে দুইমুখী সৃজনের কার্যকারিতা বর্তমান।

সেবেস : নিঃসন্দেহে।

সক্রেটিস : উত্তম। এই মুহূর্তে যেমন উল্লেখ করেছি—সেই যুগলই আমি বেছে নিতে চাই। নিদ্রাবস্থা ও জাগ্রতাবস্থা। তারপর আমি এই দুই অবস্থা ও দুই সৃজন পদ্ধতির বর্ণনা করবো। তবেই তুমি অন্য যুগলবন্দী, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে আমাকে তোমার মতামত জানাতে সক্ষম হবে। আমাদের উদাহরণে, জাগ্রতাবস্থার থেকেই নিদ্রাবস্থার উদ্ভাবন হয় এবং অন্যপক্ষে নিদ্রাবস্থা থেকে জাগ্রতাবস্থার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ দুই অবস্থার থেকেই নিদ্রা ও জাগরণ—এই দুই অবস্থার যথাক্রমে সৃজন হ'চ্ছে। এ থেকে কী তোমার মনস্তুষ্টি হলো?

সেবেস : সম্পূর্ণত।

সক্রেটিস : এবার তুমি বিবৃত করবে জীবন ও মৃত্যু বিষয়ক যুগলের কথা। তুমিই তো বলেছো, মৃতাবস্থা বস্তুত জীবিতাবস্থার বিপরীত?

সেবেস : আমি এইরূপই বলেছিলাম।

সক্রেটিস : এবং প্রতিটি অবস্থা বস্তুত বিপরীত অবস্থার অস্তিত্বের উৎস।

সেবেস : যথার্থ।

সক্রেটিস : তা হ'লে যা মৃত তার উৎস কী হ'তে পারে?

সেবেস : কোনো কিছু যা জীবন্ত।

সক্রেটিস : এবং কোনো কিছু যা জীবন্ত তার উৎস?

সেবেস : আপনার সঙ্গে আমি একমত হ'তে বাধ্য—তা অবশ্যই কোনো কিছু যা মৃত।

সক্রেটিস : সে ক্ষেত্রে, সেবেস, যা জীবন্ত, তা সে মনুষ্য অথবা অন্য যা কিছু হোক না কেন, আবশ্যিক ভাবে তা মৃত্যু থেকে সৃজিত।

সেবেস : এ কথা প্রমাণিত।

সক্রেটিস : সুতরাং মানুষের আত্মা অবশ্যই পরলোকে অস্তিত্ববান।

সেবেস : এটাই তো পরিস্ফুট হ'চ্ছে।

সক্রেটিস : এখন, এই দুই সৃজন পদ্ধতির একটি যথেষ্টরূপে স্বাভাবিক, তাই না কি? অর্থাৎ বলতে চাই, মৃত্যু স্বাভাবিক রূপেই এই যুগলের একটি—তোমার কী তাই মনে হয় না?

সেবেস : হ্যাঁ, স্বাভাবিক ভাবেই।

সক্রেটিস : আমরা তবে কী করবো? এ যে সৃজনের রীতি যা কাজ করে বিপরীতমুখী হ'য়ে—তা'তে আমরা কি বাধা সৃষ্টি করতে পারি? না, এ কাজ করলে প্রকৃতিকে আমরা খঞ্জ ক'রে ফেলবো। যা আমাদের আবশ্যিক ভাবে করণীয় তাহ'চ্ছে—মরণশীলতার বিপরীত অংশের অন্বেষণ করা।

সেবেস : হ্যাঁ, আমাদের পক্ষে এটাই করণীয়।

সক্রেটিস : উত্তম : তা কী?

সেবেস : আমাদের বলতেই হবে—তা পুনরায় জীবন।

সক্রেটিস : বেশ, যদি 'জীবনে পুনর্বার আগমন' এমন একটা ব্যাপার যথার্থই থেকে থাকে, তবে তা সেই উপায়, যার আমরা অন্বেষণ করছি। এইটিই সেই পদ্ধতি যার দ্বারা জীবনের আবির্ভাব হয় মৃতাবস্থা থেকে।

সেবেস : যথার্থ।

সক্রেটিস : তাহ'লে আমরা একমত যে জীবনের উৎসারণ ঘটে মৃত্যু থেকে ঠিক যেমনটি মৃতের আবির্ভাব হয় জীবিতের থেকে। এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি গ্রাহ্য হ'লো। যদি তাই হ'য়ে থাকে তবে আমার অনুমান হয়, আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে একথা বলার যে কোনো না কোনো স্থানে মৃতদের আত্মাসমূহের অবস্থিতি অবশ্যই আছে, যেখান থেকে তাদের নবজন্মের জন্য আনয়ন করা হয়।

সেবেস : মনে হয় এই প্রতিপাদ্যও সত্য, এখন পর্যন্ত আমরা যা যা বিষয়ে একমত হয়েছি সে সবের ভিত্তিতে।

সক্রেটিস : আমরা এই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পেরেছি তা প্রমাণ করতে আমাদের ভিন্নতর যুক্তি শৃঙ্খলও আছে। যদি কোনো প্রকার চক্রবৎ গতি না থাকে তবে অন্তত প্রতি জন্মান্তরের এক বিপরীতমুখী গতি আছে। যদি পক্ষান্তরে, জন্মান্তরের পদ্ধতি একমুখী রেখাঙ্কিত হয়ে থাকে; অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে তার বিপরীত অবস্থার দিকে গতি সম্পন্ন, কিন্তু কদাপি ঘুরে পেছনের দিকে যায় না। তবে সব কিছুই শেষ পর্যন্ত সমপ্রকৃতিতে পরিণত হবে, সব কিছুই অবশেষে অন্যসব কিছুর প্রতিরূপ হ'য়ে উঠবে। বস্তুত এই যে বংশপরম্পরার পদ্ধতি তার সমাপ্তি ঘটবে।

সেবেস : আমি আপনার বক্তব্য যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে পারি নি।

সক্রেটিস : এটা তো আয়ত্ত করার পক্ষে তেমন কিছু দুরূহ নয়। আচ্ছা আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধবা যাক ঘুমিয়ে পড়ার পদ্ধতির

অস্তিত্ব আছে অথচ এর সমতুল, নিদ্রা থেকে জাগরণের পদ্ধতির অস্তিত্ব নেই। এই ক্ষেত্রে, বুঝতে পারছো, সব কিছুই শেষ হবে নিদ্রাবস্থায়। এন্ডিমিয়ন-[৪১]এর ঘটনাই নিয়ম হবে, তার বিপরীত কিছু নয়। অথবা, ধরা যাক, সব বস্তুই সর্বদা পরস্পরে যুক্ত থাকে, কখনোই পৃথক হয় না। তবে, 'সব বস্তুই আসলে এক বস্তু', [৪২]আনাক্সাগোরাসের এই তত্ত্ব বাক্যটির অর্থগত ভাবে সত্য হ'তে অধিক বিলম্ব হবে না। প্রিয় সেবেস, তদনুরূপে, যদি এমন হয় যে, যা কিছু সব জীবিত ছিলো, সব দেহত্যাগ করছে; কিন্তু মৃত্যুর পরও এই মৃত অবস্থাতেই তারা থেকে যাবে, কখনো জীবিত হ'য়ে উঠবে না—তা হ'লে তো যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে সব কিছুই অবশেষে মৃত হ'য়ে যাবে জীবিত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যদি সকল জীবিত বস্তু মৃত্যুর জগৎ ভিন্ন অন্য কোনো স্থান থেকে আগমন করে এবং যদি জীবিত সকল কিছু মৃত্যু বরণ করে তবে সকল জীবিতেরই মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হওয়ায় কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি হবে না।

সেবেস : কোনো বাধার অবকাশই থাকবে না, সক্রেটিস। আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সক্রেটিস : সেবেস, আমরা তবে আমাদের মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে কোনো ভুল করি নি। এটা তো সত্য যে জীবনে প্রত্যাবর্তনের একটা পদ্ধতি অবশ্যই গ্রাহ্য। অর্থাৎ জীবিতরা তাদের অস্তিত্বে আসে মৃতের আলয় থেকে এবং মৃতদের আত্মা অবশ্যই জীবিত থাকে।

সেবেস : আর একটা সূত্রও রয়েছে। আপনার স্মরণে থাকতে পারে সেই তত্ত্বটা যা আপনি প্রায়শই উল্লেখ করতেন, যাতে বলা হয়েছে, শিক্ষালাভের [৪৩]পদ্ধতি বস্তুত স্মরণ করার পদ্ধতি? যদি সেই তত্ত্বটি সত্য হয়, তবে স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, আমরা পূর্ববর্তী কালে যা কিছু অবশ্যই অধিগত করেছি তা আমরা বর্তমানে স্মরণ করছি। কিন্তু তা একেবারেই অবাস্তব হবে যদি, এই মনুষ্য অবয়ব ধারণের পূর্বে আমাদের আত্মার অস্তিত্ব না

থেকে থাকে। এর থেকেও যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে প্রমাণিত হয়, আমাদের আত্মা আসলে এক হিসেবে অমর।

সিমিয়াস : [বাধা সৃষ্টি ক'রে] একটু থামুন! এই শিক্ষা লাভের তত্ত্ব যে যথার্থ—তার জন্য আপনার কী প্রমাণ আছে? আমার জন্য আপনি কী স্মরণ করবার চেষ্টা করবেন, কারণ এই মুহূর্তে আমি সেই যুক্তিগুলো পরিষ্কার ভাবে মনে করতে পারছি না।

সেবেস : প্রথম যুক্তি, যদি কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়, যদি সে সব প্রশ্ন যথাযথ ভাবে স্থাপন করা হয়, তারা তবে সঠিক উত্তরটাই দেবে। তাদের পক্ষে এ কাজটা একেবারেই অসম্ভব যদি না তাদের এই মর্মে পূর্বের কোনো জ্ঞান থেকে থাকে, কোনো প্রকার যুক্তিচর্চা থেকে থাকে। এখানে দ্বিতীয় একটি যুক্তিও আছে, এই সিদ্ধান্ত আরো প্রাঞ্জল হবে যদি আপনি কারো মুখোমুখি হন কোনো প্রকার রেখাচিত্র অথবা অনুরূপ কোনো উপাদান সহযোগে।

সক্রেটিস : যদি এতেও তুমি সন্তুষ্ট না হও, সিমিয়াস, তবে ভিন্ন দিক থেকে এই প্রশ্নটাই আলোচনা করলে হয়তো বা তুমি আমাদের সঙ্গে একমত হবে। ধরে নিচ্ছি, বাস্তবিক ভাবে, তথাকথিত শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি যে যথার্থ ভাবে স্মরণ পদ্ধতি তা তুমি মানো না।

সিমিয়াস : কে, আমি? না, আমি এতে আস্থাবান নই, একথা সঠিক নয়। আমি কেবলমাত্র আপনার যুক্তিগুলো ঝালিয়ে নিতে চাইছিলাম। সেবেসের হঠাৎ করে এ বিষয়ের উল্লেখ শুনে কেমন যেন আমার স্মৃতির প্রবাহ স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো; আমি প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিমধ্যেই ব্যাপারটায় আস্থা ফিরে পেয়েছি। তথাপি আপনি প্রশ্নটা কী ক'রে বিচার করেন তা শ্রবণ করতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

সক্রেটিস : উত্তম, আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই ভাবে ব্যাপারটা দেখতে চাই: আমরা সম্ভবত একমত হয়েছি যে কোনো কিছু স্মরণ করতে হ'লে, তার পক্ষে অবশ্যই পূর্ব থেকে এ বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি থাকা প্রয়োজন?

সিমিয়াস : নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস : এরপর কী আমরা একমত হবো যে কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশেষ উপায়ে যখন কেউ কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ ক'রে থাকে তখনি কেবল স্মরণ ব্যাপারটা ঘটে? স্মরণের পদ্ধতিটা মোটামুটি ভাবে এই ভাবে ঘটে : ধরা যাক এক ব্যক্তি দেখতে সক্ষম, শ্রবণ করতে সক্ষম অথবা অন্য কোনো উপায়ে কোনো একটি বিশিষ্ট বস্তু লক্ষ করতে পারে কিন্তু অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়েও সে সচেতন যা সে এই বিশেষ ধরনের দৃষ্টিতে দর্শন ক'রে জ্ঞাত হয় নি। তাহ'লে কী ভুল বলা হবে যদি আমি বলি যে অন্য বস্তুটি যার অস্তিত্ব বিষয়ে এই মানুষটি সচেতন তা ঘটেছে স্মরণ পদ্ধতির মাধ্যমে?

সিমিয়াস : আপনি কী একটা উদাহরণ দেবেন?

সক্রেটিস : উত্তম, উদাহরণত, কোনো একজন মানুষকে লক্ষ করা ও একটি বীণা লক্ষ করা এক ব্যাপার নয়।

সিমিয়াস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : অথচ, তুমি তো জ্ঞাত আছো যখন প্রেমিকগণ একটি বীণযন্ত্র দেখে, অথবা, বলা যাক, একটি আলখাল্লা, অথবা অন্য কিছু যা সাধারণত তাদের প্রেমাস্পদরা ব্যবহার ক'রে থাকে, তখন বীণাকে শুধুমাত্র বীণা হিসেবেই তারা চেনে না; তাদের মানসে এই বীণার অধিকারী এক বালকের চিত্র স্ফুরিত হয়। একেই স্মরণ বলা যেতে পারে। অথবা, পুনরায়, যখন সকলে সিমিয়াসকে দেখে, তারা তখন সেবেসের কথা মনে করে। মনে হয়, এ ধরনের ডজন ডজন উদাহরণ দেওয়া যায়।

সিমিয়াস : এমন কী হাজার হাজার।

সক্রেটিস : এই সব ঘটনা কী অনুস্মৃতির উদাহরণ নয়? বিশেষভাবে যখন তা ঘটে কিছু সময়ের পরে, যে সময়ে এই বস্তুটি প্রকৃত প্রস্তাবে সে দেখে নি?

সিমিয়াস : যথার্থ।

সক্রেটিস : এই উদাহরণটি বিষয়ে কী বলা যাবে : কারো পক্ষে একটি বীণার কোনো চিত্র দর্শন করা সম্ভব, অথবা কোনো অশ্ব এবং তা তাকে মনে করিয়ে দেবে কোনো একজন মনুষ্যের কথা? কারো পক্ষে সিমিয়াসের কোনো প্রতিকৃতি দেখা সম্ভব এবং তা দেখে সেবেসের কথা স্মরণ হওয়া?

সিমিয়াস : অবশ্যই তা সম্ভব।

সক্রেটিস : সুতরাং, এইরূপ কোনো একটি ঘটনার উদাহরণ থেকে কারো স্মরণ আসতে পারে দৃশ্য বস্তুর অনুরূপ অথবা বিপরীত কোনো বস্তুর অনুস্মৃতি। তাই কী যুক্তি সঙ্গত হচ্ছে না?

সিমিয়াস : অবশ্যই তা হ'চ্ছে।

সক্রেটিস : দেখা যাক, যেখানে অনুস্মৃতি আছে কোনো সমাকৃতির দর্শনে। এরজন্য আবশ্যিক ভাবে কী কোনো অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না! অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু ও অনুস্মৃত বস্তুর মধ্যে যে সংযোগ তার থেকে সচেতন ভাবে বিচ্যুতি। লোকটি জানে যে দুইটি বস্তু যথাযথ ভাবে পরস্পর অনুরূপ নয়।

সিমিয়াস : এটাই হ'তে বাধ্য।

সক্রেটিস : আরো একটা যুক্তি, এবং তুমি বলো এটা সত্য কিনা। আমরা কী ধ'রে নিতে পারি যে সমতা নামক কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব বর্তমান? বলছি না দুটো তক্তার সমতা অথবা যে ভাবে প্রস্তর সমূহের পরস্পরের তুলনা করা হ'য়ে থাকে। আমি এই সব বিশেষ উদাহরণের বাইরের, আরো বিশেষ অর্থে শব্দটা ব্যবহার করতে চাই, আরো পৃথক ভাবে : আমি বলতে চাই সমতা শব্দটিই। তুমি কী এই শব্দটির অস্তিত্বে বিশ্বাস করো, না কি করো না?

সিমিয়াস : হ্যাঁ, এই বিষয়ে আমাদের আস্থা আছে বলেই ধ'রে নিতে পারি।

সক্রেটিস : এই আলোচ্য অর্থে সমতা শব্দটির প্রকৃতি বিষয়ে কী আমাদের জানা আছে?

সিমিয়াস : খুব ভালো করেই জানা আছে।

সক্রেটিস : এই জানা থাকার ব্যাপারটা তুমি কোথা থেকে পেয়েছো? একটু আগে আমি যা কিছু উল্লেখ করেছি তার থেকে নিশ্চয়ই নয়? এক মাপের তক্তা বা প্রস্তর খণ্ডসমূহ দেখে অথবা তেমনি কিছু প্রত্যক্ষ ক'রে আমরা নিশ্চয়ই সমতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিনি। সমতা স্বয়ং সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের ব্যাপার।

হয়তো বা তুমি স্বীকার করো না যে এখানে কোনো পার্থক্য বিদ্যমান। তবে এই ভাবে ব্যাপারটা দেখা যাক : কখনো কখনো, প্রস্তর যা পরস্পরের সম আয়তন বিশিষ্ট, অথবা একই ধরনের কাঠের টুকরো, কোনো একজন মানুষের কাছে তুল্যমূল্য ব'লে মনে হ'তে পারে কিন্তু অন্য একজনের কাছে তা নাও মনে হ'তে পারে। সেইরূপই কী হয় না?

সিমিয়াস : অবশ্যই হয়।

সক্রেটিস : উত্তম, তবে যে সব বস্তু প্রত্যক্ষত অসম তারা কী সমতা তৈরি কবতে পারে? অসমতা কী সমতার অনুরূপ হ'তে পারে?

সিমিয়াস : কখনোই না, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : সুতরাং, সমতার এইসব উদাহরণ সমতার তুল্যমূল্য নয়।

সিমিয়াস : আমার মতে তা কখনোই নয়।

সক্রেটিস : যদিও এসব সমতার অনুরূপ নয়, তবুও এইসব সমতা বিষয়ক বিশেষ উদাহরণ থেকেই বস্তুত কী তুমি সমতা বিষয়ক জ্ঞানের ধারণা অর্জন করো নি?

সিমিয়াস : তা তো যথার্থই।

সক্রেটিস : সুতরাং কাষ্ঠ খণ্ড ও প্রস্তরখণ্ডের সমতা এবং সমতা স্বয়ং হয় পরস্পর অনুরূপ অথবা অনুরূপ নয়?

সিমিয়াস : স্বীকার করি।

সক্রেটিস : কোনটি, তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোনো একটা বস্তুর দিকে লক্ষ করছো এবং অন্য একটি বস্তুর বিষয়ে সচেতন হচ্ছো, তখন সেই দুটি বস্তু পরস্পরের অনুরূপ বা অনুরূপ নয়—যাই হোক না কেন, যা ঘটে তা হ'চ্ছে বস্তুত নিঃসন্দেহে এক স্মরণ পদ্ধতি।

সিমিয়াস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : তাহ'লে আরো একটা প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বারা আমরা আলোচনার জের টানি। এক টুকরো কাঠ বা অন্য সব উল্লিখিত উদাহরণে আমাদেব সমতার অভিজ্ঞতার প্রকৃত চরিত্র কি? এইসব বস্তু কী আমাদের দৃষ্টিতে সমতার ন্যায়ই খাপেখাপে সমতুল? যথার্থ সমতার অনুকৃতিগুলি কোনো না কোনো বিবেচনায় কি খুঁত যুক্ত?

সিমিয়াস : ভয়ানক খুঁত যুক্ত।

সক্রেটিস : এখন কেউ যদি কোনো বস্তু দেখে এবং যদি তার ভাবনা নিম্নোক্তরূপে বহমান হয় : 'এখন আমি যে বস্তুটি দর্শন করছি তা বাস্তবতার আরো উঁচুর স্তরে অবস্থিত অন্য বস্তুর ইঙ্গিতবাহী; অবশ্য তা খুঁত যুক্ত এবং যথাযথ ভাবে বাস্তবতার অনুরূপ হবার অনুপযুক্ত; বাস্তবতা থেকে নিকৃষ্ট।' আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো, কোনো ব্যক্তি যার ক্রমাগত এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হবে, তার নিশ্চিত বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় আছে যা তার বক্তব্য অনুসারে সেই বাস্তব পদার্থের অনুরূপ অথবা তার থেকে নিকৃষ্ট, তাই নয় কী?

সিমিয়াস : এইরূপই তো হবার কথা।

সক্রেটিস : তাহ'লে আমাদের কী এই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে যখন আমরা কোনো বস্তুকে সমতার সঙ্গে তুলনা করেছি?

সিমিয়াস : আমাদেরও অবশ্যই হয়েছে।

সক্রেটিস : যখন আমরা প্রথম একটি তুল্যমূল্য বস্তু দেখে তা যে সমতার যথার্থ অনুরূপ সে বিষয়ে সচেতন হলাম, যদিও তা কিছুটা

নিকৃষ্ট, তার পূর্বেই কী আমাদেরও যথার্থ সমতার সঙ্গে পরিচয় লাভ হয় নাই?

সিমিয়াস : এটাই তো হয়েছে ব'লে অনুমান হয়।

সক্রেটিস : যদিও আমরা ইতিমধ্যেই একমত হয়েছি যে আমরা এই সচেতনতা লাভ করতে সক্ষম নই যদি না দৃষ্টি অথবা স্পর্শ অথবা এইরূপ কোনো ইন্দ্রিয়ের সহায়তা না নিয়ে থাকি—আমি এই সবগুলোকে একত্র ক'রে নিচ্ছি—।

সিমিয়াস : ঠিকই করেছেন। এ সবই বস্তুত একই রূপ পরিগ্রহ করে। অন্তত আমাদের যুক্তির প্রয়োজনে।

সক্রেটিস : —সুতরাং আমরা সচেতন হয়েছি যথার্থই আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা। এই সব শরীরী ঘটনার লক্ষ কিন্তু সত্য সত্যই সমতা এবং তা যথেষ্ট হয় না—তুমি কী এ বিষয়ে একমত নও?

সিমিয়াস : না, আমি সম্পূর্ণত একমত।

সক্রেটিস : তা হ'লে স্বীকার করতে হবে আমরা দেখার পূর্বে এবং শ্রবণের পূর্বে এবং আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় ব্যবহার করবার পূর্বে সত্যকারের ক্ষমতার প্রকৃতি বিষয়ে সচেতন হ'য়ে উঠি। তা ছাড়া আমাদের পক্ষে সমতার উদাহরণ উল্লেখ করা সম্ভব হ'তো না। যথার্থ সমতা হিসেবেই আমরা আমাদের চৈতন্যের দ্বারা উপলব্ধি করি অথচ বুঝতেই পারি না নিঁখুত সমতার পরিবর্তে আসলে আমরা নিকৃষ্ট মানের সমতা উপলব্ধি করেছি।

সিমিয়াস : সক্রেটিস, এটাই যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত।

সক্রেটিস : তবে কী আমরা ঠিক আমাদের জন্ম মুহূর্ত থেকেই প্রত্যক্ষ ও শ্রবণ করতে এবং তৎসহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হই না?

সিমিয়াস : ঠিক বলেছেন।

সক্রেটিস : অর্থাৎ যুক্তিগত ভাবে বলা যায় যে, এরও পূর্ব থেকেই আমাদের ক্ষেত্রে সমতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ ঘটে। সহজ কথায়, আমাদের এই প্রাপ্তি হয়েছে আমাদের জন্মের পূর্ব থেকে।

সিমিয়াস : আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে।

সক্রেটিস : এখন, যদি আমরা জন্মের পূর্ব থেকেই এই জ্ঞান লাভ করে থাকি এবং যদি আমরা এই জ্ঞান নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকি, তবে সমতা ও অনুপাতিক গুরুত্ব-ই কেবলমাত্র কল্পনা নয় যা আমাদের জন্ম লগ্নে বা জন্ম লগ্নের পূর্ব থেকেই জানা থাকে। আমরা অবশ্যই তবে অন্যান্য বিমূর্ত কল্পনারও জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। আমাদের এই যুক্তি সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, ন্যায়, করুণা—বস্তুতপক্ষে, বলা যায়, সমস্ত কিছু যা আমরা ন্যায়শাস্ত্র সম্মত রীতিতে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে 'X' হিসেবে চিহ্নিত করি, তাদের বেলায়ও খাটে।

সিমিয়াস : যথার্থই বলেছেন।

সক্রেটিস : তাহলে, হয় জন্ম মুহূর্তে জন্মের পূর্বে আহরিত চৈতন্য হারিয়ে যায় অথবা যে চৈতন্য নিয়ে আমরা জন্মাই তা আমাদের সমস্ত জীবনব্যাপী সহযাত্রী থাকে। আমরা যা লাভ করেছিলাম সেই চৈতন্য থেকে যায় 'জানার' সাহায্যে; চৈতন্যের বিমোচিত হবার নাম আমরা দিয়েছি 'ভুলে যাওয়া', তাই না?

সিমিয়াস : আমারও তাই নিশ্চিত বিশ্বাস হয়।

সক্রেটিস : এখন যদি আমরা জন্মের পূর্বেই এই চৈতন্য লাভ করে থাকি, জন্ম মুহূর্তে যদি আবার তা হারিয়ে ফেলি, অতঃপর, আমাদের চৈতন্য আকারবিশিষ্ট বস্তু সমূহের প্রতি নিয়োজিত করে, আমরা আমাদের পূর্বতন চৈতন্য ফিরে পেতে পারি। এই রীতিকেই, যা আমরা 'জ্ঞানান্বেষণ' আখ্যা দিয়েছি, তা কী তবে পূর্ণ চৈতন্য লাভের বেলায় খাটে না? এবং এই পদ্ধতিটাকে কী 'অনুস্মৃতি' আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়?

সিমিয়াস : যথার্থই।

সক্রেটিস : যথার্থই, কারণ, স্মরণ কার্যে, কোনো একজন মানুষের পক্ষে দেখবার, শুনবার অথবা অন্য কোনো উপায়ে তার শারীরিক চেতনার দ্বারা ক নামক বস্তু লক্ষ করবার সম্ভাবনা থাকে, এবং

ফলত খ নামক বস্তুর অস্তিত্বে চেতনা লাভ সম্ভব, যার বিষয়ে তার সম্পূর্ণ বিস্মরণ হয়েছিল : খ-বস্তু হয় ক-বস্তুর অনুরূপ অথবা প্রতিরূপ, যাই হোক না কেন, তা অবশ্যই উভয় ক্ষেত্রেই ক-বস্তুর সঙ্গে যুক্ত।

কিন্তু এখন আমি তোমার কাছে একটা উভয় সঙ্কটের ব্যাপার উপস্থাপনা করছি : হয় আমরা জন্ম গ্রহণ কাল থেকেই এই প্রকার সব বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন এবং জীবনভর সেই বিশ্বাস প্রতিপালন ক'রে থাকি; অথবা, আমরা যাকে সচরাচর 'শেখা' বলি লোকেরা এই সব ধারণা—তাই করে, যা তারা ক'রে থাকে তা হ'চ্ছে, ভুলে যাবার কিছু সময় পর তারা আবার তা ফিরে স্মরণ করে, আর তাই যদি ঠিক হয়, তবে এই শেখাটাই হবে আসলে স্মরণকর্মের সমতুল।

সিমিয়াস সেখানেই তো সমস্যা, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : সিমিয়াস, তোমার মন মতো কোনটি? আমরা কী এই অনুস্মৃতি নিয়েই জন্মেছি, নাকি কিছু কালের পরে আমরা তা স্মরণে আনতে পারি, জন্মের পূর্বে যেহেতু তা আমাদের দ্বারা অর্জিত হয়েছিল ব'লে?

সিমিয়াস · এই মুহূর্তেই আমি তেমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছি না, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : ঠিক আছে : সম্ভবত তুমি আমার পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হবে। তোমার মতামত আমাকে জানাও : কোনো মানুষ যদি কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত থাকেন তবে কী তিনি তার ব্যাখ্যা করতে পারেন, না কি পারেন না?

সিমিয়াস : নিশ্চয়ই, তিনি তা পারবেন।

সক্রেটিস : তোমার কী মনে হয় আমরা এই মুহূর্তে যা আলোচনা করলাম তা প্রত্যেকে বা সকলেই সেই ধারণার ব্যাখ্যা করতে সক্ষম?

সিমিয়াস : সক্ষম হ'লে খুশি হওয়া যেত · তবে আমার ভয় হয়, আগামী কাল থেকে এ ভূভারতে আর কোনো ব্যক্তি থাকবেন না যিনি এই কাজে সমর্থ।

সক্রেটিস : পক্ষান্তরে, তুমি বলতে চাও, যে সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে অভিজ্ঞ নন?

সিমিয়াস : না, আমার মনে হয়না অভিজ্ঞ।

সক্রেটিস : তাই যদি হয়, যদি তারা কোনোদিন এই সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, তবে তারা তা স্মরণের সাহায্যে করবে।

সিমিয়াস : যথার্থ, তাই তারা করবে।

সক্রেটিস : তবে কখন আমাদের আত্মা এই সব বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভ করে? অবশ্যই আমাদের মনুষ্য জীবন আরম্ভ হবার পরে নয়।

সিমিয়াস : না, নয়।

সক্রেটিস : তাহ'লে অবশ্যই জন্মের পূর্বে।

সিমিয়াস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : তবে তো কেবল একটাই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আমরা মনুষ্য আকার ধারণ করবার পূর্বেও আমাদের আত্মার অস্তিত্ব ছিলো। আত্মার অস্তিত্ব ছিলো দেহ থেকে বিচ্যুত অবস্থায় এবং আরো যে তখনো সেই সব আত্মার মেধা বর্তমান ছিল।

সিমিয়াস : হয় তাই, নয়তো আমরা ঠিক জন্মের মুহূর্তে এই অনুস্মৃতি লাভ করেছিলাম : এখনো সেই বিকল্প সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : প্রিয় সিমিয়াস, যদি একথাই বলতে চাও, তবে ঠিক কোন সময়ে আমরা এই অনুস্মৃতি হারালাম? আমরা এক্ষুণি একমত হলাম, প্রকল্পিত অবস্থায়, যে আমরা এইটি ব্যতিরেকেই জন্ম গ্রহণ করেছি : সঙ্গে সঙ্গেই কী আমরা লাভ করি, না, অনুস্মৃতি থেকে বিচ্যুত নই? না কি তুমি অন্য কোনো পরম্পরা দাখিল করতে চাও?

সিমিয়াস : না, তা আমার সামর্থের বাইরে। তখন আমি যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হই নি, অথচ আমি অর্থহীন প্রলাপ বকছিলাম।

সক্রেটিস : তাহ'লে সিমিয়াস, ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, তাই না? যদি সমস্ত বিষয় যা আমরা ক্রমাগত উচ্চারণ করছি, অর্থাৎ সৌন্দর্য এবং মহত্ত্ব আর অনুরূপ ভাবে যথার্থতা, তা কী সত্য সত্যই বিদ্যমান; এবং যদি আমাদের চৈতন্যের নিকট যে সত্য প্রত্যক্ষ, যা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত ব'লে প্রকাশ করি; এবং আমাদের চৈতন্যের সত্যতার সঙ্গে আমাদের অনুভূতির তুলনা করি, তবে আমরা পুনরাবিষ্কার করতে পারবো আমাদেরই ভেতর এক প্রচ্ছন্ন অথচ যথার্থ সত্যতা বিষয়ে অনুস্মৃতি। তাহ'লে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হ'তে হয় যে আমাদের জন্মের পূর্বেই আমাদের আত্মার অস্তিত্বের সম্ভাবনা যথার্থ।

কিন্তু যদি এইসব বাস্তবতা বিশুদ্ধ কল্পনা হয়, তবে আমাদের সমস্ত কূটতর্ক সময়ের অপচয় ব'লে মনে করতে হবে। তাই আমাদের প্রামাণ্য বিষয়, আত্মা জন্মের পূর্বেই অস্তিত্ববান ছিলো তা যথাযথ ব'লে মানতে হয় অথবা এই বাস্তবতার অস্তিত্বের প্রস্তাবও মিথ্যে ব'লে স্বীকার করতে হয়। এই রূপই তো দাঁড়ালো, তাই না?

সিমিয়াস : আমার নিকট যথার্থ সত্য ব'লে প্রতীয়মান হ'চ্ছে, সক্রেটিস, যে এই দুটি প্রস্তাব হয় যুগ্ম ভাবেই যথার্থ নয়তো একত্রে নিরর্থক। জন্মের পূর্বে আত্মার অস্তিত্বের প্রস্তাবনা এবং বাস্তবতার অস্তিত্বের প্রস্তাবনা যে পরস্পর নির্ভর এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। আমি এ কথা বলছি, কারণ আমার নিকট সৌন্দর্য, মহত্ত্ব এবং অন্য সকল বাস্তবতা, যা আপনি উল্লেখ করেছেন তার তুলনায় অন্য কিছুই তেমন সত্য ব'লে মনে হয় না। আমার কথা যদি বলি, তবে বলতে হয় এই বিষয়টি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

সক্রেটিস : হয়তো তোমার নিকট হয়েছে, কিন্তু সেবেস কী বলে? ওকেও তো আমাদের একমত হিসেবে পেতে হবে?

সিমিয়াস : আমার বিশ্বাস তিনিও পুরোপুরি ঐকমত্য। আমি জানি ওঁর অতিমানবিক বিরুদ্ধাচারণ রয়েছে তর্কশাস্ত্রের প্রতি তবুও মনে হয় না আমাদের আত্মা আমাদের জন্মের পূর্ব থেকেই অস্তিত্ববান সে সম্পর্কে ওঁকে ঐকমত্য করতে বিশেষ প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য এই প্রশ্নের অন্য একটা দিকও আছে, অর্থাৎ বলতে চাই মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, যদিও সক্রেটিস, আমি মনে করি না যে তা প্রদর্শিত হয়। সেবেসের সাম্প্রতিক প্রতিবাদ এখনো বলবৎ আছে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মানসে সন্দেহ রয়েছে যে মৃত্যুর মুহূর্তে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয় এবং মৃত্যুতেই আত্মার অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটে। তবে কী কোনো যুক্তি আছে একথা মনে করার যে মৃতের আত্মা ব্যতিরেকে নবতম আত্মার সৃজন অন্য কোনো কিছু থেকে হবে না? মনুষ্য দেহে প্রবেশের পূর্বেও তবে তাদের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, যদি একবার তারা কোনো শরীরে প্রবেশ করে, তবে সেই কলেবর থেকে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হবার ফলস্বরূপ তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়।

সেবেস : সিমিয়াস, তুমি একটি মূল্যবান সূত্র উল্লেখ করেছো। মনে হচ্ছে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কেবলমাত্র অর্ধেকটাই আমরা প্রমাণ করেছি : অর্থাৎ প্রমাণ করেছি আমাদের জন্ম গ্রহণের পূর্বেও আমাদের আত্মাব অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের দেখাতে হবে যে আত্মা ঠিক যেমনটি জন্মের পূর্বে ছিলো তেমনি মৃত্যুর পরবর্তী কালেও থাকবে।

সক্রেটিস : সিমিয়াস—সেবেস, এ বিষয়ে আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রমাণ রয়েছে। শুধুমাত্র যদি তোমরা আমাদের শেষতম যুক্তি প্রমাণের সঙ্গে আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে—অর্থাৎ কোনো কিছু যা মৃত তার থেকেই সমস্ত জীবনের উৎপত্তি—এর সংযুক্তি ঘটাও। ঐ

অনুমিতি অনুসারে, যদি আত্মা জন্মের পূর্বে অস্তিত্ববান থেকে থাকে তবে জন্মগ্রহণ বস্তুত মৃতাবস্থা থেকে জীবনাবস্থায় উত্তরণের এক পদ্ধতি মাত্র। যদি আত্মা পুনরায় জীবিতাবস্থায় ফিরে আসে তবে অবশ্যই তা পূর্বে মৃত ছিল এবং অবশ্যই তা মৃতাবস্থাতেও জীবিত ছিলো। সুতরাং তুমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছো তার উত্তর দেওয়া গেল। যাইহোক, আমার মনে হয়, তুমি ও সিমিয়াস নিশ্চয়ই এই তর্কের আরো গভীরে প্রবেশের চেষ্টা ভবিষ্যতে করবে। আমি কী তোমাদের মধ্যে এক ধরনের ভীতি যথার্থই অবলোকন করছি, এক প্রকারের বাল্যসুলভ ভীতি যে আত্মা হয়তো বা যে মুহূর্তে দেহ থেকে নির্গত হয় তখুনি বায়ুতে মিলিয়ে যায়, মিশে যায় চারিপাশের হাওয়ায়? শান্ত আবহাওয়ায় ততটা খারাপ নয়, কিন্তু যদি কেউ দেহত্যাগ করে প্রবল বাত্যায়...

সেবেস : [মৃদু হেসে] বেশ বেশ, সক্রেটিস, ধ'রে নেওয়া যাক আমরা ভয় পেয়েছি : তাহলে আপনি আমাদের প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত করুন যে আমরা আসলে ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে, আমরা ভীত না ভেবে, মনে করুন একজন ক্ষুদ্র বালক রয়েছে আমাদের অন্তরে; তার মনের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করুন এবং মন্ত্র প'ড়ে তার নিশি পাওয়ার মতো ভীতিপ্রদ মৃত্যুভয় দূর করুন।

সক্রেটিস : এর জন্য আমি একটা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র বাতলাতে পারি, যা প্রত্যেক দিন পরিচর্চা করতে হবে যতদিন পর্যন্ত এই ভূত ঘাড় থেকে না নামে।

সেবেস : কোথা থেকে আমরা এই ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র পাবো, সক্রেটিস, আপনি এখনি তো আমাদের ত্যাগ ক'রে চলে যাবেন?

সক্রেটিস : সেবেস, গ্রিস এক বিশাল দেশ এবং আমি নিশ্চিত রূপে জানি এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রভূত প্রথম শ্রেণীর মানুষ আছেন; প্রাচ্য দেশ থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের কথা না হয় বাদই দিলাম। তোমরা তাঁদের প্রত্যেককে, এই মন্ত্রের অনুসন্ধান

নিমিত্ত, জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারজন্য কোনো পরিশ্রমকেই অনুত্তরণীয় ব'লে জানবে না, কোনো প্রকার ব্যয়ের ভয়ে পিছু হটবে না; কারণ তোমাদের অর্থ এই কাজে ব্যয় করাই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে। তোমরা অবশ্যই যুগল ভাবে পরীক্ষানিরীক্ষাও চালাবে কারণ তোমাদের নিজেদের চেয়ে অধিক শিক্ষিত কাউকে আবিষ্কার করা হয়তো বা অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে।

সেবেস : আমরা অনুরূপই করবো, তবে হয়তো বা কিছুদিন অপেক্ষা কম করতে হতে পারে। আমরা যেখানে আলোচনা ছেড়ে এসেছিলাম, দয়া করে কী সেখান থেকে পুনরায় শুরু করা যায় না?

সক্রেটিস : দয়া করে শুরু করো, আমার কোনো অসুবিধে নেই।

সেবেস : এ কথা শুনে যথার্থই আনন্দিত হলাম।

সক্রেটিস : ঠিক আছে, তোমরা নিজেদের যা প্রশ্ন করবে তা হ'চ্ছে : এই বিচ্ছিন্নতার ফলে কোন কোন ধরনের ব্যাপারে অসুবিধা হ'তে পারে? কোনো কোনো ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় আমাদের ভীতি জন্মায়, অন্য অনেক ব্যাপারে জন্মায় না। সেসব কী? এবং এটুকু সমাপন হ'লে তার ফলাফল থেকে আন্দাজ করতে হবে আত্মা এই দলের মধ্যে কোনটায় পড়ে আর তারজন্য আমরা কী সংকল্পে অটল থাকবো, না কি ভীত হবো কোনো সম্ভাবনায় আমাদের আত্মার ব্যাপারে।

সেবেস : অবশ্যই সত্য।

সক্রেটিস : একটা বস্তু আমরা আশা করতে অবশ্যই পারি যা একপক্ষে একটি নকল যৌগিক অথবা অন্যপক্ষে একটি খাঁটি প্রাকৃতিক যৌগিক যা তার সৃষ্টিকারী উপাদানে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যাবে। যে সব বস্তু যৌগিক নয় সে সবের বিভাজিত হবার সম্ভাবনা অবশ্যই কম। প্রকৃত প্রস্তাবে এইটাই এক ধরনের বস্তু যার, আশা করা যায়, পচন ঘটে না।

সেবেস : আমি এ বিষয়ে একমত।

সক্রেটিস : সুতরাং যে বস্তু অযৌগিক তাই পচনহীন থাকার সম্ভাবনা অধিক; পক্ষান্তরে যৌগিক বস্তু সমূহেরই সহজাত অশক্ত হবার প্রবৃত্তি থাকে।

সেবেস : আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা।

সক্রেটিস : তাহ'লে আমাদের আলোচনার প্রথম দিকে আমরা যে বিষয় নিয়ে তর্ক করছিলাম তাতেই ফিরে যাওয়া যাক। বাস্তবতা, ব্যাপারটাই, যা আমাদের আলোচনায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে, কী দৃঢ়, না কি পরিবর্তনশীল? তেমনি সমতা, তেমনি সৌন্দর্য অথবা অন্য কোনো বাস্তবতা কী পরিবর্তনপ্রবণ? তবে কী প্রতি ক্ষেত্রে প্রত্যেক বাস্তবতা, অখণ্ড বস্তু হওয়ার ফলে এবং অযৌগিক আকার নেবার ফলে, সম্পূর্ণত অপরিবর্তনীয় থাকে এবং কখনোই কোনো কারণে, কোনো প্রকারেই পরিবর্তন গ্রাহ্য হয় না?

সেবেস : বাস্তবতা অবশ্যই অপরিবর্তনীয় হ'তে বাধ্য, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : কিন্তু সৌন্দর্যের অন্যান্য নানা বাস্তব উদাহরণের ক্ষেত্রে কী হ'তে পারে : মানুষের সৌন্দর্য, অথবা অশ্বের, অথবা পোষাক আসাকের, অথবা তেমনি ভিন্নতর কিছুর? কিম্বা সমতার উদাহরণে? অথবা বাস্তবতা সমূহের অনুরূপ অন্য যে কোনো কিছুর উদাহরণ? বাস্তবসমূহের ন্যায় সে সবও কী অপরিবর্তনীয়ের উদাহরণ? না, পক্ষান্তরে : সে সব যে কেবল পরস্পর বিরোধী তাই নয়, তদুপরি, প্রত্যেক উদাহরণ ক্রমান্বয়ে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হ'চ্ছে,—তুমি কী এ কথাটা ভেবে দেখেছো?

সেবেস : হ্যাঁ, সক্রেটিস, এই সব উদাহরণ আপনি যেমন বলছেন তেমনিই হয় : এ সবই সম্পূর্ণত অস্থির।

সক্রেটিস : এবার এইসব বাস্তব উদাহরণগুলি স্পর্শযোগ্য, দর্শনযোগ্য এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূতির যোগ্য; কিন্তু যে সকল পদার্থ

পরিবর্তনশীল তা কেবলমাত্র যুক্তি—ক্ষমতার দ্বারাই অনুধাবন করা যায়—কারণ সে সব চক্ষুতে অদৃশ্য।

সেবেস : একথা ধ্রুব সত্য।

সক্রেটিস : তাহ'লে আমরা দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে ব'লে দাবি করতে পারি : প্রথম দর্শনযোগ্য এবং দ্বিতীয় যা অদৃশ্য।

সেবেস : অত্যন্ত যথার্থ কথা।

সক্রেটিস : এবং আমরা আরো দাবি করতে পারি যে অদৃশ্য অস্তিত্বগুলি সম্পূর্ণতই টেঁকসই, আর দর্শনযোগ্য অস্তিত্বগুলি পুরোপুরিই ভঙ্গুর?

সেবেস : হ্যাঁ, আমি এ কথাও মেনে নিতে চাই।

সক্রেটিস : এখন আমাকে বল, আমরা কী তবে দেহের অংশ ও আত্মার অংশ নই?

সেবেস : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : তাহ'লে আমাদের দুই প্রকারের অস্তিত্বের কোনটি দেহের ঘনিষ্ঠ তুল্য? কোনটির সঙ্গে সবচেয়ে অধিক সাযুজ্য বর্তমান?

সেবেস : প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যক্ষ যে দর্শনযোগ্যটিই সেই ধরনের।

সক্রেটিস : আত্মাটির কী হবে? সেইটি কী দৃশ্য না অদৃশ্য?

সেবেস : মনুষ্যের কাছে তা অবশ্যই অদৃশ্য, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : কিন্তু আমরা তো সেইরূপই বলছিলাম, তাই না? অতিমানবিক ক্ষমতার কাছে নয়, সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনটা দৃশ্য অথবা অদৃশ্য?

সেবেস : ঠিকই তো, আমরা মনুষ্য ইন্দ্রিয় নিয়েই তো আলোচনা করছিলাম।

সক্রেটিস : আমরা তা হ'লে আত্মার বিষয়ে কী বলবো? এটা কী দৃশ্য না কি দৃশ্য নয়?

সেবেস : না, দৃশ্য নয়।

সক্রেটিস : তবে তা অদৃশ্য?

সেবেস : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : সুতরাং আত্মা অদৃশ্য প্রকৃতির অস্তিত্বের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপে তুলনীয় এবং দেহ হ'চ্ছে দৃশ্য প্রকৃতির?

সেবেস : তাই তো হবার কথা।

সক্রেটিস : এখন আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে যা আলোচনা করেছিলাম তার সূত্র ধ'রে নি : যখন আত্মা কোনো কিছুর বিষয়ে দেহের সাহায্যে অনুসন্ধান করে—অর্থাৎ যখন তা দেহগত ইন্দ্রিয়গুলি, দৃষ্টি ক্ষমতা, শ্রবণ ক্ষমতা ইত্যাদি—তবে তা বাধ্যতামূলক ভাবে দেহের দ্বারা যা কিছু সম্পূর্ণত ভঙ্গুর, সেই বস্তুর প্রতিই পরিচালিত হয়। এবং এই ভঙ্গুর বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে মিলিত হবার ফলে আত্মা ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির আওতায় গিয়ে পড়ে ও প্রমত্তের ন্যায় হতবুদ্ধি হয়।

সেবেস : ঠিক বলেছেন।

সক্রেটিস : কিন্তু আত্মা যখন তার আপন অনুসন্ধান চালায়, কোনো সাহায্য ব্যতিরেকে, তখন তা সোজা অনন্তের দিকে ধাবিত হয়, ধাবিত হয় বিশুদ্ধতার দিকে, অমরতার দিকে, অপরিবর্তনীয়ের দিকে। যখন তাকে সুযোগ দেওয়া হয় নিজের মধ্যেই অবস্থান করার, তখন তা অবিচ্ছিন্ন ভাবে অন্যজগতে স্থিতু হয়, কারণ অন্য জগতের সঙ্গে তার সাযুজ্য রয়েছে ব'লে। সেই জগতে, তা আর ভ্রান্তি বা বিচ্যুতির শিকার হয় না; পক্ষান্তরে স্থির ও অবিচ্যুত থাকে, যে সব বস্তু স্থির তার সঙ্গে মিলিত হবার ফলে। আত্মার অবস্থা, যাকে আমরা 'জ্ঞান' বলি তারই অনুরূপ, তা না কি?

সেবেস : সক্রেটিস, বিষয়টি অত্যন্ত উঁচুদরের বিশ্লেষণ হয়েছে।

সক্রেটিস : বেশ, আমাদের পূর্বতন যুক্তি ও বর্তমান যুক্তির পর, তোমার মতানুসারে, আত্মার দুই প্রকারের অস্তিত্বের মধ্যে কোনটির সঙ্গে অধিক সাযুজ্য ও সহমর্মিতা আছে ব'লে মনে হয়?

সেবেস : যা যা আলোচিত হ'লো তার আলোকে, সর্বাপেক্ষা শ্লথবুদ্ধি ব্যক্তিও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে আত্মা, কোনো প্রকার সন্দেহের অতীত, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে শাশ্বতরূপে অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির অনুরূপ।

সক্রেটিস : আর মানুষের শরীর?

সেবেস : অন্য প্রকৃতির অনুরূপ।

সক্রেটিস : তোমার বিবেচনার জন্য আরো একটা প্রশ্ন উত্থাপন করি : যখন দেহ ও আত্মা একসঙ্গে থাকে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই নানারূপ কর্ম সাধনের ভার তাদের উপর ন্যস্ত হয়। শরীরের কাজ খানিকটা ক্রীতদাসের কাজের মতো, এবং আত্মার কর্ম প্রভুর কাজের মতো, অর্থাৎ শাসন করার দায়। এখন এই ব্যাখ্যায়, তোমার মতানুসারে কাজকর্মের দায় চরিত্রগত ভাবে ঐশ্বরিক এবং কার চরিত্রগত রীতিতে পাশবিক? আমিই তোমার তরফ থেকে প্রশ্নটির উত্তর দান করছি : যথার্থই, পরিচালন ও শাসন কর্মই অধিক পবিত্র দায়, আদেশপ্রাপ্ত হওয়া ও ক্রীতদাস হিসেবে তা পালন করা বস্তুত পক্ষে অধিকতর পাশবিক দায়।

সেবেস : আমি মেনে নিচ্ছি।

সক্রেটিস : তাহ'লে এ দুয়ের মধ্যে কোন দলে আত্মা পড়ে?

সেবেস : সক্রেটিস, অবশ্যই, আত্মা পবিত্রতার দলভুক্ত এবং দেহ পাশবিকতার শ্রেণীভুক্ত।

সক্রেটিস : এতোক্ষণের সব আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: আত্মা এমন এক অস্তিত্বের সামিল যাকে বলা যায় অমরতা, ঐশ্বরিক, অবিভাজ্য, অদ্রব, অপরিবর্তনীয় এবং যা কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই পরিলক্ষিত হবে। প্রিয় সেবেস, আমরা

যদি এই শেষতম সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে চাই তবে কী কোনো আপত্তির কারণ ঘটবে?

সেবেস : কোনোরূপ নয়।

সক্রেটিস : তবে আমরা সেখান থেকেই শুরু করি। এই উপপাদ্যে, আমরা কী আশা করবো না যে দেহ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি অসংবদ্ধ হ'য়ে যায়? এবং আত্মা সমস্ত প্রকার সদিচ্ছা ও প্রয়োজনে, সংবদ্ধই থেকে যায়?

সেবেস : নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস : এখন, তুমি জ্ঞাত আছো, যখন কোনো মানুষ দেহ ত্যাগ করে, তার দৃশ্য অংশাবলী, যে অংশাবলী দর্শন যোগ্য জগতের অংশ—অর্থাৎ বলতে চাই তার দেহ, যাকে আমরা 'শব' নামে অবিহিত করি—এই অংশ তৎক্ষণাৎ মেঘরূপ ধূলিতে মিলিয়ে যায় না, যদিও প্রকৃতিগত ভাবে তা অসংবদ্ধ চরিত্রের। কিন্তু না, এটা বেশ কিছু সময় নির্বিকার থেকে যায় : অতঃপর যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবনের মধ্যমাবস্থায় দেহ ত্যাগ ক'রে থাকে, যখন তার শারীরিক সামর্থও পরিপূর্ণ, তবে তো তার দেহ উল্লেখযোগ্য ভাবে দীর্ঘতর কাল অবিকৃত থাকে। অবশ্য যদি শরীর ক্ষীণ হ'য়ে কেবল অস্থি ও ত্বকে রূপান্তরিত হ'য়ে থাকে, এবং যদি তা মিশরীয় রীতিতে মালিশমণ্ডিত করা যায় তবে তা প্রায় কল্পনাতীত কালব্যাপী অবিকৃত থাকবে। এবং সাধারণভাবে যদি দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তবে কোনো কোনো অংশ, অর্থাৎ অস্থি, কণ্ডরা এবং অনুরূপ সব উপাদান, বস্তুত পক্ষে অক্ষয় অবস্থায় র'য়ে যায়। এ কথাটা ঠিক মনে হ'চ্ছে তো?

সেবেস : ঠিক।

সক্রেটিস : অন্যপক্ষে আত্মা, যা অদৃশ্য, এমন এক স্থানে যায় যেখানে তা স্থানের অদৃশ্য প্রকৃতি ও পবিত্র শুদ্ধতার চরিত্রানুগ হ'য়ে যায়; এই অবস্থাকেই যথার্থ ভাবে বলা হয় 'অমর্ত্যলোক', 'অদৃশ্যলোক'[৪৪]। আত্মা সেখানে গমন করে যা কিছু মহৎ ও

মহাজ্ঞানী দেবতার সঙ্গে মিলিত হ'তে। এই পরিক্রমণেই, আমি দেখতে চাই, আমার আত্মাও যেন শীঘ্র গমন করে, অবশ্য যদি ভগবানের তেমনি ইচ্ছে হয়।

এখন, আমাদের বর্ণিত আত্মার অনুরূপ আত্মা যখন দেহমুক্ত হয়, তখন কী তা বায়ুকুণ্ডলীর মতো বিলীন হ'য়ে যাবে? এতো সহজেই কী তা ধ্বংস পেতে পারে? যদিও অধিকাংশ মানুষ মনে করে—তা পারে, তবু, সিমিয়াস-সেবেস, তারা ভ্রান্ত। এই প্রসঙ্গে যা সত্য তা নিম্নোক্তরূপ : ধরা যাক এমন একটি আত্মা যার প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে দেহের সঙ্গে কোনো যোগ ছিলো না এবং সেই কারণেই বস্তুতন্ত্রে বাধা পড়ে নি : এই আত্মা সর্বদাই দেহ থেকে বিমুক্ত হ'তে সচেষ্ট থেকেছে এবং তা দেহত্যাগ করবেও এক বিশুদ্ধ অবস্থায়, কারণ তা প্রাত্যহিক অনুশীলনে নিজেকে স্থিতাবস্থায় ও বিমুক্তাবস্থায় রেখেছে। অর্থাৎ এ সত্যদর্শন অনুশীলন করেছে, কোনো অভিযোগ ছাড়াই মৃত্যু লাভের জন্য শিক্ষানবিশি করেছে। 'মৃত্যু অনুশীলন' শব্দটির দ্বারা কী আমরা এই বোঝাই না?

সেবেস : নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস : উত্তম। এই অবস্থায় নিমজ্জিত যদি কোনো আত্মা, দেহত্যাগের ফলে, অদৃশ্য জগতে গমন করে, যে জগৎ সেই আত্মার অনুরূপ স্বর্গীয়, অমর ও জ্ঞানপূর্ণ; এবং যেখানে চিরানন্দ তার অপেক্ষায় রয়েছে, আনন্দ যা ভ্রান্তি মুক্ত, মূর্খামি মুক্ত, ভীতি মুক্ত; এবং হীনকামনা মুক্ত আব তৎসহ অন্যান্য মানুষী জীবনের পাপাচার বিমুক্ত। সেই অমর্ত্যলোকে, সকলে বলে যে অলৌকিকতা সত্যরূপ ধারণ করে। আত্মারা দেবতার সাহচর্যে তার বাকি সময় অতিবাহিত করে। সেবেস, আমার এই ব্যাখ্যা, অবশ্য যদি তোমার ভিন্নতর কোনো মত না থাকে।

সেবেস : কোনোরূপ ভিন্নতর ব্যাখ্যা নেই।

সক্রেটিস : তাহ'লে এসো আমরা উল্টো দিকটাও আলোচনা করি : ভেবে নেওয়া যাক এমন একটি আত্মার অস্তিত্ব যা দেহের ঘনিষ্ঠতায়

ছিলো, যা দেহের প্রয়োজন মিটিয়েছে, যা দেহের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছিল, যা দেহের মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছিলো, দৈহিক আকাঙ্ক্ষা ও সুখানুভূতির মোহগ্রস্ততা এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে শরীরের ন্যায় স্থূল বিষয় ভিন্ন অন্যসব কিছুই অলীক—অর্থাৎ যা থেকে কেবল স্পর্শ, দর্শন, আহার, পান এবং যৌন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি পাওয়া যায়। যে সব বস্তু অদৃশ্য, অথবা শুধুমাত্র চোখে ক্ষীণভাবে দৃষ্ট হয়, যা কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা প্রতিভাত করা যায়, যা দর্শন শাস্ত্রের বিষয়, তা খানিকটা ঘৃণা খানিকটা ভীতির উপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ হয়। এই ধরনের আত্মা যখন শরীরের খোলস ত্যাগ করে তখন তা বিশুদ্ধ থাকে না, দূষিত হ'য়ে যায়। আমরা কী বিশ্বাস করতে পারি যে এই শ্রেণীর আত্মা দেহত্যাগের সময় বিশুদ্ধ ও দূষণ মুক্তই থাকবে?

সেবেস : কখনো তা হয় না।

সক্রেটিস : ঠিক, এই আত্মা পার্থিব বস্তুর জোড়াতালির মিশ্রণে অবয়ব পায়। দেহের সঙ্গে এর অংশীদারী ও সহযোগিতা, অধিক অধ্যাবসায় ও একাগ্রতার সঙ্গে পালিত যে তার ফলে এই আত্মা হ'য়ে ওঠে এক প্রকার দোআঁশলা নমুনা।

সেবেস : ঠিকই বলেছেন।

সক্রেটিস : আমরা অবশ্য মেনে নিতে বাধ্য যে শারীরিক উপাদানসমূহ স্বভাবতই বেশি ওজনদার, দৃশ্য এবং পার্থিব; এবং যে আত্মা এই প্রকারের সব উপাদানে গঠিত তা তো উপাদানের ভারে নিচের দিকে নামবেই। তদুপরি এদের পরলোকের অপ্রত্যক্ষ জগতের প্রতি ভীতি টেনে নামায় পুনর্বার প্রত্যক্ষ জগতে। এবং কবরখানার পাথরের স্মৃতি ফলকের প্রস্তরচূর্ণ, এরাই হ'য়ে ওঠে আবছায়া ভৌতিক দৃশ্যাবলী, এদের দৃশ্যঅস্তিত্ব বাস্তবিক পক্ষে এইসব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। দেহ থেকে বিমুক্ত হবার কালে অবিশুদ্ধ আত্মার এই পরিণতিই ঘটে থাকে। তখনও তাদের

মধ্যে দৃশ্যমান জগতের উপাদান সমূহের উপস্থিতি বর্তমান এবং সেই কারণেই এই শ্রেণীর আত্মা যথার্থই দৃশ্যমান হয়।

সেবেস : শুনে মনে হচ্ছে এটা খুবই সম্ভব, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : সেবেস, এটা তাহলে সম্ভব। অধিকন্তু, আমরা বলতে পারি, যে সব আত্মা উদ্দেশ্যহীন ভাবে এরকম সব স্থানে ঘুরে বেড়ায় তারা ভালো মানুষের আত্মা হ'তে পারে না। তারা বস্তুতপক্ষে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের আত্মা এবং তাদের পূর্ববর্তী পাপাচার-পূর্ণ জীবন যাপনের শাস্তি স্বরূপ তারা এই ফল ভোগ করছে। তারা উদ্দেশ্যবিহীন হিসেবে ইতিউতি ঘুরে বেড়ায়, যতক্ষণ না পার্থিব জগতের আশা আকাঙ্ক্ষা, যা তখনো তাদের আবিষ্ট ক'রে রেখেছে, পুনরায় সেইসব আত্মাকে অন্য কোনো পার্থিব শরীরে বন্দী করে। এবং আমার অনুমান, এই শ্রেণীর আত্মা তাদের জীবদ্দশায় যে ধরনের অভ্যাসের দাস ছিলো অনুরূপ অভ্যাসের বশবর্তী নবতম শরীরে আশ্রয় নিতে চায়।

সেবেস : সক্রেটিস, আপনি যা বলতে চাইছেন সেই অনুযায়ী একটা উদাহরণ কী আমাদের দেবেন?

সক্রেটিস : বেশ, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যারা স্বেচ্ছায় ছিলো অতিরিক্ত ভোজন প্রিয়, স্বেচ্ছাচারী ধর্ষণকারী, এবং মদমত্ত তারা অনুমান করা যায় সম্ভবত গদর্ভের আকার গ্রহণ করবে অথবা অনুরূপ অন্য কোনো শ্রেণীর জন্তুর দেহ ধারণ করবে; তোমারও কী তাই মনে হয় না?

সেবেস : খুবই সম্ভব।

সক্রেটিস : এবং যারা আইনের বর্হির্ভূত ব'লে নিজেদের বিবেচনা করেছে এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে দস্যুবৃত্তি ও আতঙ্ক প্রসারে, তারা সম্ভবত নেকড়ে অথবা বাজপাখি অথবা শিকারী শ্যেন পাখির অবয়ব ধারণ করবে—অবশ্য যদি আরো অধিক উপযুক্ত অন্য কোনো নমুনা ভাবতে না চাও।

সেবেস : এই সবগুলোই যথাযোগ্য হবে।

সক্রেটিস : এ থেকেই পরিষ্কার অনুমান করা যাচ্ছে অন্যান্য শ্রেণীভুক্তেরা কেমন হবে; অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীই আপনাপন অভ্যাস অনুযায়ী উপযুক্ত পশু দেহ আশ্রয় করবে।

সেবেস : এতক্ষণে সমস্তটা প্রাঞ্জল হ'লো।

সক্রেটিস : এদের মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান শ্রেণীর সভ্য তারাই, যারা নিজেদের সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থায় রাখতে পারে, যারা যথার্থই নাগরিক ও সামাজিক গুণাবলীর চর্চা করেছে, যে গুণাবলী সাধারণ ভাষায় 'ন্যায়পরায়ণতা' ও 'আত্মসংযম' নামে পরিচিত। আমি বলতে চাই যে ধরনের 'ন্যায়নিষ্ঠা' ও 'আত্মসংযম' বিশুদ্ধ অভ্যাস ও অধ্যাবসায় থেকে উদ্গত হয়, দার্শনিক যুক্তিবাদের সহায়তা ছাড়াই।

সেবেস : এদের কোন কারণে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ব'লে চিহ্নিত করা যাবে?

সক্রেটিস : কারণ মনে হয় এটাই সম্ভব যে এরা পুনরুত্থিত হবে এমন একটা প্রাণী হিসেবে যা বুনো নয়, পরিশীলিত যেমনটি তারা ছিলো—মৌমাছি, হয়তো বা ভীমরুল বা পিপীলিকা। হয়তো পুনর্জন্ম লাভ করবে মানুষ হিসেবে : এ ক্ষেত্রে তাদের আসতে হবে সহজ সরল ভদ্র লোকের শ্রেণী থেকে।

সেবেস : সম্ভবত এটাই ঠিক।

সক্রেটিস : যাই হোক, সার্বিক বিশ্বাসের বিপরীত অর্থাৎ যে কোনো মানুষ অমর দেবতাদের শ্রেণীভুক্ত হবে যদিও সে হয়তো বা শিক্ষাপ্রেমী নয়, সে হয়তো দর্শনশাস্ত্র চর্চা করে নি, কিংবা যে তার জীবনব্যাপী বিশুদ্ধতার সঙ্গে সংযোগ না রেখেই দেহত্যাগ করেছে। এবং সেই কারণেই, বন্ধু, সিমিয়াস ও সেবেস, যথার্থ দার্শনিকগণ সমস্ত শারীরিক কামনাবাসনা অবহেলা করে থাকেন; এই কারণেই তাঁরা এই সব রিপুর নিকট নিজেদের আত্মসমর্পণ করেন না। যারা বিত্তকে জ্ঞানের চেয়ে অধিক শ্রেয় মনে করে তারাই সর্বদা সম্পদ হারাবার ও নির্ধন হবার ভয়ে ভীত থাকে।

পক্ষান্তরে দার্শনিকের তেমন কোনো ভীতি নেই। যারা ক্ষমতা ও সুনাম পছন্দ করে তারা সর্বদা তাদের পদমর্যাদা ও কুখ্যাতির ভয়ে কাঁটা হ'য়ে থাকে—সেই কারণেই তারা সব সময় দেহজ সুখানুভূতি থেকে দূরে থাকতে চায়।

সেবেস : সক্রেটিস, এ তো কোনো দর্শনশাস্ত্রবিদের পক্ষে যথোপযুক্ত মানসিকতা নয়।

সক্রেটিস : আমারও সেইমত হওয়া উচিত! এখানেই যাদের আপন আত্মার জন্য বিন্দুমাত্র মনস্কতা আছে, যারা শরীরের প্রয়োজনে আপন আত্মাকে আবরিত করতে অনিচ্ছুক, তারাই অবশিষ্ট মনুষ্যের সাহচর্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। দার্শনিকরা অন্য সকলের পদ লাঞ্ছিত পথে চলতে চান না, কারণ অন্যরা জানেন না তাঁরা কোন গন্তব্যে যাচ্ছেন।

না, দার্শনিক বিশ্বাস করেন তাঁর পক্ষে দর্শনের প্রতিকূল কাজ করা শোভা পায় না, যা তাঁর পরিচালক, অথবা দর্শনদেবী যে মুক্তি ও বিশুদ্ধতা আনয়ন করেন তার বিরোধিতা কাম্য নয়। সুতরাং দার্শনিক এই দেবীর প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেন এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুযায়ী চলেন।

সেবেস : সক্রেটিস, এটা আপনি কী উপায়ে বোঝাতে চাইছেন?

সক্রেটিস : তোমাকে বলছি। যাঁরা জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী তাঁরা অবগত আছেন যে, যখন দর্শন তাঁদের আত্মার দায় গ্রহণ করেন, তিনি তা মৃত্তিকার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দেখতে পান, দেখতে পান তা অজ্ঞানতায় অবলুণ্ঠিত, শরীরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত, দেহের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাস্তবিকতার চরিত্র বিষয়ে অনুসন্ধানে বাধ্য, যেন তা কয়েদখানার অন্তরালে আবদ্ধ, যাতে আত্মার ভিন্নতর দক্ষতার ব্যবহারে অনুপযুক্ত। দার্শনিকতার দ্বারা অনুমিত যে এই বন্ধন দশার মূলে আছে কামনা : ফলে বন্দী আপন বন্দিত্বের সঙ্গে সহায়তা করতেই বাধ্য। যেমন বলেছি, দার্শনিক যখন তাঁকে দর্শন অধিকার করে তখন তাঁর আপন

আত্মার অবস্থা তিনি সম্পূর্ণত অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তিনি আরও জানেন এই দেবী কতোখানি মধুর প্ররোচনা ক'রে তাঁর আত্মার মুক্তির প্রচেষ্টা চালান। দার্শনিক ভাবনাই তাঁকে বুঝিয়ে দেয় যে তাঁর দুই চোখের দ্বারা পরিলক্ষিত বস্তু সকল পর্যন্ত মায়াময় প্রহেলিকা, কর্ণ অথবা অন্যান্য অনুভূতি উল্লেখকারী ইন্দ্রিয়ের কথা তো বাদই দিতে হবে। দার্শনিকতা এইরূপ ইন্দ্রিয়ের উপর আস্থা না স্থাপন করার জন্য অনুপ্রাণিত করে, অবশ্য যখন কোনো বিকল্পের অভাব ঘটে তখনকার কথা ব্যতিক্রম। এই দেবী আত্মাকে উপদেশ দেন স্থিতধী হবার জন্য, নিজের মধ্যে সংহত হবার জন্য, পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হবার জন্য। তিনি আত্মাকে সাবধান ক'রে দেন, যে দেহজাত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্ট কোনো বস্তুর যথার্থতায় আস্থা না রাখতে; আত্মা কেবলমাত্র তার দৃষ্টি ক্ষমতার চেতনার সাহায্যে যে সত্য উপলব্ধ হবে তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করবে। দর্শনের মতানুসারে দেহজ ইন্দ্রিয় যা লক্ষ করতে পারে, তা হ'চ্ছে বাস্তব জগতের চেতনায় প্রতিভাত বস্তু, দৃশ্যমান জগৎ; পক্ষান্তরে আত্মা যা দেখে তা বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ, অদৃশ্য জগৎ।

ফলত, সত্যিকারের যিনি দার্শনিক তাঁর আত্মা বিশ্বাস করে, কয়েদখানা থেকে মুক্তির পথে কোনো বাঁধা সৃষ্টি করা অনুচিত আর সেই কারণে. যতদূর সম্ভব, তিনি আনন্দ বেদনার অনুভূতি, আর আনন্দবেদনার আবেগপ্রসূত প্রত্যাশা এড়িয়ে চলেন। দার্শনিকরা, ভীতি ও আকাঙ্ক্ষার শিকার হবার লোকগ্রাহ্য ভয়াবহ পরিণতি বিষয়ে তেমন ভাবিত হন না। যথা, অসুস্থতা অথবা কপর্দকশূন্যতা। তাঁর কাছে যথার্থ সর্বনাশ, চরম পরিণতি, যা আত্মা অজানিত ভাবে গ্রহণ করে, সেই কষ্ট যন্ত্রণা।

সেবেস : সেটা কী ব্যাপার, সক্রেটিস?

সক্রেটিস : আমি যা বলতে চাই তা হ'চ্ছে : যখন আত্মা আনন্দ বা বেদনার তীব্র অনুভূতির যন্ত্রণায় অভিভূত হয় তখন তা অনুভূতির কারণটি অত্যন্ত খাঁটি ব'লে মেনে নিতে বাধ্য হয়;

অথচ তা ভুল, কারণ এই অনুভূতির মূল বস্তুতপক্ষে দৃশ্য জগতের যথার্থ অংশ বিশেষ মাত্র; এ কথা তুমি স্বীকার করো তো?

সেবেস : নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস : ফলত আত্মা তখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি মাত্রায় শরীরের দ্বারা বন্ধনযুক্ত হয়।

সেবেস : কী ক'রে?

সক্রেটিস : কারণ আনন্দ বা বেদনার প্রতিটি অনুভূতি এক একটি কীলক যা আত্মাকে দেহের সঙ্গে অধিক সংযুক্ত করে, পেড়ে ফেলে, দেহের উপযোগী ক'রে তোলে; শরীর যা বলছে তাই সত্য — এ কথা বিশ্বাস করতে তাকে বাধ্য করে। দেখো, আমার মতে, শরীর যা বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, শরীর যা উপভোগ করে সেই উপভোগের মধ্য দিয়ে, আত্মা দেহের রীতি ও অভ্যাস আত্মসাৎ ক'রে থাকে। তাই অমর্ত্যলোকে যাবার জন্য যে পরিমাণ বিশুদ্ধতা প্রয়োজন তা সে কখনোই লাভ করতে সক্ষম হয় না। যখন তা দেহ থেকে বিমুক্ত হয়, তখনো তা পার্থিব উপাদান সমূহের মধ্যেই সংপৃক্ত থাকে। আর তাই কালক্ষেপ না ক'রে তা বীজের মতো অন্য কোনো শরীরে ঝ'রে পড়ে। এবং বৃদ্ধি পায়। ফলত, তা সর্বদা দৈবপ্রকৃতির বিশুদ্ধ এবং অবিভাজ্য মিলনের শেষতম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সেবেস : এ কথা অত্যন্ত সঠিক, সক্রেটিস।

সক্রেটিস : এসবই, তবে, যথার্থ দার্শনিকের, সত্যিকারের মানুষের অনুরূপ দার্শনিকের সংযত ব্যবহারের মূল কারণ। তাঁদের চাল চলন, সাধারণ মানুষ তাঁদের যে চোখে দেখে, তার দ্বারা পরিচালিত হয় না। নাকি তুমি অধিকাংশ মানুষের মতাবলম্বী?

সেবেস : আমি কখনোই নই!

সক্রেটিস : নিশ্চয়ই নও। দার্শনিক ভাবাপন্ন মানসিকতার পক্ষে, যখন এই মুক্তি সংঘটিত হ'চ্ছে, তখন আনন্দ ও বেদনার কাছে পুনর্বার আত্মসমর্পণের মত কাজ করতে করতে এমত ভাবা যে দর্শনের দায়িত্বে আত্মার মুক্তি সাধন সম্ভব নয়। এর ফল স্বরূপ ঘটবে স্বেচ্ছায় পুনরায় বন্দিত্ব বরণ, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দর্শনের আরদ্ধ কার্য স্থগিত রাখা, যেমন নাকি পেনিলোপ তাঁর টেপেস্ট্রির সুতো খুলে ফেলছিলেন। হ্যাঁ, দার্শনিকের আত্মা এক ধরনের ধৈর্য অর্জন করতেই যত্নবান। তার জন্য গ্রহণ করতে হয় যুক্তির পন্থা, এবং সর্বক্ষণের জন্য যুক্তির চর্চা। তাহ'লে সত্য, ঈশ্বর ও পরমাবস্থার দৃঢ়তা তাকে পরিচর্যা করে থাকে। এই প্রকারের লালনের পর, সেবেস ও সিমিয়াস, আত্মা মুক্তিলাভ করে বিলীন হবার ভীতি থেকে, প্রবহমান বায়ুতে তাড়িত হবার ভীতি থেকে যখন তা দেহ ত্যাগ করে। এক ঝলক হাওয়ার উড়ে যাবার প্রবল ভয়, পুবোপুরি বিলীন হবার আশঙ্কা, ফলে আত্মা তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

[এই আলোচনার পর বেশ দীর্ঘক্ষণের নিস্তব্ধতা। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, সক্রেটিস তখনো তাঁর যুক্তির কূটজালে নিমগ্ন আছেন, আমাদের প্রায় সকলেই তেমনি ছিলেন। সিমিয়াস ও সেবেস নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিলেন। সক্রেটিস যখন এ ব্যাপারটা লক্ষ করলেন, তখন তিনি বললেন :]

সক্রেটিস : কী ব্যাপার? আমার যুক্তিতে অসংলগ্নতার ফলে যেন তোমাদের মধ্যে খানিকটা অসন্তোষ লক্ষিত হচ্ছে? এতে অবশ্য আমি বিস্মিত হচ্ছি না। এ বিষয়ে যদি কোনো সন্দেহের অবকাশ থেকে থাকে এবং মূল সমস্যাটি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করার সময় যদি নানা প্রকার বিপরীত যুক্তির উপস্থাপনা হয় তা হ'লেও বিস্মিত হবার কারণ ঘটবে না। আর যদি তোমরা অন্য কোনো আলোচনায় ব্যাপৃত থাকো, তবে অবশ্যই আমি বাগাড়ম্বর করতে চাই না; তবে যদি তোমাদের, আজকে যা যা আলোচিত হ'লো সে বিষয়ে, কোনো সন্দেহের

অবকাশ ঘটে থাকে, তবে খুলে বলতে দ্বিধা করবে না, পরিষ্কার ক'রে বল কোনখানে আমাদের যুক্তিকে আরো উন্নত করা যায়। তোমরা যদি মনে করো তোমাদের সমস্যা সহজেই সমাধান সম্ভব আমার সহায়তা পেলে তবে নিশ্চিন্তে তা গ্রহণ করতে পারো।

সিমিয়াস : সত্যি বলতে, সক্রেটিস, আমাদের উভয়ের মনে কিছুকাল ধ'রে সন্দেহ ছিলো এবং তাই উভয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে তার অবসান ঘটাবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। আমরা অবশ্যই আপনার বক্তব্য শুনতে চাই, যদিও আপনাকে বিরক্ত ক'রে আমরা নিজেদের অপরাধী করতে চাইছি না, বিশেষ ক'রে আপনার এই বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে।

সক্রেটিস : [খুকখুক ক'রে হেসে] থাক, থাক, সিমিয়াস! বুঝতে পারছি, আমার স্বভাবজ ক্ষণউষ্মা যদি আরো বৃদ্ধি পায় এই ভেবে তোমরা ভীত হচ্ছো। তোমাদেরই যদি আমি বোঝাতে না সক্ষম হ'য়ে থাকি যে আমার বর্তমান অবস্থা আমি একেবারেই দুর্ভাগ্যজনক ব'লে মনে করি না তবে একথা সাধারণ জনতাকে বোঝানো আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ কাজ হবে। মনে হয় তোমরা ভাবছো, আমার ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা এমন কী একটা রাজহংসের চেয়েও নিম্ন মানের। রাজহাঁস হয়তো বা অন্য সময় গান গাইবে, কিন্তু তারা যখন অনুমান করবে যে তাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছে তখন তারা নিঃসন্দেহে আপন আপন শ্রেষ্ঠ কর্মকুশলতা প্রদর্শন করতে অপারগ হবে না। কারণ তারা যে দেবতার বশংবদ তাঁর নিকটবর্তী হবার যাত্রার উৎসব [৪০]তখন তারা পালন করে। মানুষই কেবল মৃত্যু ভয়ে ভীত হবার ফলে রাজহংসের আচরণের ভুল ব্যাখ্যা ক'রে বলে, তাদের গীত বস্তুত মৃত্যুর সম্ভাবনায় বিষাদময়, তা তাদের বেদনাময়তার দুর্ভাগ্যজনক বিষাদগীতি। তাদের মনে রাখা উচিত, যদিও তারা তা স্মরণে রাখে না যে কোনো পাখিই যখন ক্ষুধার্ত, অথবা শীতার্ত অথবা অন্য কোনো শারীরিক কষ্টের

শিকার হয়, তা নাইটিঙ্গল কিম্বা সোয়ালো কিম্বা হুপোই—“যারা ঐতিহাসিক ভাবে তাদের গানে বেদনার মূর্ছনা তোলে, গীতধ্বনি আসলে তোলে না। রাজহংস, আমার মতে অন্য পাখিদের অধিক গান করে না। আমার বিশ্বাস, তাদের দৈবী ক্ষমতা আছে, কারণ তারা আপোলোর পবিত্র পাখি, তাই অমর্ত্যলোকে তাদের জন্য যে আশীর্বাদ অপেক্ষা ক'রে আছে তা তারা বিলক্ষণ অনুভব করতে পারে। আর সেই কারণেই, তাদের মৃত্যুকালে, সমস্ত জীবনের তুলনায় তারা অধিকতর গান নিবেদন করে। আমি এও বিশ্বাস করি যে রাজহংস ও আমি বস্তুতপক্ষে সমপর্যায়ের পরিচারক। যেহেতু আমরা উভয়েই একই দেবতার প্রতি উৎসর্গিত। তদুপরি আমি মনে করি, আমার উপাস্য দেবতা আমাকে যে ভবিষ্যৎ কথনের ক্ষমতা দান করেছেন তা কোনো মতেই তাদের তুলনায় ন্যূন নয়। এবং এই জীবন ত্যাগ করবার পশ্চাতে যে সুফল লাভের সম্ভাবনা তার প্রবেগ তাদের তুলনায় নিচুস্তরেরও নয়। সুতরাং তোমরা সচ্ছন্দে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ পুনর্বার চালনা করতে পারো যতক্ষণ আমার ক্ষমতার শেষতম বিন্দুটুকু অবশিষ্ট থাকে।

সিমিয়াস : সক্রেটিস, আপনাকে ধন্যবাদ। তাই যদি হয়, তবে আমি আপনাকে আমার সমস্যার কথা নিবেদন করছি—এই যুক্তির যে সব সূত্র আমি অগ্রাহ্য ব'লে মনে করি এবং অবশেষে সেবেস তাঁর প্রতিবাদও আপনাকে জানাবেন।

আমি সম্পূর্ণত একমত যে এই জীবনে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অব্যর্থতা লাভ অত্যন্ত দুরূহ কর্ম, একেবারেই অসম্ভব কাজ ব'লে যদি বা না মানতে চাই। মনে হয় সমস্ত রকম বিবেচনায় বক্ষ্যমাণ তত্ত্বসমূহের পরীক্ষার সুযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। তবু যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা এই সমস্যার বিচারে সকল সম্ভাব্য রীতি ও আমাদের সকল জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় না করি ততক্ষণ আমাদের পর্যালোচনা পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা যখন কোনো প্রকার দর্শন ভিত্তিক অনুসন্ধান চালাই

তখন দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি আমাদের অবশ্য পালনীয়, তা পুরোপুরি করা বিধেয় : হয় আমরা অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবো বা আমাদের নিজ নিজ প্রচেষ্টায় বিষয়টির মূল সত্য উদঘাটন করবো; অথবা, যদি তা সম্ভব না হয়, তবে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্রটিই অবলম্বন করবো যা মনুষ্যমেধা সৃষ্টি করতে পারে, যে সূত্র অমান্য করাটা অত্যন্ত দুরূহ। এর সঙ্গে আমাদের জীবনের ঝড় ঝাপটায় যে এই জীবনতরীই আমাদের একমাত্র রক্ষা করতে সক্ষম এমন ভাগ্যলিপিতে আস্থা রাখতে হবে। এই টুকুই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব, যদি না আমাদের মধ্যে কেউ সেইসব ভাগ্যবানদের একজন হন, যাঁরা তাঁদের মূল্যবান তরণী চ'ড়ে ঝড়ের মধ্যেও অক্লেশে ভাসমান থাকেন, অর্থাৎ আমি বলতে চাই, কোনো দৈবদৃষ্টির সহায়তা লাভ ক'রে।

এই কারণবশত, এবং আপনার উৎসাহ পেয়ে, হতবুদ্ধি না হ'য়ে আমি আমার মনের কথা আপনাকে জানাতে পারি : অন্তত এরফলে, সময়কালে আপনাকে আমরা ভাবনা জ্ঞাপন করি নি বলে ভবিষ্যতে নিজেকে দোষারোপ করতে হবে না। সোজাসুজি বলতে গেলে, সক্রেটিস, সেবেস এবং আমি উভয়েই আমাদের আলোচনা বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করে বলতে চাই, আমার প্রশ্নের তা যথাযথ উত্তর নয়।

সক্রেটিস : বন্ধু, হয়তো বা তুমি যথার্থই ভাবছো, তবু বল কোন দিক থেকে তোমার এই আলোচনা অপ্রতুল ব'লে মনে হচ্ছে?

সিমিয়াস : বীণার তারের সুর সংযোজনার উদাহরণ উল্লেখ ক'রে যে কেউ এর সমান্তরাল অন্য একটি যুক্তি খাড়া করতে পারে। আমি বলতে চাই, সুরসংযোজিত বীণার যে সুশৃঙ্খল[৪৭] সুর ঝঙ্কার থাকে তা বস্তুতপক্ষে দৃশ্যমান নয়, অশরীরী এবং তৎসত্ত্বেও মনোমুগ্ধকর ও স্বর্গীয়; কিন্তু মূল বীণা ও বীণাব তারগুলি বাস্তব বস্তু এবং উভয়ের চরিত্রও বাস্তবানুগ। সেগুলি যৌগিক বস্তু, এই জগতের অংশ বিশেষ, তাদের অমরত্ব নেই। তবে ধ'রে

নেওয়া যাক কেউ বীণাটি বিনষ্ট ক'রে ফেলল এবং তার তারগুলিকে ছিঁড়ে দু টুকরো করলো। এখন যদি আপনার যুক্তি অনুসারে আমরা বিবেচনা করি তবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে যে সেই সুরশৃঙ্খলা কিন্তু এর ফলেও ধ্বংস হ'লো না—তখনো তা অস্তিত্ববানই থাকছে। বীণা অথবা বীণার তার-এর পক্ষে অস্তিত্ববান থাকা অসম্ভব হবে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলার পর, কারণ প্রকৃতি অনুযায়ী তারা অমরত্ব লাভ করে নি। পক্ষান্তরে সেইরূপই অসম্ভব হবে বীণার তারের সুরশৃঙ্খলা ধ্বংস করা, কারণ যা স্বর্গীয় ও অমর তার সঙ্গে এগুলোর গভীরতর সাযুজ্য বর্তমান। তাই সুরশৃঙ্খলা, অবশ্যই ধ্বংসপ্রবণ উপাদানকে ছাড়িয়ে অস্তিত্বময় থাকবে এবং আপনার যুক্তি অনুসারে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এই সুরশৃঙ্খলা কোথাও না কোথাও প্রাণবান রয়েছে, প্রাণবান হিসেবেই থেকে যাবে এমন কী যখন বীণার কাঠ ও তারগুলি কালক্রমে বিলীন হ'য়ে যাবে, তখনোও পর্যন্ত।

আমি ইচ্ছে করেই এই উদাহরণটি ব্যবহার করলাম, কারণ, আমি নিশ্চিত যে আপনি জ্ঞাত আছেন, আমার নিজের দর্শনগোষ্ঠীর মতানুসারে আত্মা এক ধরনের স্বভাব অথবা শৃঙ্খলা। শরীর একধরনের বাদ্যযন্ত্র, কোনো একটি স্বরগ্রামে বাঁধা রয়েছে; এর গঠন—উপাদানগুলি বস্তুত নির্দিষ্ট কয়েকটি উপাদানের পারস্পরিক সহযোগিতা নির্ভর—উষ্ণতা, শৈত্য, সিক্ততা, শুষ্কতা ইত্যাদি। এখন আত্মা, যেমন বলা হ'লো, এই সব উপাদানের শৃঙ্খলা অথবা স্বভাব, বিশেষ ক'রে যখন তারা একে অন্যটির সঙ্গে সঠিক পরিমাণে সুরারোপিত হয়। স্পষ্টতই, যদি দেহের এই সুরারোপ কখনো আঁটোসাঁটো অথবা ঢিলেঢালা করা হয়, ধরা যাক কোনো আকস্মিকতার ফলে, যেমন রোগগ্রস্ততা, তবে তা সুরশৃঙ্খলার বাইরে চ'লে যায়, তখন, আত্মা যতই পবিত্র হোক না কেন, যদি তা এক ধরনের সুরশৃঙ্খলাই হ'য়ে থাকে, তবে অবশ্যই তা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। ঠিক যেমনি ঘটে অন্য কোনো সুরশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে, তা

সে সঙ্গীতই হোক বা অন্য কোনো প্রকারের শিল্পই হোক। আপনার যুক্তির উপপাদ্যের বিপরীতে, দেহজ অংশ, উপাদান, বেশ খানিকটা সময় তার সুরশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম, পচন ধরবার পূর্ব পর্যন্ত অথবা ভস্মে রূপান্তরিত হবার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং আপনি অনুমান করতে পারছেন যে, যিনি মনে করেন আত্মা দেহের বাস্তব উপাদান সমূহের সঙ্গে এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ বলেই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমত তারই বিলুপ্তি ঘটে, তাঁকে আমরা কোন উত্তর দিতে পারি?

[এই বক্তব্যে সক্রেটিস তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, যেটা তাঁর অভ্যাস, এবং মৃদু হাসলেন।]

সক্রেটিস : সিমিয়াস একটা উত্তম সূত্র উত্থাপন করেছে। দয়া ক'রে তবে এখন বলো : কেন এখন অন্য কেউ তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দেবে না? সম্ভবত তোমাদের মধ্যে কেউ আমার চেয়ে অধিক সরল উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে। সিমিয়াস তার যুক্তি অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে আলোচনা করেছে। তবুও আমি মনে করি সিমিয়াসকে উত্তরদানের পূর্বে আমাদের সেবেসের সমালোচনা শ্রবণ করা কর্তব্য। এতে আমরা অধিকন্তু খানিকটা সময়ও লাভ করবো আমাদের উত্তর নিয়ে ভাবনার জন্য। যখন আমরা ওদের উভয়ের বক্তব্য শুনে নেবো তখন মনস্থির করা যাবে ওরা যথার্থ বিষয়টি স্পর্শ করতে পেরেছে কিনা। যদি পেরে থাকে, আমরা ওদের মতামত মেনে নেবো; যদি তা না হয়, তবে আমাদের আদি বক্তব্যের সপক্ষে দাঁড়াতে হবে। সেবেস, দয়া করে বলো কোন বিষয়টি তোমার মনোনয়ন লাভ করছে না।

সেবেস : আমি অবশ্যই আপনাদেব বলতে চাই · আমি মনে করি আমরা যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলাম পুনরায় সেখানেই ফিরে গিয়েছি। যে প্রতিবাদ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মনে হয় আমাদেব তর্ক সেখানেই উপনীত হয়েছে। এবং তখন আমি যা বলেছিলাম আমি এই মুহূর্তেও সেই বক্তব্যস্থানেই রয়েছি। আমি তখন বলেছিলাম, জন্মেব পূর্বে আত্মার অস্তিত্ব যথেষ্ট বাগ্মিতার

সাহায্যে প্রদর্শিত হয়েছে এবং অতিশয়োক্তি না করে বলতে পারি, নিখুঁত বাগ্মিতার সাহায্যে। অথচ এখনও আমি একবিন্দু মতৈক্য পাচ্ছি না যে মৃত্যুর পরেও আত্মা তেমনি অস্তিত্বময় থাকে। এমন নয় যে আমি সিমিয়াসের বিপরীত প্রস্তাব, আত্মা দেহের তুলনায় অধিকতর দুর্বল ও স্বল্পমেয়াদী বস্তু বলে মানি। পক্ষান্তরে, আমার বিশ্বাস উক্ত দুই প্রকারের বিচারেই আত্মা দেহের তুলনার অত্যন্ত বেশি উন্নত শ্রেণীর। আপনার তত্ত্ব অনুযায়ী বলতে পারেন, 'তবে কেন তুমি এখনো আস্থাবান হ'তে পারছো না? তুমি দেখ, যখন কোনো ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, এমন কী দুর্বলতম অংশও তার বেঁচে থাকে; তা হ'লে এটাই স্বাভাবিক যে মৃতের অধিকতর মেয়াদী উপাদান অবশ্যই জীবিত থাকবে তার মৃত্যুর পর?

তাহ'লে আমার উত্তর : দেখুন আপনার কী মনে হয়।

যেমনটি সিমিয়াস করেছেন, তেমনি আমাকেও একটি রূপক ব্যবহার করতে হবে। আমার এই যুক্তির সূত্র, আমার মতে আপনার যুক্তি অনুযায়ী অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তিক। মনে করুন একজন বৃদ্ধ তন্তুবায়ের কথা। তন্তুবায়টি গত হ'লো। এখন আপনার প্রকল্প অনুযায়ী যে যুক্তি খাড়া হবে, তা হ'চ্ছে : 'মানুষটি ধ্বংস হয় নি, সে অন্য কোনো লোকে সুস্থ ও বহালতবিয়তে বিরাজমান'; এবং এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যাবে একটি পোষাক যা সেই তন্তুবায় স্বয়ং বয়ন করেছে এবং পরিধানও করতো। দেখা যাবে এই পোষাকটি ধ্বংস হ'য়ে যায় নি; পক্ষান্তরে, তা অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্ষিত আছে। তখনো যদি কেউ মতৈক্য না পান আপনার যুক্তি অনুসারে সন্ধান করা যাবে কে বেশি দীর্ঘজীবী, একজন মানুষ অথবা একটি পোষাক যা ব্যবহার করা হয়েছে ও তৎজনিত জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে? এর উত্তর অবশ্যই হবে যে মানুষটি সর্বতোভাবে অধিক স্থায়ী, এবং এরই সঙ্গে আপনার প্রকল্পের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে যে তা প্রমাণিত হলো। মানুষটি অবশ্যই জীবিত রয়েছে, সন্দেহাতীত ভাবে, কারণ স্বল্পকাল স্থায়ী বস্তু তখনো যেহেতু

অক্ষত রয়েছে। কিন্তু এই যুক্তি সম্পূর্ণতই অসিদ্ধ (সিমিয়াস, দয়া ক'রে খেয়াল করবেন, আমি কী বলতে চাই): এই যুক্তি কেবলমাত্র একজন নির্বোধই গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপনা করতে পারে। এই তন্তুবায় ইতিমধ্যে পরিধান করেছেন, ও জীর্ণ করেছেন, এ ধরনের অজস্র পোষাক এবং তিনি সেইসব পোষাকের চেয়ে অনেক বেশিকাল জীবিত আছেন। স্বীকার করি, এই সব পোষাকের শেষতমটির চেয়ে হয়তো তিনি বেশিকাল জীবিত থাকেন নি; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে একজন মানুষ স্বল্প স্থায়ী, অথবা কোনো উপায়ে অনুৎকৃষ্ট একটুকরো কাপড়ের চেয়ে।

আমার বিশ্বাস এই উপমা আত্মা ও দেহের সম্পর্কের ব্যাখ্যা কল্পে ব্যবহার করা সম্ভব। আমি আপনার সিদ্ধান্ত, আত্মা উভয়ের মধ্যে তুলনায় অধিক স্থায়ী কারণ শরীর অধিক ভঙ্গুর—এই মতে একমত। এখন উপমাটি অনুসরণ করলে, আমার বক্তব্য হবে যে আত্মা বহুসংখ্যক দেহের ধ্বংসের সাক্ষী—যত দীর্ঘকাল তা জীবিত থাকে তত বেশি সংখ্যক দেহ ধ্বংস হয়—কারণ একজন মানুষের জীবদ্দশায় দেহ ক্রমান্বয়ে বিশ্লিষ্ট হয় ও ক্ষয় হয় এবং যেখানে যখন তা জীর্ণ হয় সেখানে তখন আত্মার শক্তি তার[৬৮] মেরামতের কাজ ক'রে নেয়। অধিকন্তু আমাদের উপমায়, এটাও প্রমাণিত হয় যে, যখন আত্মার মৃত্যু হয়, তখন তা তার শেষতম পোষাকটি পরিধান করে থাকে এবং এই একক ক্ষেত্রেই কেবল পোষাক আত্মার চেয়ে অধিককাল অস্তিত্ববান। যখন আত্মার ধ্বংস হয় তখন শরীরের স্বভাবত ধ্বংসোন্মুখ প্রকৃতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়। দ্রুত বা গলিত হ'তে শুরু করে, এবং নিজে নিজেই তা নিঃশেষ হয়। সুতরাং যদি এই যুক্তি সিদ্ধ হয়ও তবু আমাদের নিশ্চিত হবার উপায় নেই যে আমাদের আত্মা আমাদের মৃত্যুর পর অন্য কোনো লোকে বিহারী থাকবে।

কিন্তু ধরা যাক, সক্রেটিস, আপনার প্রস্তাব আমরা আরো অধিক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলাম। স্বীকার করি, তর্কের খাতিরে,

আমাদের আত্মা কেবল আমাদের জন্মের পূর্বেই অস্তিত্ববান ছিলো না, আমাদের মধ্যে অন্তত কারো কারো আত্মা সেই সব লোকের মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ববান থাকছে—তা মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। আবার ধ'রে নেওয়া যাক আত্মা উপাদানগত ভাবে এতোই সুদৃঢ় যে তা সহজেই সারিবন্দী নবজন্ম সহ্য করতে সক্ষম, এবং প্রত্যেকটি আত্মা জন্ম এবং জীবন ও মৃত্যুর বেশ কিছুসংখ্যক চক্রের মধ্য দিয়ে পরিক্রমণ করে। এ সবই মেনে নিতে অসুবিধা নেই, তবু অনুমিত হয় যে এই দীর্ঘ সারিবন্দী নবজন্মের মালার মধ্য দিয়ে যাবার ফলে আত্মার কিছু অবনতি ঘটে এবং তাই আত্মা শেষ পর্যন্ত ক্রমশ ক্ষয়িত হ'তে হ'তে মৃত্যুর কবলিত হয়। আমরা এমত দাবী করতে পারি যে বোধ করি কেউ জানে না কোন বিশেষ মৃত্যু দেহের কোন বিশেষ দ্রাবণ আত্মার পক্ষে আত্মঘাতী ব'লে প্রমাণিত হবে; আমাদের মধ্যে কারো এই বক্ষ্যমাণ প্রশ্নটি আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের সহায়তায় চেনাটা সম্ভব নয় ব'লে। যদি এই অবস্থা সিদ্ধ হয়, তাহ'লে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে আত্মা সম্পূর্ণভাবে অমর ও অক্ষয়, এবং কেবলমাত্র কোনো নির্বোধই তবে মৃত্যুর প্রতি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধাবিত হবে। যদি আত্মার অক্ষয় অবস্থার প্রমাণ অসম্ভব হ'য়ে থাকে, তবে মৃত্যুর সম্ভাবনায় মানুষের নিজ আত্মার রক্ষাকল্পে ভীতিলাভ অবশ্যম্ভাবী। সেই মানুষটি ভয় পেতে বাধ্য এই ভেবে যে শরীরের বিমুক্তির অর্থ আত্মার অবধারিত ধ্বংস।

ফিডো : আমাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা সিমিয়াস ও সেবেসের বক্তব্য শ্রবণ করেছেন তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে অত্যন্ত বিষণ্ণতা বোধ করেছেন, যা আমরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে পরে স্বীকার করেছি। আমরা সকলে সক্রেটিসের যুক্তিতে সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলাম অথচ এখন এঁরা দুজনে আমাদের সকল বিশ্বাস ভেঙে দিচ্ছেন। ফলে আমরা যে কেবল মূল যুক্তি বিষয়ে সন্দিহান তাই নয়, এমন কী পরবর্তী সময় যদি কিছু তত্ত্ব উল্লিখিত হয় তবে তাতেও আমাদের সন্দেহ জন্মাবে। হয়

আমাদের সমালোচনী ক্ষমতা দুঃখজনকরূপে অপ্রতুল, নতুবা সমস্যাটিই এমন যে তার কোনো অকাট্যতা প্রদর্শনের সম্ভাব্যতাই নেই।

এখেক্রাটেস : আমি, ফিডো, আপনার বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করি। এমন কী আমি, আপনার বক্তব্য শ্রবণ করতে করতে, নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম, আমি অন্য কোনো একটি যুক্তিতে কী উপায়ে আস্থাবান হতে পারি পুনর্বার। তখন সক্রেটিসের যুক্তি কতোই না গ্রাহ্য মনে হয়েছিল কিন্তু এই মুহূর্তে দেখছি তা অসিদ্ধ প্রমাণ হচ্ছে অথবা তেমনি কেবল মনে হচ্ছে। আমি চিরকাল এবং এখনো মনে করি যে আত্মা এক শ্রেণীর ঐকতান বিশেষ—এই তত্ত্ব অত্যন্ত আকর্ষক। আপনারও এই মত জেনে বাসনা হয়েছিল আমি ও মতবাদেই আস্থাবান থাকবো। এখন আমার যা প্রয়োজন তা হ'চ্ছে মানুষের আত্মা যে দেহের সঙ্গে সহমরণে যায় না, তার উপর আস্থা আনয়নের জন্য নতুন ধারায় বিবৃত যুক্তিজাল। সুতরাং আমাকে আপনি বলুন সক্রেটিস কী ভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছেন—বলুন, তিনিও কী, যেমন আপনারা সকলে অনুভব করেছেন, তেমন বেদনার্ততার চিহ্ন প্রকাশ করেছেন নাকি তিনি অন্যদের উদ্ধারের নিমিত্ত শান্তচিত্তে ছিলেন? ওঁর উদ্ধারকর্ম কী সার্থক হয়েছে? দয়া ক'রে কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খতাই পরিহার করবেন না; আমরা প্রত্যেকে যা যা ঘটেছিলো তা তা আনুপূর্বিক জানতে চাই।

ফিডো : এখেক্রাটেস, আপনারা সেইরকমই শুনতে পারবেন।

আমার নিজের সর্বদা এমন যুক্তি ছিলো যার দ্বারা মনে করা যায় যে সক্রেটিস যথার্থই একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ। কিন্তু সেই ঘটনার সময়, যখন আমি উপবেশন ক'রে সব শুনছিলাম, আমি তাঁর গুণাবলীতে এমনি মুগ্ধ হয়েছিলাম যা আমি কখনো হই নি। তাই হয়তো, তিনি যে উক্ত বক্তব্যের উত্তর দেবেন তা দেখে বিস্মিত হই নি। যা আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিলো,

প্রথমত, ঐ দুজন তরুণ ব্যক্তির সমালোচনায়ও তিনি কতোই করুণা, সহনশীলতা ও সমবেদনা প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয়ত, ওঁদের আক্রমণাত্মক সমালোচনায় আমাদের অভিঘাত তিনি কতোই না দ্রুততার সঙ্গে অনুমান করলেন। এবং শেষতম, কতো ভালোভাবে, নিপুণভাবে তিনি আমাদের আঘাত অপনোদন করলেন, পরাজিত সৈন্যদলকে পুনর্বার সংঘবদ্ধ করলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করবার প্রেরণা দিলেন; তদুপরি তাঁর যুক্তিজালে অংশগ্রহণ করবার জন্য আমাদের উৎসাহ দিলেন।

এখেক্রাটেস : এতো সব কিছু তিনি সাধন করলেন কী ভাবে?

ফিডো : আমি সেই প্রসঙ্গেই আসছি। আমি তাঁর দক্ষিণ দিকে উপবেশন করেছিলাম একটা পা রাখার টুলের উপর, আমার পিঠ ছিল বিছানার দিকে। সক্রেটিস আমার চেয়ে অনেকটা উঁচুতে ছিলেন। যাই হোক, তিনি আমার শিরে আদরের চপেটাঘাত করলেন এবং আমার ঘাড় থেকে একমুঠো কোঁকড়া কেশ ধরলেন—যখনি তিনি সুযোগ পেতেন তখনি আমার কোঁকড়া কেশ নিয়ে তামাশা করতেন—এবং তিনি বললেন :

সক্রেটিস : মনে হয়, ফিডো, আগামীকাল তুমি এইসব মনোরম গোলাকৃতি কেশ মুণ্ডন করবে।[৪২]

ফিডো : সক্রেটিস, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

সক্রেটিস : আমার যদি এ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য থাকে তবুও তুমি তা থেকে বিরত হবে না?

ফিডো : কেন হবো না?

সক্রেটিস : তাহ'লে আগামীকাল পর্যন্ত কিসের অপেক্ষা? যদি আমাদের তত্ত্ব তার অপচ্ছায়া ত্যাগ ক'রে থাকে এবং আমরা যদি তা পুনর্জন্মলাভে সহায়ক না হ'য়ে থাকি, তবে অবশ্যই আমাদের উভয়ের মস্তক মুণ্ডন আজই করা উচিত। যদি আমি তুমি হতাম, যদি দেখতাম আমার তত্ত্ব আক্রমণেই খণ্ডিত হচ্ছে, শপথ নিয়ে

বলতে পারি, আমি প্রতিজ্ঞা করতাম, যেমনটি আরগিভস[৫০] করেছিলো, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি সিমিয়াস ও সেবেসের সঙ্গে আমার তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ করতে ও তাঁদের পরাজিত করতে পারি ততদিন আমি আমার কেশদাম আর কখনো দীর্ঘায়িত হ'তে দেবো না।

ফিডো : তাঁরা কিন্তু বলছেন, এমন কী হারকিউলিস পর্যন্ত একসঙ্গে দুইজন প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে নি।

সক্রেটিস : তা হ'লে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তুমি অন্তত আমাকে আহ্বান করতে পারো তোমার আইয়োলায়ুস[৫১] হিসেবে।

ফিডো : যদি তাই হয় তবে আমি আপনাকে এখুনি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনি অবশ্যই স্বয়ং হারকিউলিসের চরিত্রে অভিনয় করুন আর আমি আপনার আইয়োলায়ুস হিসেবে আপনার সহায়তা করবো।

সক্রেটিস : এতে কোনো তফাৎ হবে না, তোমার যা ইচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, আমি অবশ্যই তোমাকে একটা রোগ বিষয়ে সাবধান ক'রে দিতে চাই, আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে তাতে আমরা আক্রান্ত না হই।

ফিডো : এটা আবার কী ধরনের অসুখ?

সক্রেটিস : রোগবিদ্যাগত পলায়নবাদ : এর সঙ্গে রোগবিদ্যাগত বিশ্বনিন্দাবাদের খানিকটা সম্পর্ক আছে। যে কোনো লোকের ভেতর যুক্তির সারবত্তার প্রতি অনীহা গ'ড়ে ওঠে যা খুবই খারাপ লক্ষণ এবং সেই বিশ্বনিন্দাবাদের তুলনীয় নালিশের ইচ্ছে গ'ড়ে ওঠা। একজন মানুষ নিন্দুক হ'য়ে ওঠে কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি তার অবিচলিত ও সরল বিশ্বাস থেকে। শুরুতে সে ভাবে যে তার পূজ্য ব্যক্তি বস্তুত নিখাদ সৎ, প্রবলরূপে বিশুদ্ধ ও বিশ্বাসভাজন; কিন্তু অধিক কালাতিপাত না হ'তেই সে বুঝতে সমর্থ হয় যে সেই ব্যক্তিটি অবিশ্বাসভাজন ও অসৎ। সে তখন তার অভিজ্ঞতা অন্য

কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রয়োগ করে এবং বারবার হৃতোদ্যম ও মোহভঙ্গ হবার ফলে, বিশেষত তাদের দ্বারা যাদের সে নিজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধব ব'লে জ্ঞান করতো, সে শেষ পর্যন্ত সকলকেই ঘৃণা করতে শুরু করে এবং মনে করে সমস্ত মানব জাতিই এইরূপ আমূল পচনে আক্রান্ত। আমার মনে হয়, তুমি এ ধরনের ঘটনা ঘটতে প্রত্যক্ষ করেছো, করো নাই কী?

ফিডো : হ্যাঁ, আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

সক্রেটিস : এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, অবশ্যই এইসব মানুষ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা সংঘটিত করতে চাইছে মানুষের প্রকৃত চারিত্রিক রীতিনীতি অনুধাবন না করেই। যদি তার অন্যান্যের প্রতি ব্যবহার মনুষ্য চরিত্রের পুরো অনুধাবনের উপর গ'ড়ে উঠতো তবে সে তাদের, তাদের স্বরূপে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হতো। বুঝতে অসুবিধা হ'তো না যে পরম উত্তম ও চরম অধম মানুষের সংখ্যা নিতান্ত কম এবং অধিকাংশ মানুষ বস্তুত এটাও নয়, ওটাও নয়।

ফিডো : আর একটু প্রাঞ্জল করবেন?

সক্রেটিস : আচ্ছা শারীবিক আয়তন উপমা হিসেবে নেওয়া যাক। তুলনামূলকভাবে একজন মানুষ অথবা একটি সারমেয় অন্য অন্য কিছু প্রায় দেখাই যাবে না যা আয়তনে চরম বৃহদাকার বা চরম ক্ষুদ্রাকার—অথবা অত্যন্ত দ্রুতগতি বা অতিরিক্ত শ্লথগতি, অতিরিক্ত সুন্দর বা অতিরিক্ত কুরূপ, প্রচণ্ড সাদা বা প্রচণ্ড কালো। তুমি নিশ্চিত লক্ষ করেছো, এই সকল চারিত্রের চরমাবস্থা অত্যন্ত কম এবং প্রায় দুষ্প্রাপ্য, পক্ষান্তরে মধ্যবর্তী নমুনার অবশ্যই অপ্রতুলতা নেই?

ফিডো : একথা অত্যন্ত সঠিক।

সক্রেটিস : তাহ'লে তোমার কী মনে হয়, যদি আমরা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি যাতে অধঃপতিতের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হবে, তবে নাম মাত্র প্রতিযোগী শেষ পর্যন্ত থাকবে?

ফিডো : আমার তো তাই মনে হয়।

সক্রেটিস : তোমার অনুমান যথার্থ। কিন্তু পলায়নবাদ ও বিশ্বনিন্দাবাদের তুলনায় এটা আমার উল্লেখ্য বিষয় নয় : আমি কেবল তুমি আমাকে যেদিকে চালনা করছিলে সেদিকেই চালিত হচ্ছিলাম। যদি আমরা তুলনায় ফিরে আসি, মূল বিষয়টা তবে : ধরা যাক একজন বিশ্বাস করে কোনো একটি বিশেষ যুক্তি সিদ্ধ, যদিও তার তর্কশাস্ত্রের রীতিনীতি বিষয়ে উপযুক্ত অনুভব নেই। এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তি হয়তো সিদ্ধ, এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে হয়তো তা নয়; ধরা যাক খানিকক্ষণ পর সে মনে করলো সেই যুক্তি আসলে সিদ্ধ নয়, ধরা যাক এই পদ্ধতি বেশ কয়েকবার সংঘটিত হলো। আমি নিশ্চিত জানি, এ ধরনের ঘটনা তুমি প্রত্যক্ষ করেছো, বিশেষত সেইসব লোকের ক্ষেত্রে যারা প্রমাণ ও খণ্ডনের শিক্ষাগত অনুশীলনে ব্যাপৃত। শেষপর্যন্ত তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কেবল তারাই, অনুধাবনের প্রতিভা সম্পন্ন, যুক্তিবাদের রীতিনীতি বস্তুত অন্তঃসারহীন ব্যঙ্গমাত্র। কিছুই চিরকাল অস্তিত্ববান থাকে না—জল প্রবহণের খালে সমুদ্রের জলের নিয়মিত জোয়ার ভাটার মতো সবকিছুর বৈশিষ্ট্য।

ফিডো : আপনার বর্ণনা অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ।

সক্রেটিস : ফিডো, উত্তম, যদি কোনো যুক্তি যথার্থই সুসংবদ্ধ; সিদ্ধ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়, তবু কোনো ব্যক্তি এই যুক্তিসিদ্ধ তর্ক একবার মনে করে যথার্থ ও পরমুহূর্তে ভাবে ভ্রান্ত, তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি, তাই নয় কী? অথচ সে আপন যুক্তিময়তার ক্ষমতার স্বল্পতা বিষয়ে সচেতন না হ'য়ে পক্ষান্তরে যুক্তির বিষয়ে সচেতন থাকে এবং নিজেকে অক্ষমতার জন্য দোষারোপ করার পরিবর্তে তর্কশাস্ত্রের সম্পূর্ণ রীতিকেই দোষারোপ করে। সে তার পুরো জীবন যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনার বিরুদ্ধে অনীহা প্রদর্শনে কাটাবে, তদুপরি সে বিষয়ে তার ঘৃণাও গোপন করবে না। এই ভাবেই কোনোপ্রকার নিখাদ বাস্তবজ্ঞান থেকে সে বিচ্যুত থাকবে।

ফিডো : এই অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক, সন্দেহ নেই।

সক্রেটিস : তা হ'লে এই প্রথম ফাঁদ আমরা অবশ্যই এড়িয়ে চলবো : আমরা অবশ্যই, যৌক্তিকতা সাধারণ ভাবে অসিদ্ধ পদ্ধতি, এই ধারণা আমাদের মস্তিষ্কে শেকড় গজাতে দেবো না। পক্ষান্তরে, আমাদের নিজেদের অসিদ্ধ ব'লে ভাবাটাই উচিত হবে এবং নিজেদের সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের সাহায্যে নিজেদের বিশুদ্ধীকরণের দায় নিতে হবে। বিশেষ ক'রে, তোমাকে ও অন্যান্যদের এই পন্থা অবলম্বন করতে হবে, কারণ তোমাদের সামনে যাপন করার মতো দীর্ঘ জীবন অবশিষ্ট রয়েছে। আমাকেও তাই করতে হবে কারণ আমি মৃত্যুর সন্নিধানে পৌঁছে গেছি। আমি যদি এখন এ পন্থা ত্যাগ করি, তবে আমি মৃত্যু নামক বিষয়টিকে একজন দার্শনিকের সত্য অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বিচার করা থেকে বিচ্যুত হবার ঝুঁকি নেবো; অবলম্বন করবো একজন পল্লবগ্রাহী তার্কিকের পথ, যার একমাত্র লক্ষ নম্বর পাওয়া। একজন পল্লবগ্রাহীর বিশেষত্ব হ'চ্ছে কোনো একটি বিষয়ে তর্কের উপস্থাপনা করা—বিষয়টির মূলে নিহিত সত্যের প্রতি অমনোযোগী হ'য়ে; তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে তার বক্তব্যের সারবত্তা যথার্থ ব'লে দর্শকবৃন্দের অনুমোদন লাভ করা। একজন পল্লবগ্রাহীর সঙ্গে আমার অন্তত একটি সুনির্দিষ্ট তফাৎ রয়েছে, তা হ'চ্ছে, আমি নৈতিক দিক থেকে আমার বক্তব্যের সারবত্তায় দর্শকবৃন্দকে বিশ্বাসী ক'রে তুলতে চাই না। ওটা আসলে অবাধ্যতামূলক অতিরিক্ত প্রাপ্য, যাকে আমি মতৈক্যে পাবার জন্য আপ্রাণ প্রযত্ন পাই, সে আসলে আমি স্বয়ং। প্রিয় ফিডো, তুমি তা হ'লে বুঝতে পারছো, আমি এই মতে আস্থাবান এবং তাই আমার যুক্তি উপস্থাপনা সম্পূর্ণত স্বার্থপর। বুঝতে পারছো, যদি আত্মা বিষয়ে আমার তত্ত্ব যথার্থই হয়, তবে সবচেয়ে উত্তম হবে যদি আমি নিজেই এর সত্যতায় আস্থাবান হয়ে উঠি। পক্ষান্তরে যদি তা অসিদ্ধ হয়, যদি যথার্থই মৃত্যুর পর কোনো জীবনের অস্তিত্ব না থাকে, তবুও মনে করি তাও উত্তম হবে আমার আপন ব্যাখ্যাতেই আস্থাবান থাকা।

কারণ তাতে আমি এখন, মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে আত্ম-করুণায় আবিষ্ট হবো না এবং তোমরাও বেদনাদায়ক দৃশ্য অবলোকন করার হাত থেকে রেহাই লাভ করবে। যদি আমি মৃত্যুর পর অস্তিত্বময় না থাকি তবে আমার নিরর্থক তত্ত্বও আর অস্তিত্ববান থাকবে না—ঈশ্বর না করুন। আমার সঙ্গে সঙ্গে তাও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে।

সিমিয়াস এবং সেবেস, তোমাদের কাছেই বিশেষ ক'রে আমি আমার বিচার উপস্থাপনা করতে চাই। যদি আমি বাস্তবিকপক্ষে তোমাদের কিছু উপদেশ প্রদান করতে পারি, তোমরা তা হ'লে সক্রেটিস নামক ব্যক্তিটিকে বিশেষ সম্মান না জ্ঞাপন ক'রে, সম্মান প্রদর্শন করবে সত্যের প্রতি। সুতরাং যদি তোমরা মনে করো আমি যা বলছি তা সত্য, তবে সর্বতোভাবে আমার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবে; অপরপক্ষে তোমরা তোমাদের সর্বপ্রকার যুক্তি ও বিচার ক্ষমতা একত্রিত করবে আমার বক্তব্য খণ্ডনকল্পে। সাবধানতা গ্রহণ করবে, যেন আমি তোমাদের প্রভাবিত না করতে পারি আমার মতানুকূল্যে ভাবিত করতে। তা হ'লে তোমাদের পলায়ন করতে হবে তোমাদের পশ্চাদ্দেশে আমার বিষাক্ত হুল বিদ্ধ অবস্থায় ঠিক মৌমাছি যেমন করে।

সুতরাং, তর্কযুদ্ধ শুরু হোক। তোমরা যা বলেছো তার পুনরুল্লেখে যদি আমার কোনো ভ্রম হয় তবে তোমরা অবশ্যই দ্রুত আমাকে সংশোধন করবে। প্রথমত সিমিয়াস : সিমিয়াস, আমার যতটুকু স্মরণ আছে, বিশ্বাস করে আত্মা শরীরের শৃঙ্খলার অঙ্গ, তাই আমার মতে, তার অনাস্থা। ফলত তার দুশ্চিন্তা, যদিও আত্মা দেহের তুলনায় অধিক পবিত্র, অধিক সম্পূর্ণ তবু তা শরীরের পূর্বে ধ্বংস হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অতঃপর সেবেস, পক্ষান্তরে অনুমান করি, আত্মা দেহের তুলনায় অনেক কম ক্ষণজীবী, আমার এ বক্তব্যের সঙ্গে মূলত একমত, তবু তার মতে, আত্মার ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা অধিক যেহেতু তা ক্রমান্বয়ে একাধিক দেহ বদলায় এবং শেষ পর্যন্ত

শেষতম দেহটি পরিত্যাগ করার সময় তার মৃত্যু ঘটে। এ ক্ষেত্রে, যেহেতু শরীর ক্রমান্বয়ে ধ্বংস পাচ্ছে, তাই মৃত্যু আত্মার ধ্বংসের কারণ, এই ব্যাখ্যাই যথোপযুক্ত ব'লে প্রতীয়মান হয়। এই হ'চ্ছে দুইটি প্রস্তাবনা যা আমাদের পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে, তাই না?

[সিমিয়াস ও সেবেস স্বীকার করলেন তাঁরা এই মতই পোষণ করেন এবং সক্রেটিস তখন তাঁর বক্তব্য আবার শুরু করলেন]

ঠিক আছে। তোমরা কী আমার পূর্বতন যুক্তির সারবত্তায় আস্থা রাখো নাকি সেখানেও কোনো কোনো প্রস্তাবনায় তোমাদের দ্বিমত আছে?

সিমিয়াস/সেবেস : সেখানেও কিছু কিছু স্থানে আমাদের অন্যতম রয়েছে।

সক্রেটিস : আমার প্রস্তাবনা, শিক্ষা বস্তুত স্মরণকর্মের একটা পথ, এ বিষয়ে তোমাদের অভিমত কী? এবং এটা মেনে নেওয়া যায় তবে এরই অনুসারী হ'চ্ছে, আমাদের দেহপিঞ্জরে বন্দী হবার পূর্বে আত্মা অন্য কোনো লোকবিহারী ছিলো?

সেবেস : আমার কথা বলতে পারি, আমি এ প্রস্তাবনা সেই সময় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভাবে গ্রহণীয় ব'লে মনে করেছিলাম এবং এখনো করছি। সমস্ত বক্তব্যের মতে এটাই শ্রেষ্ঠ।

সিমিয়াস : আমিও অনুরূপ ভাবে এ মতে আস্থাবান। আমার যদি কখনো মতান্তর ঘটে তবে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হবো।

সক্রেটিস : থীবন বন্ধু, তোমার তো মত বদলাতে হবে যদি অবশ্য তোমার বিরোধীমতে তুমি এখনো আস্থাবান থাকো, কারণ এই তত্ত্ব সেই মতেরই অঙ্গমাত্র। তুমি বলেছো শৃঙ্খলা[৫১] বস্তুত একটি মিশ্রিত বস্তু এবং আত্মা একটি শৃঙ্খলা যা দেহজাত নানা উপাদানে গঠিত এবং সবগুলো উপাদান মিলেমিশে বীণার তারের মতো সুর সৃষ্টি করে। কিন্তু এটা কী সঠিক নয় যদি বলা হয়, সুরশৃঙ্খলা একটি যৌগিক উপাদান, যা প্রতিটি উপাদান সৃষ্টির পূর্বেই অস্তিত্বময় ছিলো?

সিমিয়াস : না, এটা যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত নয়।

সক্রেটিস : তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছো, তুমি যা বলছো তা হচ্ছে, মনুষ্য শরীরের আকারে উদ্ভূত হবার পূর্বে তাহলে আত্মার উপস্থিতি বর্তমান ছিলো। অর্থাৎ কোনো দেহে প্রবেশের পূর্বে। তুমি বলতে চাইছো, কোনো একটা কিছুর অস্তিত্ব আছে, অথচ সে বস্তুর গঠিত হবার উপাদানগুলোর অস্তিত্ব নেই, তথাপি যৌগিক বস্তুটির অস্তিত্ব আছে। শৃঙ্খলা, আমি নিশ্চিত জানি, বস্তুত একটি কৃত্রিম উপমা : বীণার সঙ্গে, বীণার দারু নির্মিত অবয়বের সঙ্গে, তারসমূহ এবং সুরের বিরতি, যেন সুর সমন্বয়হীনতা, এই ধারাবাহিকতাই আসে। সুরশৃঙ্খলা বস্তুত শেষতম বস্তু যা গঠন করা যায় অথচ প্রথমতম বস্তু যা ধ্বংস করা যায়। এই প্রস্তাব কী তোমার আত্মা বিষয়ক তত্ত্বের সঙ্গে শৃঙ্খলাযুক্ত?

সিমিয়াস : বিন্দুমাত্রও না।

সক্রেটিস : বন্ধু, বেশ যদি আমরা শৃঙ্খলা বিষয়েই আলোচনা করতে চাই তবে ভালো হতো যদি আমরা সুরসমন্বিত হ'য়ে নিতে পারি।

সিমিয়াস : আমারও সেইরূপ মনে হয়।

সক্রেটিস : উত্তম। সুতরাং আমাদের সামনে রয়েছে দুটো প্রস্তাবনা যা পরস্পর বিরোধী। দেখো কোনটি তোমার মনোমতো। শিক্ষা কী বস্তুত স্মরণের রীতি, অথবা আত্মা কী এক শৃঙ্খলা?

সিমিয়াস : সক্রেটিস, আমি দুইয়ের মধ্যে অবশ্যই প্রথমটিকে পছন্দসই মনে করছি। আমি দ্বিতীয়টিকেও মেনে নিতে পারতাম, সাধারণ সম্ভাব্যতা ও প্রলুব্ধতা—যে কারণে সর্বসাধারণের কাছে এর আবেদন—তার কোনো ইতিবাচক প্রমাণ ব্যতিরেকেই। আমি আমার জ্যামিতি ও অন্যান্য বিষয় যার সূত্র সাধারণ সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল, তার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এইসব তত্ত্ব প্রায়শই কৃত্রিমোন্মুখ ও অত্যন্ত অধিক ভ্রান্তি উদ্রেককারী হয়, অবশ্য যদি না কেউ খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে,

শিক্ষা ও স্মরণকর্ম বিষয়ক তত্ত্বে আসলে এমন তুলনা মূলে সিদ্ধ যা প্রকৃতিগত ভাবেই গ্রহণীয়। বলতে চাই, আত্মার পূর্ব-অস্তিত্ব যথার্থতার অস্তিত্বের—যা আত্মার দৃষ্টি ক্ষমতায় দৃশ্য—সহযোগে সুদৃঢ় থাকে অথবা পতনোন্মুখ হয়। এবং আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে বাস্তবতার অস্তিত্ব এক অধিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও পরিশ্রমসহকারে প্রমাণিত হয়েছে যে এ প্রস্তাবনা আমার পক্ষে মেনে নেওয়ায় কোনো বাধা নেই। সুতরাং যেন আমার মনে হচ্ছে, আত্মা যে এক শৃঙ্খলা—এই প্রস্তাব বাতিল করতে আমি বাধ্য হয়েছি, তা সে আমার নিজের কাছ থেকেই উত্থাপিত হোক বা অন্য কোনোখান থেকেই উত্থাপিত হোক না কেন।

সক্রেটিস : সিমিয়াস, আমরা কী এটা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি? তুমি কী স্বীকার করো যে কোনো এক শৃঙ্খলার চরিত্র অথবা অন্য কোনো যৌগিক বস্তুর চরিত্র তাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের চরিত্রের উপর নির্ভরশীল।

সিমিয়াস : সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

সক্রেটিস : এদের উপাদানেব কোনোপ্রকার পরিবর্তন ছাড়া এদের কোনো পরিবর্তন সাধিত হ'তে পারে না?

সিমিয়াস : না, পারে না।

সক্রেটিস : অর্থাৎ মনে হয় শৃঙ্খলার পরিবর্তন নিশ্চয়ই তার উপাদানের কিছু বদলেরই ফলাফল কিন্তু এর উল্টোটা নয়?

সিমিয়াস : আমি মানতে বাধ্য।

সক্রেটিস : তাহ'লে এটা প্রশ্নাতীত যে একটি শৃঙ্খলা এমন কোনো নড়াচড়া অথবা ধ্বনি অথবা অন্য কিছু করবে না যা এর উপাদান সমূহের চরিত্রের সঙ্গে বিরোধ ঘটাতে পারে।

সিমিয়াস : ঠিকই তো।

সক্রেটিস : উত্তম। এখন তবে কোনো একটি শৃঙ্খলার চরিত্রের অংশও নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা হ'তে হবে, অবশ্য ব্যবহৃত সুরসংযোজনার বিশেষ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল অবস্থায়?

সিমিয়াস : আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন।

সক্রেটিস : আমি বলতে চাই বিভিন্ন সুরারোপ বিভিন্ন প্রকার সুরশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, বিভিন্ন পরিমাপের সুরশৃঙ্খলা হয়। অন্যথা, উঁচু পর্দায় যদি সুর বাঁধা হয় এবং তারগুলোর মধ্যে যদি বেশি দূরত্ব রাখা হয়, তবে তা অধিক সুরশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এর উল্টোটাও ঘটে। যদি পর্দা নীচু হয়, এবং তারের দূরত্ব কম হয় তবে সুরশৃঙ্খলায় খামতি থাকবে এবং নীচু পর্দায় সুর-সঙ্গতি সৃষ্টি হবে। কিন্তু এটা তো অসম্ভব ব্যাপার, তাই নয় কী?

সিমিয়াস : একেবারেই অসম্ভব।

সক্রেটিস : তাহ'লে আত্মার ব্যাপারটা কী হচ্ছে? একটি আত্মা অন্য একটি আত্মার তুলনায় বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর হ'য়েও, এমন কী অতি ক্ষুদ্র আনুপাতিক হওয়া সত্ত্বেও তার 'আত্মা' হয়ে উঠতে পারে?

সিমিয়াস : না, এ ব্যাপারটা অসম্ভব।

সক্রেটিস : কিন্তু আমরা কি বলি না যে কোনো আত্মার ধীশক্তি আছে, নৈতিকতা ও মহত্ত্বও আছে এবং অন্য আত্মা নির্বোধ, নিম্নমানের ও অধম? এবং এই কথা বলায় কী যৌক্তিকতা নেই?

সিমিয়াস : সঠিক বলি।

সক্রেটিস · বেশ তাই যদি হয়, 'আত্মা একটি শৃঙ্খলা' এই তত্ত্বের প্রবক্তারা কী বলেন এইসব গুণগ্রামই বস্তুত আত্মা, অর্থাৎ বলতে চাই, নৈতিকতা ও অনৈতিকতা? তাঁরা কী এগুলোকে দ্বিতীয় পর্যায়ের শৃঙ্খলা অথবা বৈসাদৃশ্য আখ্যা দেন? তাঁরা কী বলবেন, মহৎ

আত্মা, যা এক অর্থে একপ্রকাব শৃঙ্খলা, তারও অন্তর্লীন রয়েছে অন্য শৃঙ্খলা? তাঁরা কী আরো বলবেন, অধম আত্মাও একপ্রকারের শৃঙ্খলা, যদিও সেই আত্মার অন্তর্লীন কোনো দ্বিতীয় শৃঙ্খলা নেই?

সিমিয়াস : আমি তাঁদের পক্ষ অবলম্বন ক'রে কোনো মন্তব্য করায় অসমর্থ। তবে অবশ্যই এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণের এরকমই কিছু বক্তব্য থাকাটা স্বাভাবিক।

সক্রেটিস : আমরা অবশ্য ইতিমধ্যে মেনে নিয়েছি যে একটি আত্মা অন্য আত্মার চেয়ে কোনো প্রকারেই অধিক বা অনধিক আত্মা নয়। এর ফলে এটাও মেনে নিতে হয় যে একটি শৃঙ্খলা অন্য কোনো শৃঙ্খলার তুলনায় অধিক বা অনধিক শৃঙ্খলা নয়, তাই নয় কী?

সিমিয়াস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : তবে যদি কোনো এক শৃঙ্খলাপ্রকরণ অন্য কোনো শৃঙ্খলা থেকে অধিক বা অনধিক না হয়, সেক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হবে যে সবগুলোই সমপরিমাণে অন্তর্লীনতায় শৃঙ্খলাযুক্ত। এ কথা কী যথার্থ বলে মনে হয় না?

সিমিয়াস : হ্যাঁ এটা যথার্থ।

সক্রেটিস : যদি সবগুলো সমপরিমাণে শৃঙ্খলাযুক্ত হয়, তবে কী একটা শৃঙ্খলাপ্রকরণ অন্য একটির তুলনায় অধিক বা অনধিক সুশৃঙ্খল হ'তে পারে, না কী সবগুলোর মধ্যে একই পরিমাণে তা থাকবে?

সিমিয়াস একই পরিমাণে থাকবে।

সক্রেটিস : সেক্ষেত্রে, অবশ্যই একটি আত্মা, যা অন্য কোনো আত্মার থেকে অতিরিক্তভাবে আত্মা নয়, তাও অবশ্যই অন্য সব আত্মার তুলনায় অন্তর্লীনভাবে একপরিমাণে শৃঙ্খলাময় হবে।

সিমিয়াস : আমি তা স্বীকার করি।

সক্রেটিস : এ যদি যথার্থ হয় তবে একটি আত্মা অন্য কোনো আত্মার তুলনায় অধিক শৃঙ্খলাযুক্ত অথবা বিশৃঙ্খল হ'তে পারে না।

সিমিয়াস : যুক্তিগতভাবে এটাই সঠিক।

সক্রেটিস : মেনে নেওয়া গেছে যে নৈতিকতা একপ্রকারের শৃঙ্খলা এবং অনৈতিকতা একপ্রকারের বিশৃঙ্খলা, এর অর্থ কী তবে এই নয় যে, একটি আত্মার পক্ষে অধিক পরিমাণে অনৈতিকতা অথবা নৈতিকতা অন্য কারো তুলনায় বহন করা অসম্ভব ব্যাপার?

সিমিয়াস : ঠিকই তো, অসম্ভব ব্যাপার।

সক্রেটিস : বাস্তবপক্ষে, সিমিয়াস, যদি আমরা এই তর্কসূত্রের যুক্তিনির্ভর প্রতিপাদ্যের অনুসরণ করি তবে বলতে হবে, কোনো আত্মায় কোনো প্রকার অনৈতিকতা বিদ্যমান থাকতে পারে না, যদি আত্মাটি যথার্থই শৃঙ্খলাযুক্ত হয়। দেখো, এই শৃঙ্খলা ব্যাপারটা বস্তুতপক্ষে একপ্রকারের পূর্ণতা; এর কোনো মাত্রা থাকাটা সম্ভব নয়; তা কখনোই নিজের ভেতরে শৃঙ্খলার অভাব রাখতে পারে না।

সিমিয়াস : অবশ্যই পারে না।

সক্রেটিস : সুতরাং কোনো আত্মাও তেমনি, যা বস্তুতপক্ষে পূর্ণতা একই বিচারে, যে কোনো মাত্রায়, তার ভেতরে কোনোপ্রকার অনৈতিকতা থাকতে পারে না।

সিমিয়াস : অবশ্যই থাকতে পারে না, অন্তত এই তর্কানুসারে।

সক্রেটিস : তা হ'লে এই তর্কসূত্রের পরিণতি হ'চ্ছে যে প্রত্যেক আত্মা প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর সমপরিমাণে নৈতিকগুণসম্পন্ন; অর্থাৎ আত্মা হিসেবে সকল আত্মাই একে অন্যের অনুরূপ।

সিমিয়াস : আমার তো মনে হয় এটি অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত।

সক্রেটিস : সঠিক, বেশ কিন্তু সত্য তো? আমরা কী এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হতাম যদি আমাদের প্রথম সূত্র অর্থাৎ আত্মা একপ্রকারের শৃঙ্খলা, সঠিক না হতো?

সিমিয়াস : না, আমি নিশ্চিত আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হতাম না।

সক্রেটিস : তবে এসো আমরা প্রথম থেকে আবার শুরু করি। সম্পূর্ণরূপে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ কি ভাবে হয় ব'লে তুমি মনে করো? তা কী আত্মা নয়, বিশেষত যদি আত্মা যথার্থ জ্ঞানবান হয়।

সিমিয়াস : আমি তাই মনে করতে বাধ্য।

সক্রেটিস : আত্মা কী, দেহ যে অভিজ্ঞতাসমূহের মারফৎ অনুভূতি লাভ করে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নাকি তার বিরোধিতা করে? আমি বলতে চাই, দেহকে বিপরীত দিকে চালনার দ্বারা, অর্থাৎ পান না করায় প্ররোচিত করে বিশেষত যখন খুব বেশি জ্বরের প্রকোপে দেহ তৃষ্ণার্ত বোধ করে। অথবা পুনরায়, আত্মা দেহকে আহার থেকে বিরত থাকতে প্ররোচিত করতে পারে, যদিও তা হয়তো তখন ক্ষুধার্ত। আমি যদি ভুল না বলে থাকি, এমন সংখ্যাতীত বিষয় আছে যখন আত্মা দেহের দাবীর বিরোধিতা করতে পারে।

সিমিয়াস : আপনি যথার্থই বলেছেন।

সক্রেটিস : কিন্তু আমরা কি আগে স্বীকার করি নি যে, যদি আত্মা সুশৃঙ্খলই হয় তবে তা কোনোভাবেই এই শৃঙ্খলার উপাদান সমূহের— উত্তেজনা অথবা বিশ্রাম অথবা কম্পন-এর সঙ্গে কোনো বিরোধিতায় যেতে পারে না? আমরা কি স্বীকার করি নি যে আত্মা তার উপাদানসমূহের পরিবর্তনের অনুগামী এবং কখনো এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করে না?

সিমিয়াস : আমরা অবশ্যই একথা মেনে নিয়েছিলাম।

সক্রেটিস : এখন তা হ'লে আমরা কী বলবো? এখন তো দেখছি আত্মা এ মতের বিপরীত আচরণ করছে : আত্মা যে সব উপাদান দিয়ে গঠিত তারও পরিবর্তনের প্রচেষ্টারত। কোনো একজনের সমস্ত জীবনব্যাপী আত্মা প্রায় সর্বপ্রকার অনুভবযোগ্য ব্যাপারেই বিরোধিতা করছে। আত্মার ব্যবহার ঠিক যেন একজন

ক্রীতদাসের প্রতি তার প্রভুর ব্যবহারেরই সমতুল। আত্মা কখনো কখনো অত্যন্ত কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রচলন করতে চায়, যেমন শারীরিক কসরৎ এবং নিয়মনিষ্ঠ খাদ্যাভ্যাস, আবার কখনো অবশ্য বেশ কোমল কিছু; কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মা ভীতিপ্রদর্শনও করে, এবং অন্য কোনো ক্ষেত্রে সুকুমার মিনতি। সর্বদা, যেন সে আকাঙ্ক্ষার আবেগের সঙ্গে উষ্মার সঙ্গে ও ভীতির সঙ্গে চলমান এক বিতর্ক চালাচ্ছে, যেন সে নিজে এই সবের চেয়ে অনেক দূরের কেউ। এব ফলে আমার ওডেসিতে রচিত হোমরের লাইনগুলো মনে পড়ে, যেখানে তিনি বলছেন যে ওডিসিয়ুস :

চাপড়ায় তাঁর বুক আর কয় যেন আত্মারে তাঁর :[৫৩]
'সাহস, হৃদয় আমার, সয়েছো দুঃখ তুমি ঢের বেশি।'

তোমার কী মনে হয় হোমর যদি জানতেন, আত্মা আসলে শৃঙ্খলা, যার কাজই হচ্ছে দেহজ আবেগের দ্বারা তূষ্ণীভূত হওয়া, তবে এই ছত্র রচনা করতে সক্ষম হতেন? নিশ্চয়ই তিনি ভেবেছিলেন তা এমন একটা কিছু যা আবেগসমূহ দমন করতে এবং আবেগের উপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম, যেন তা এমন একটা কিছু যা সামান্য শৃঙ্খলার তুলনায় অনেক বেশি পবিত্র?

সিমিয়াস : সক্রেটিস, আমার বিশ্বাস আপনি যা বলছেন তা সর্বৈব সত্য।

সক্রেটিস : সুতরাং তুমি লক্ষ করছো, যে দিক থেকেই আমরা ব্যাপারটা দেখি না কেন, আত্মাকে একপ্রকারের শৃঙ্খলা ব'লে অভিহিত করার পক্ষে কোনো যৌক্তিকতা নেই; আমরা তাহ'লে হোমরের উদ্দীপিত কাব্যের বিরোধিতা করবো এবং তৎসহ আমরা নিজেদেরও বিরোধিতা করবো।

সিমিয়াস : তা আমরা নিশ্চয় করবো।

সক্রেটিস : উত্তম। আমরা নিশ্চয়ই আমাদেব স্থানীয় দেবী সুরশৃঙ্খলার প্রতি আমাদের প্রভূত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি। এখন, সেবেস, তাঁর পতিদেবতার[৫৬] ব্যাপারটা ভাবা যাক? তাকে তুষ্ট করতে কোন ধরনের শব্দসম্ভার আমাদের সজ্জিত করতে হবে?

সেবেস : আপনি কাউকে আহত করতে পারেন তা আমি ভাবতেও পারি না। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে সুরশৃঙ্খলার তত্ত্বের প্রতিকূলে আপনার যুক্তিসমূহ কল্পনাতীতরূপে আকর্ষণীয়; যখন সিমিয়াস তাঁর তত্ত্ব নিবেদন করছিলেন, তখন আমার এরূপ সন্দেহ হয়েছিল যে কেউ হয়তো বা তাঁর তত্ত্বটিকে পরাস্ত বা নস্যাৎ করতে সমর্থ হবেন না। সুতরাং এটা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা হয়েছে যখন সেই তত্ত্ব আপনার যুক্তির প্রথম আক্রমণেই ধরাশায়ী হ'তে দেখলাম। এখন আমার ভয় হচ্ছে বা কাডমুসের তত্ত্বেরও একই দুর্ভাগ্য লাভ হবে।

সক্রেটিস : প্রিয় সেবেস, আমাকে এতো বেশি স্তুতিবাক্য শোনাবে না। তার ফলে আমাদের অজাত তর্কের উপর তুমি হয়তো বা এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রয়োগ করবে। যা হোক, এ সবই ঈশ্বরের হাতে। আমাদের কাজ হ'চ্ছে কেবল পৌরাণিক রীতিতে মানুষে মানুষে সংঘর্ষ। তাই দেখা যাক তোমার বক্তব্যে কোনো সত্যতা আছে কি না।

তোমার দাবির মূল সূত্রগুলো হ'চ্ছে : তোমার মতানুসারে আমাদের আত্মার মৃত্যুহীনতা ও ধ্বংসহীনতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। তা না হ'লে, দার্শনিক যিনি অত্যন্ত আত্মসচেতনতার সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর মুখোমুখি হন, এই বিশ্বাসে যে তাঁর পৃথিবীতে যাপন করা দার্শনিক জীবন তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পরে অন্যলোকে পক্ষপাত ব্যবহার লাভে সহায়তা করবে। তিনি বস্তুত আত্মতৃপ্তির ভাবনা চর্চা করে থাকেন এবং তার ফলে বাস করেন মূর্খের স্বর্গে। এটুকুই পুরোটা নয়, তোমার মতানুসারে, আমাদের আত্মা যে আমরা মনুষ্য জীবন লাভ করার পূর্বেও বর্তমান ছিলো তা প্রতিষ্ঠা করা অথবা প্রমাণ করা যে আত্মা সহজাতভাবে দীর্ঘস্থায়ী এবং তার ঐশ্বরিক গুণাবলী রয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা যুগ্মভাবেও আত্মা যে অমর, সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে সহায়ক হয় না। এ থেকে অবশ্যই এমন ইঙ্গিত লাভ সম্ভব যে আত্মা অত্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী জীবন্ত থাকে; সম্ভবত এমন কী প্রায় অনন্তকাল জীবন্ত ছিলো আমাদের

জন্মেরও পূর্বে এবং সে সময়ে আত্মা যেমন ছিলো এক অতীব ধীশক্তিসম্পন্ন সত্তা ও নানা বিচারে অত্যন্ত কর্মক্ষম। অথচ এসব থেকেও প্রমাণিত হয়না যে আত্মা বস্তুত অমর। এটা ভালভাবেই বোঝা যায় যে আত্মার কোনো মনুষ্য দেহে প্রবেশের ঘটনা আসলে একধরনের ভয়ানক অসুখ যার ফলে তার আয়ু হ্রাস পায়। অবশেষে মনুষ্যজীবনকালে তার পুষ্টি বিনষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা ধ্বংস পায়। যাকে আমরা বলি মৃত্যু। আরোও, তোমার মতানুসারে, আত্মা কেবল একটি শরীরে প্রবেশ করুক বা ক্রমান্বয়ে একাধিক শরীরে প্রবেশ করুক না কেন, তাতে কোনো ইতর বিশেষ হয় না। একেকজন ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে, আমরা তথাপি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হ'তে বাধ্য কারণ কোনো একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এটাই উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া বিশেষত যখন তার কাছে আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করার পক্ষে যেমন কোনো জ্ঞান, তেমনি কোনো যুক্তি লভ্য হয় না।

সেবেস, এইটিই মোটামুটি ভাবে তোমার মত। তোমার কথিত সমস্ত সিদ্ধান্তই যাতে উল্লেখ করা যায় তাই আমি পরিশ্রম সহকারে সব কিছু স্মরণ করবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য তুমি যদি এর সঙ্গে আরো কিছু যোগ করতে চাও বা কোনো কিছু বাতিল করতে চাও, তবে দয়া ক'রে তা করতে পারো।

সেবেস : এই মুহূর্তে আমার কোনো বিষয় যুক্ত বা বিযুক্ত করবার প্রয়োজন নেই। আপনি যেমন বর্ণনা করলেন আমার অবস্থা ঠিক অনুরূপ।

(এইসময় সক্রেটিস যেন শব্দহীন ধ্যানে তলিয়ে গেলেন। অতঃপর খানিকটা সময় কেটে গেলে তিনি পুনরায় বলতে শুরু করলেন :)

সক্রেটিস : তোমার যাজ্ঞা বড়ো বেশি, সেবেস। আমাদের প্রয়োজন হবে সৃষ্টি ও লয়ের কারণ সমূহের বিস্তারিত পরীক্ষা করার। অবশ্য, যদি তুমি ইচ্ছে করো, তবে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার

দিক থেকেও এই বিষয়টি বিচার করতে রাজি আছি। তখন, আমার বক্তব্যে যদি তুমি কোনো কিছু রহস্য উন্মোচক আছে ব'লে মনে করো তবে তা তুমি তোমার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করতে পারো।

সেবেস : আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

সক্রেটিস : উত্তম। তাহ'লে আমি বাক্যব্যয় করতে রাজি আছি, তুমি শ্রবণ করো।

আমি যখন অল্পবয়সী, সেবেস, তখন আমি অবিশ্বাস্যরূপে আসক্ত হয়েছিলাম দর্শনের একটি শাখায় যাকে বলা হয় প্রকৃতি বিজ্ঞান। আমার কাছে বিজ্ঞান বস্তুত ছিলো জ্ঞানপর্বতের শিখর সদৃশ্য। এতেই জানা যায় কী থেকে সকল বস্তুর সৃষ্টি হয়, কী থেকে সকলপ্রকার পরিবর্তন আসে, এবং কী থেকেই বা পরিবর্তন বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমার এমন মানসিকতা নিয়ে, আমার সমস্ত উৎসাহ নিয়ে, আমি উন্মত্তের ন্যায় আমার প্রারম্ভিক অনুসন্ধান শুরু করলাম। নিজেকে এই ধরনের প্রশ্ন করতাম : 'জীবন্ত প্রাণীসকল কী মূলত তাদের পুষ্টি লাভ করে, যেমন অনেকে মনে করেন, এমন একটি বস্তু থেকে যা হয় উত্তাপ ও শীতলতার পরিবর্তনের[৩৩] ফলে?' অথবা পুনরায়, 'আমরা কী মনে করি, তা বস্তুত শোণিত অথবা বায়ু অথবা অগ্নি অথবা এগুলোর একটাও নয়? স্মৃতি[৩৪] এবং মতামত কী দৃশ্যের সংবেদনশীলতা, শ্রবণের ও ঘ্রাণশক্তির, যা মস্তকের ভেতরের মস্তিষ্কের দ্বারা তৈরি? এবং এটা কী সত্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সংবদ্ধ হ'য়ে ওঠা স্মৃতি ও মতামতের থেকে? এই ঘটনার সৃষ্টি ও লয় উভয়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং আমি আরো অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম পার্থিব ও অপার্থিব সর্বপ্রকার বস্তু নিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে আমি আশ্চর্যজনকভাবে প্রকৃতিগত হিসেবে এইসব অনুসন্ধানের পক্ষে অপারদর্শী। এই সিদ্ধান্তে কেন পৌছিয়েছিলাম তা আমি তোমাকে বিবৃত করছি : আমি বিজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে এমন

অন্ধ হয়েছিলাম যে আমার ধারণায় পূর্বে আমি যা কিছু জানতাম সে সব কিছু বস্তুতপক্ষে আমি অজানিত হয়েছিলাম; যে সব ব্যাপার, যা আমার মতে, এবং অন্যদের মতানুসারেও, আমি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করেছিলাম। এমন সব বহুবিধ বিষয় ছিলো, কিন্তু আমি উদাহরণ হিসেবে কেবল একটিই নেবো, সে প্রশ্নটি হচ্ছে : 'মানুষ কেন বৃদ্ধি পায়?'

প্রারম্ভে আমি ভাবতাম এর উত্তর বস্তুত খুবই স্বাভাবিক : খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের দ্বারা। খাদ্য, আমার মতে, যখন দেহের পক্ষে মাংস গঠিত হবার প্রয়োজন তখন তা তৈরি করে, অস্থিসমূহের বৃদ্ধি ঘটায়, এবং তুলনামূলকভাবে দেহের অন্যসকল উপাদানের বৃদ্ধি ঘটায়। সুতরাং, আমি ভাবতাম, শরীরের সর্বমাত্রিক বৃদ্ধি ঘটে; এবং তাই একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য ক্রমে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়। এই ছিল আমার আদি ধারণা : এটা আমার মনে হ'তো সাধারণজ্ঞান তুল্য। তোমার কী মনে হয়?

সেবেস : আমি একথা স্বীকার করি।

সক্রেটিস : আবার অন্য একটা উদাহরণ দি : দেখো এইটি তোমার সহমত হয় কি না। আগে আমার বিশ্বাস ছিলো, যদি বলি যে একজন দীর্ঘাকার মানুষ খর্বাকার একজনের পাশে দাঁড়ালে প্রথমজন দ্বিতীয়জনের চেয়ে শুধু মস্তকের দিক থেকে দীর্ঘ হবে, এবং তেমনি হবে অশ্বের ক্ষেত্রেও,—এ কথা বলাই যথেষ্ট। অথবা যদি আমরা আরো কম বিতর্কিত উদাহরণ নি,—আমি মনে করতাম ১০ আসলে ৮ এর চেয়ে অধিক কারণ তাতে ২ যুক্ত হয়েছে; এবং ভাবতাম ২ ফুট মাপ ১ ফুট মাপের চেয়ে বেশি কারণ তা আপন দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দৈর্ঘ্যে দীর্ঘতর।

সেবেস : তা হ'লে বর্তমানে আপনার এই বিষয়ে মতামত কী?

সক্রেটিস : আমার বর্তমান মত প্রায় স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে আমি ঐ দুয়ের একটিকেও যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হই নি। বস্তুতপক্ষে, আমি এমন কী মনস্থির করতে পারি নি, যদি ১ এবং ১ যোগ করা হয় তবে কি ঘটে। এর প্রথম অথবা দ্বিতীয়

এককটি কী ২-এ পরিণত হয়? অথবা উভয়ই ২-এ পরিণত হয় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগের কার্যকারিতার ফলস্বরূপ? যদি দুটি এককের প্রত্যেকটি ১ এবং ২ না হয়, তবে যখন তাদের বিযুক্ত করা হবে একক অন্য থেকে, আমি বুঝতে পারি না কেন কেবল তাদের পাশাপাশি স্থাপন ক'রে ২-এ পরিবর্তিত করা হবে। অথবা দেখা যাক উদাহরণ হিসেবে যখন একটি একক-কে বিভাজন করা হয় : তার ফল হয় দুটি একক, অথচ আমি নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে '২' বস্তুটি কেবলমাত্র বিভাজন প্রক্রিয়ার ফল। এই ব্যাখ্যা পূর্বতন উদাহরণের বিপরীত : '২' বস্তুটি আসলে একই, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে একের অন্যটির সন্নিধির কারণ দর্শানো হ'চ্ছে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একককে অন্যটি থেকে বিযুক্ত করাই কারণ। আমি এমন কী, নিশ্চিত নই যে, কোন উপায়ে প্রথমত একটি একক গ'ড়ে উঠতে পারে। এই পদ্ধতিতে চর্চা ক'রে, আমি কেন বস্তুত অস্তিত্ব আছে—এই বিষয়ে সকল প্রশ্নেই বিমূঢ় হ'য়ে পড়ছি, আরো কেমন ক'রে তারা অস্তিত্বলাভ করে অথবা কেমন করেই বা তাদের অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটে। ফলত, আমি এই পথে অনুসন্ধান পরিত্যাগ করলাম এবং আমার আপন উদ্ভাবিত অন্য একটি পদ্ধতিতে নিতান্ত অপটুভাবে অনুসন্ধান চালাতে গিয়েও আমি সব কিছু ভণ্ডুল ক'রে ফেলছি।

আমার ভাবনার দ্বিতীয় মোড় হলো যখন আমি শুনলাম এক ভদ্রলোক একটি গ্রন্থ থেকে পাঠ করছিলেন, তিনি জানালেন গ্রন্থটি আনাক্সাগোরাস-এর রচনা। তিনি আরো জানালেন যে সর্ববস্তুর অস্তিত্বের নিয়ামক শক্তি আসলে বুদ্ধি। আমি এই ব্যাখ্যায় খুবই আকর্ষণ বোধ করলাম। সমস্ত কিছুর কারণ বুদ্ধি জেনে আমার অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব হ'লো এবং আমি তা যেটুকু বুঝেছিলাম, তা হচ্ছে, যদি বুদ্ধি নিয়ামক শক্তি হয় তবে সব কিছুই স্থিরীকৃত ও সজ্জিত হবে যথেষ্ট উৎকৃষ্টভাবে। সে ক্ষেত্রে, যিনি কোনো কিছুর সৃষ্টি অথবা লয় অথবা অস্তিত্বের ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে চান তাঁকে শুধুমাত্র আবিষ্কার করতে হবে

কোন বিশেষ উৎকৃষ্ট উপায়ে ঐ বস্তু অস্তিত্ববান অথবা পরিবর্তিত অথবা পরিবর্তনশীল হয়। এই প্রক্রিয়ার যুক্তিবাদে, একজন ব্যক্তির যা কিছু কেবল অনুসন্ধান করতে হবে মনুষ্যত্ব বিষয়ে অথবা বিজ্ঞানের অন্য কোনো শাখার পঠনপাঠনে তা হ'চ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মহত্ত্বের অনুসন্ধান—যদিও তাকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে কোনটা তদনুরূপ উৎকৃষ্ট নয়, যেহেতু কোনো কিছু বিষয়ে জ্ঞান পরোক্ষভাবে অন্য বিষয়ে জ্ঞানলাভে সহায়ক হয়।

এই মতাদর্শের অনুগামী হ'য়ে, আমি ভাবলাম, খুবই উল্লাসের সঙ্গে, যে আমি আনাক্সাগোরাসের মধ্যে এমন একজন শিক্ষক লাভ করলাম যিনি বুদ্ধির তৃপ্তিদায়ী উপায়ে এই বিশ্ব বিষয়ে ব্যাখ্যা দান করতে সমর্থ হবেন। ভেবেছিলাম, হয়তো বা তিনি আরম্ভ করবেন এই ব্যাখ্যার দ্বারা যে, পৃথিবী সমতল বিশিষ্ট না কি গোলাকার, এবং তারপরে নির্দিষ্ট যুক্তি দিয়ে বলবেন, কোন কারণে তা সেইরূপ হ'তে বাধ্য, দুটি বিকল্পের মধ্যে একটির অধিক উৎকর্ষতা বিচারের দ্বারা। আমি আরো ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো বা দাবি করবেন যে এই পৃথিবী বস্তুত এ নিখিলবিশ্বের ঠিক মধ্যিখানে বিরাজিত। বিশদভাবে তিনি ব্যাখ্যা করবেন কোন কারণে পৃথিবীর এই স্থিতিই উৎকৃষ্টতম। যদি তিনি এইসব বিষয় প্রদর্শন করাতে সক্ষম হতেন, তবে আমি অন্য কোনো বিকল্প ব্যাখ্যার অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকতে রাজি ছিলাম। আমি তো মানসিকভাবে তৈরি হয়েই ছিলাম সূর্যের বিষয়ে যা সত্য তা জানার জন্য, অনুরূপভাবে চন্দ্র ও তারকানিচয় বিষয়েও। আমি আশা করেছিলাম, তাদের পরিক্রমণ কক্ষ এবং আপেক্ষিক গতি এবং তাদের অন্যসব আচরণের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবো। আশা করেছিলাম আমাকে বলা হবে, এদের প্রত্যেকে যে ধরনের আচরণ করে কেন সেই ধরনের আচরণই তাদের পক্ষে শ্রেয়। আমার কখনো মনে হয় নি যে আনাক্সাগোরাস, বিশ্ব পরিচালিত হয় বুদ্ধির দ্বারা—এই মতের প্রবক্তা ব'লে কথিত, তিনি

বস্তুপুঞ্জ যা যা আচরণ ক'রে থাকে তা তা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আচরণ এই ব্যাখ্যার পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং আমি অনুসন্ধান করেছিলাম, তিনি একক মহত্ত্বের বিচারে একক সংঘটনের বিষয় ব্যাখ্যা করবেন এবং তদনুসারে বিশ্বসংপৃক্ত মহত্ত্বের আলোয় সমগ্র নিখিল বিশ্বের। কোনো নৃপতির ঐশ্বর্যের বিনিময়েও আমি আমার আশা পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলাম না। বিন্দুমাত্র সময় অপচয় না ক'রে তাঁর পুস্তকাবলী ক্রয় করেছিলাম, এবং পরম মহত্ত্বের প্রকৃতি আবিষ্কার করার আগ্রহে উদগ্রীব হ'য়ে ন্যুব্জঘাড়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমি সে সব পাঠ সমাপন করেছিলাম।

বন্ধু, উচ্চাশা অবশেষে তিক্ত নিরাশায় রূপান্তরিত হয়েছিলো। যেমন আমার পাঠকর্ম এগোচ্ছিলো, আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম যে এই ব্যক্তি আনাক্সাগোরাস এইসব বিষয় গঠিত করার জন্য মেধার ভাবনাকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছেন না। না, তিনি ব্যবহার করছিলেন, 'বায়ু' এবং 'ইথার' এবং 'বারি' এবং অন্য সব অনুরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রবণতাসমূহ। তাঁর পদ্ধতির তুলনা আমি করতে পারি সেই ব্যক্তির সঙ্গে যিনি বলেছিলেন: 'সক্রেটিস যা কিছু সম্পাদন করে তা সকলই তার মেধার কার্যকারিতা', এবং তারপর ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন আমার বিভিন্ন কার্যের নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে। 'সক্রেটিস এই মুহূর্তে বসবার মতন ক'রে রয়েছে কারণ তার শরীর অস্থি ও পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত। অস্থিগুলি দৃঢ় এবং সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে ফাঁকা অংশের অস্তিত্ব আছে প্রতি জোড়ে। পক্ষান্তরে পেশীতন্তুগুলি প্রসারণ ও সঙ্কোচনপ্রবণ; এগুলো অস্থিগুলিকে আবরিত করে রেখেছে, মাসের সহযোগে, এবং এই সবকিছুকে একত্রিত ক'রে রেখেছে গাত্র ত্বক। ফলে যখন সেগুলো আপনাপন কুক্ষিতে আবর্তিত হয়, তখন সক্রেটিসের পেশীতন্তুর প্রসারণ ও সঙ্কোচন তাকে তার হাত-পা ভাঁজ করতে এবং বর্তমান অবস্থানে আসতে সহায়তা করে। এই কারণেই সে এই মুহূর্তে এখানে এইরূপ ভাঁজ হ'য়ে বসে থাকছে।'

অথবা পুনরায়, আমাদের আলাপচারিতারও তিনি নানাপ্রকার বিবরণ দিতে পারেন, শব্দ উচ্চারণের শিরা ও বাতাসের কম্পন বিষয়ে, এবং তৎসহ শ্রবণের অনুভূতি ও শতেক আরো বিভিন্ন বিষয়ে, অথচ সম্পূর্ণরূপে আসল বিষয়টি বাদ দিয়ে—তা হ'চ্ছে যে আথেন্সের অধিবাসীবৃন্দর আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার যোগ্য বিবেচনা করা। এবং সেই কারণেই তারা আমাকে এখানে উপবেশনের যোগ্য হিসেবে দেখছে, এই বিশ্বাসে যে আমার বিরামহীনভাবে আথেন্সে উপস্থিতিই ন্যায় বিচারের দাবি ও আথেন্সের নাগরিকবৃন্দ যে শাস্তি আমাকে দেয় মনে করবে তা নির্বিবাদে আমার পক্ষে মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যদি আমি ভাবতাম অধিকতর ন্যায় ও সম্মানযোগ্য হবে আমার পক্ষে পলায়ন এবং পরবাসে আশ্রয়গ্রহণ, আথেন্সের স্থিরীকৃত শাস্তির নিকট আত্মসমর্পণ না ক'রে তবে, বিশ্বাস করুন, আমার অস্থিসমূহ ও পেশীতন্তুগুলি এই পরামর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ হিসেবে গ্রহণীয় ব'লে মনে করতো আর এতোক্ষণে মেগারা অথবা রোয়োটিয়ায় কয়েক সপ্তাহ ধ'রে বসবাস করতো। বিশুদ্ধ দেহগত কারণসমূহের উপর কোনো লেবেল আঁটা একেবারেই অসম্ভব কাজ, যেমন লেবেল এখুনি আমি আপনাদের বললাম, 'যুক্তিসমূহ'। যদি কেউ নির্দেশ করতে চাইতেন যে অস্থি ও পেশীসমূহের ইত্যাদি ছাড়াই আমি যা শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচনা করি তা পালন করতে সমর্থ, তবে তা যথেষ্ট সত্য হ'তো। কিন্তু আমার সমস্ত কার্যকারিতা পরিচালিত হয় আমারই বুদ্ধির দ্বারা—একথা ব'লে একই নিঃশ্বাসে ব্যাখ্যা দেওয়া যে কোনো কাজ করার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও কেবল আমার অস্থি ও পেশীর পরিচালনায় শ্রেষ্ঠতম কর্ম সম্পন্ন করা, আসলে ভাবনার চরম বিশৃঙ্খলার দ্বারা প্রতারিত হওয়া। মানুষ কী ক'রে যথার্থ যুক্তি পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে অসমর্থ হয় তা আমার কাছে বিস্ময়কর। এবং বিশুদ্ধ পূর্বশর্ত যা ব্যতিরেকে যথার্থ যুক্তি কার্যকর হ'তে পারে না—তাও চিহ্নিত করতে অসমর্থ হয়। আমার মনে হয় অধিকাংশ দার্শনিকগণই পূর্বশর্ত অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করেন; যখন তাঁরা এটাকে যুক্তি নামে অভিহিত করেন

তখনি তাঁরা শব্দটির অপব্যবহার ক'রে থাকেন। এইরূপে একজন দার্শনিক পৃথিবীর নিখিল বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতির কারণ মনে করেন, বহির্মুখী গতি; অন্যজন তখন দাবি করেন যে পৃথিবী এক বায়ুস্তম্ভ ধারণ ক'রে রয়েছে, যার উপর ঢাকনার মতন পৃথিবী অবস্থান করছে। তখন তাঁরা নিখিল বিশ্বের সংযুক্তির পশ্চাতে কোনো এক শক্তির অন্বেষণ করেন, তখন তাঁরা নিখিল বিশ্বের নিয়মনিষ্ঠার পশ্চাতে যে কোনো আবশ্যিক মহত্ত্বর অস্তিত্ব আছে, তাও মনে করেন না। তাঁদের কাছে এমন একটি শক্তিবও কোনো প্রকার অতিপ্রাকৃত ফলপ্রসূতা আছে ব'লে বোধ হয় না। যদি তাঁরা যথার্থ কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তবে তাঁরা পছন্দ করবেন যে আসলে এটলাস পৃথিবীটাকে পিঠে ধ'রে রেখেছে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মিক বন্ধন ও যথার্থ মহত্ত্বের অবিনাশী-শক্তির ভাবনাকে অবহেলা করবেন।

যদি কেউ আমাকে সত্য প্রকৃতির যুক্তির বিষয়ে শিক্ষা দান করতে পারেন তবে আমি মহানন্দে তাঁর ছাত্র হিসেবে নাম লেখাতে রাজি আছি। কিন্তু, প্রকৃতপ্রস্তাবে, যেমন আমি নিজে কখনো এই আবিষ্কারে সমর্থ হই নি তেমনি এমন একজনকেও প্রত্যক্ষ করি নি যিনি আমাকে শিক্ষাদানে সমর্থ। ফলত, আমি দীর্ঘ ঘুরপথেই গিয়েছি, সেবেস, যদি তুমি বাসনা করো তবে আমি কোন উপায়ে যথার্থ যুক্তির অনুসন্ধানে নিরত হয়েছিলাম সে বিষয়ে তোমাকে অবহিত করতে পারি।

সেবেস : আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনার মতামত জানতে চাই।

সক্রেটিস : বেশ, সেই নিরাশার পর, আমি ততদিনে প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয়ে পঠনপাঠন ত্যাগ করেছিলাম। আমি স্থির বুঝেছিলাম যে সাবধানতার প্রয়োজন, নতুবা যাঁরা সূর্যগ্রহণ দর্শন করেন, তাঁদের দুর্ভাগ্যের ন্যায়ই আমারো বেদনা লাভ হবে। তাঁরা যদি এই সূর্যগ্রহণ জলে বা ঐরূপ অন্য কিছুতে না দর্শন করেন তবে কখনো কখনো তাঁদের দৃষ্টিশক্তি হানিও হওয়া সম্ভব এবং আমি

যেন লক্ষ করলাম আমার ক্ষেত্রেও তেমনি কিছু একটা ঘটছে। আমার ভীতি জন্মালো এই ভেবে যে, যদি আমি নিরাবরণ চোখে ক্রমাগত পার্থিব বস্তুসকল নিরীক্ষণ করতে থাকি, চেষ্টা করি আমার দেহজ অনুভূতি দ্বারা তাদের অনুভব করতে, তবে আমি আমার আত্মাকে তার দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করবো। সুতরাং আমি স্থির করলাম, আমাকে বিশুদ্ধ যুক্তিতেই আস্থাবান থাকতে হবে এবং যুক্তিদর্পণে বস্তুর যে সত্যরূপ প্রতিবিম্বিত হয় তাকেই দর্শন করতে হবে। মনে হয়, আমার এ উপমা বোধ করি অযৌক্তিক হ'লো : আমার পক্ষে এমন পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি যুক্তির দৃষ্টিতে সত্যকে দেখে সে বাস্তব অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিটির তুলনায় কম সরাসরি দেখতে পায়। যাই হোক, এখান থেকেই আমার যাত্রারম্ভ। এবং আমার পদ্ধতি নিম্নোক্তরূপ ছিলো : প্রতিক্ষেত্রেই আমি, যা অত্যন্ত সম্ভাব্য তত্ত্ব ব'লে মনে হ'তো, তাই আমার মূল প্রকল্প ব'লে গ্রহণ করতাম।

কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত অথবা বিষয়টির অন্য কোনো দিকের অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ আমি সত্য ব'লে অথবা মিথ্যা ব'লে মেনে নিতাম প্রারম্ভিক প্রকল্পগুলির সঙ্গে তাদের সুসঙ্গতি বা বৈসাদৃশ্য অনুযায়ী। মনে হ'চ্ছে, তুমি আমার বক্তব্য পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারছো না। সুতরাং আমি যা বলতে চাই তা আরো বিস্তৃত ক'রে ব্যাখ্যা করছি।

সেবেস : আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি আপনার বক্তব্য একেবারেই বুঝতে পারি নি।

সক্রেটিস : আমি কেবল পুনরাবৃত্তি করছি তারই যা আমি সর্বদা ব'লে থাকি এবং কখনো বলায় বিরতি দিই নি। অন্যসব উপলক্ষেও, এর পূর্বে আমি একথাগুলি বলেছি। এবং আজিকার আমাদের আলোচনার কালেও আমি একথা বলেছি। এ ব্যাপারটা একেবারেই নতুন কিছু নয়। তবু আমি তোমাকে একটা বাস্তব উদাহরণ দেবো যাতে আমার চেষ্টা হবে কার্যকারণের প্রকৃতি

বিষয়ে আমার মতামতের ব্যাখ্যা দেওয়া। অত্যন্ত পরিচিত বিষয় বেছে নিচ্ছি এবং সেখান থেকেই শুরু করা যাক।

আমার মূল অনুমান এই যে সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও বিশালতা ইত্যাদি সবকিছু সত্য সত্যই আছে। তুমি যদি এই প্রকল্পের সঙ্গে একমত হও এবং যদি এই সবকিছুরই অস্তিত্বে আস্থাবান হও, তবে আমি আশা করি, আমার পক্ষে সহজতর হবে আবিষ্কার করা ও আত্মার অমরত্বের পক্ষে একটি যুক্তি প্রদর্শন করা।

সেবেস : আপনি অবশ্যই এই প্রকল্পটি গ্রাহ্য ব'লে ধ'রে নিতে পারেন এবং তদনুযায়ী আপনার সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হ'তে পারেন।

সক্রেটিস : আমি চাইবো কিছুসংখ্যক প্রস্তাব বিচার করতে এবং সেগুলো মেনে নেওয়া বিষয়ে আমরা একমত হ'তে পারি কিনা—তা জানতে। আমার অনুমান, সৌন্দর্য ব্যতীত যদি অন্য কিছুও সুন্দর হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সেই বস্তুর সুন্দর হবার একমাত্র কারণ তা-ও সৌন্দর্যেরই অংশীদার। এমনি করে এই প্রস্তাব অন্যসব গুণাবলীর ক্ষেত্রেও খাটবে। তুমি কী এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত?

সেবেস : হ্যাঁ, আমি একমত।

সক্রেটিস : আমার বোধগম্যতা দ্বারা আমি এই প্রস্তাবই মান্য মনে করি। এবং অধুনা প্রচল অন্যান্য সব নিজস্ব ব্যাখ্যার মাথামুণ্ডু বুঝতে আমি একেবারেই অপারগ। তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি : ধরা যাক কেউ একজন আমাকে বললেন, অমুক বস্তুটি সুন্দর কারণ এটার বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল অথবা আকৃতিটি মনোহর অথবা সেইরূপ অন্য কিছুর সমাহার—অধিক বিশেষণের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না, কারণ এ সব কিছুই আমার কাছে সমান বিভ্রান্তিকর। আমার প্রতিক্রিয়া থেকে আমি শুধুমাত্র আমার নিজস্ব সরল, অবৈজ্ঞানিক ও সম্ভবত সোজাসুজি মতামতই গ্রাহ্য ব'লে মনে করি যে এর সৌন্দর্য, কেবল সৌন্দর্য, যা এই বিশেষ বস্তুটিকে সুন্দর ক'রে তুলেছে। আমি

বিশ্বাস করি, সৌন্দর্য ও সুন্দর বস্তুর মধ্যে কোনো একটা আত্মীয়তা অবশ্যই আছে, হয় সেই বস্তুর মধ্যে উপস্থিত সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে, অথবা সেই বস্তুটির সৌন্দর্যের ঘটনায় অংশীদারী আছে ব'লে অথবা অন্য কোনো কারণের ফলে। এই মুহূর্তে আমি কোনো একটি বিশেষ সহমর্মিতার উল্লেখ জোর দিয়ে করতে চাই না কিন্তু আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে কোনো একটি বস্তুকে সুন্দর কেবলমাত্র সৌন্দর্যই করতে সক্ষম। আমার মতানুসারে, আমি অথবা অন্য কেউ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণীয় মনে করতে পারি কারণ এইটি-ই যথার্থ অনাক্রমণীয় প্রস্তাব; এবং যতদিন পর্যন্ত আমি এই প্রস্তাবানুসারী থাকবো ততদিন কোনো শক্তিই আমাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবে না। না, এই প্রস্তাবনা অর্থাৎ সৌন্দর্যই সকল বস্তুকে সুন্দর ক'রে তোলে, যথার্থই অভেদ্য এবং আমরা বা অন্য কারো দ্বারা ওমত আস্থাসহকারে পালিত হ'তে পারে। তুমি কি স্বীকার করো না?

সেবেস : আমি অবশ্যই স্বীকার করি।

সক্রেটিস : অনুরূপভাবে, বিশালত্ব, যা বিশাল বস্তুসমূহকে বিশাল বানায়, অধিক বিশালকে আরো অধিক বিশাল এবং ক্ষুদ্রত্ব, যা ক্ষুদ্রবস্তুপুঞ্জকে বানায় ক্ষুদ্র।

সেবেস : যথার্থ।

সক্রেটিস : তাহ'লে অনুমান হয়, তুমি বাতিল করবে এই বক্তব্য, যদি বলি 'ক', 'খ'র থেকে 'এক মাথায়' বৃহৎ, এবং ঐ 'খ', 'ক' থেকে সেই পরিমাণে[৭১] ক্ষুদ্রতর। তুমি হয়তো বলতে চাইবে, কেবলমাত্র বিশালত্ব, অন্য কিছু নয়, 'ক'-কে 'খ' থেকে যে কোনো উপমায় বৃহৎ করেছে এবং ক্ষুদ্রত্ব যা 'খ'-কে 'ক' থেকে ক্ষুদ্র করে। এবং আমি মনে করি, তুমি হয়তোবা বিব্রত হচ্ছো একথা প্রকাশ করতে যে 'ক' 'এক মাথায়' বৃহৎ, কারণ এ কথা বললে, অন্য কেউ তোমার বক্তব্য দুই দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। প্রথমত, সেই ব্যক্তি হয়তো বা বলবেন, আপনি

একই কারণে 'ক'-এর প্রতি বিশালতা ও 'খ'-এর প্রতি ক্ষুদ্রতার মাপ আরোপ করছেন। দ্বিতীয়ত, আপনি 'খ'-এর বৃহৎ মাপ আরোপ করেছে 'একমাথার' উপর : অথচ একটি মাথা, তিনি তর্ক জুড়বেন, এক ক্ষুদ্র বস্তু, এবং একথা অযৌক্তিক যে কোনো বিশেষ লোকের বিশালতা এমন কোনো বস্তুর প্রতি আরোপিত হবে যা স্বয়ং ক্ষুদ্র। তুমি কী এই প্রতিবাদে ভীত হবে?

সেবেস : (হাস্যসহকারে) সম্পূর্ণ ভীতিজনক।

সক্রেটিস : এসো আমরা অন্য একটা উপমা নিই। তুমি কী এমন বক্তব্যে ভীতিগ্রস্ত, যদি বলি, ২ সংখ্যাটি ১০ ও ৮-এর পার্থক্যজনিত অঙ্ক? তুমি কী পার্থক্যটা পরিমাণের প্রতি আরোপ করার দ্বারাই হিসেব করবে? অথবা পুনরায়, তোমার সন্দেহ আছে এই প্রস্তাবনায় যে, এ দৈর্ঘ্য নয় যা এক ও দুই হস্ত দৈর্ঘ্য নয় অথচ দুই হস্তের অর্ধেক হাতের পার্থক্যই কারণ? অবশ্যই কী এ বাধাগুলি সব এ ধরনের উদাহরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

সেবেস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : অথবা, পুনরায়, তুমি কী সাবধানতা অবলম্বন করবে যাতে না উল্লেখ করো যে দুটি বিষয়ের অস্তিত্ব হয় এক একক বিষয়ের সঙ্গে অন্য একটি একক বিষয়ের যোগফল, অথবা একটি একক বিষয়ের অর্ধেক করণ? তুমি উচ্চ স্বরে প্রতিবাদ ক'রে বলবে, আপনি যে কারণটিকে স্বীকার করেন এই ঘটনার যথার্থীকরণের জন্য তা অনুগামী সত্যের সংযুক্তিমাত্র। ফলত, এই বিশেষ উদাহরণে, যে ব্যাখ্যা আপনি কেবল নিবেদন করতে পারবেন তা হ'চ্ছে দ্বিত্বতায় দুই বিষয়ের অনুপ্রবেশের প্রকাশ। যদি সম্ভাব্য দ্বিত্বতাকে বাস্তবায়িত করতে হয় তবে বক্ষ্যমাণ বিষয় বা বিষয়সমূহের দ্বারা একতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এইসব সংযোগ নামক যোগে বিভাজনে চাতুরি বিষয়ে তোমার আর কিছুই করণীয় থাকবে না; এইসব সমস্যা জর্জরিত ধারণাগুলি অপরা অধিক বুদ্ধিমত্তার জন্য তোমাকে নিবেদন করতে হবে। তোমার নিজস্ব অনভিজ্ঞতার কারণে তোমাকে নিজের প্রকল্পের

নিশ্চিন্ততায় লিপ্ত থাকতে হবে এবং অত্যন্ত ভাবনাসংপৃক্ত মানসিকতায় চলতে হবে।

কিন্তু যদি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বিকল্প কোনো মূলগত প্রকল্পের যথার্থতায় আস্থাবান হয় তবে? এ ক্ষেত্রে, তুমি তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব পরিহার করে চলবে যত দিন না পর্যন্ত তুমি তার প্রকল্পের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখছো এবং স্থির বিশ্বাসে উপনীত হ'তে পারছো যে তার বক্তব্য তর্কশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সঙ্গতিপূর্ণ অথবা যুগ্মভাবে স্ববিরোধী। যদি এই পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হয় তখন তোমাকে পদ্ধতিটি পুনর্বার চর্চা করতে হবে। এবার মূল প্রকল্পটিকে অধিক ন্যায়সঙ্গত ও অধিক সামান্য প্রকল্পের অবরোহী হিসেবে ব্যবহার ক'রে তোমাকে এই কর্ম ক্রমান্বয়ে সাধন করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মূল প্রকল্পের যথার্থতার প্রশ্নটি নিশ্চিন্তভাবে সমাপ্তি পায়। তুমি যা করবে না তা হ'চ্ছে একইসঙ্গে কোনো প্রকল্পের অকাট্যতা এবং এর ফলাফলের সুসঙ্গতি বিষয়ে বিতর্ক, যেমনটি ক'রে থাকেন নাস্তিক তর্কশাস্ত্রবিদগণ আলোচ্য বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। ঐ পথে সত্যে পৌছানো যায় না, যদিও আমি মনে করি না তাতে তাদের কোনো মনোবৈকল্য ঘটে। তাদের কৃত্রিমতা তাদের আত্মপ্রসাদ অমলিন রাখতে সাহায্য করে, বিশেষত যখন তারা অন্য সব কিছুকেই মাংসের কিমা বানায়। আমি অবশ্য নিশ্চিত জানি, তুমি, একজন যথার্থ দার্শনিক হিসেবে, আমি যেমনটি বর্ণনা করেছি সেইরূপই করবে।

ফিডো : সিমিয়াস ও সেবেস একইসঙ্গে বললেন, সক্রেটিস যা বলেছেন তা ধ্রুব সত্য।

এখেক্রাটিস : ফিডো, আমারও অনুরূপ মনে হচ্ছে, এটা সক্রেটিসের প্রদত্ত একটি অত্যন্ত সরল উপমা। যে কেউ, এমন কী স্বল্প বুদ্ধিধারী যে কেউ এই বক্তব্য সহজেই অনুসরণ করতে পারবেন।

ফিডো : এখেক্রাটিস, যথার্থই এটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল। আমরা প্রত্যেকেই সেইরূপ অনুভব করেছিলাম।

এখেক্রাটিস : এবং বর্তমান শ্রোতার দলও তাই মনে করেন, যদিও তাঁদের সেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয় নি। আচ্ছা আমাকে বলুন, এরপর আলোচনা কোন দিকে বাঁক নিল?

ফিডো : আমার যতটুকু স্মরণ আছে, আমরা নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক আকারের অস্তিত্বে একমত হ'তে পেরেছিলাম। এবং অন্যসব বস্তু যে আপনাপন নির্দিষ্ট লক্ষণ লাভ করে থাকে তা করে কেবলি আকারসমূহের অংশীদার হিসেবে। এরপর সক্রেটিসের কাছ থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলো।

সক্রেটিস : এই যদি তোমাদের মতামত হয় তবে, সিমিয়াস সক্রেটিসের চেয়ে দীর্ঘাকার বললে ও ফিডোর চেয়ে ক্ষুদ্রাকার বললে কী হবে? তোমরা কী আমাকে বলতে চাও যে বিশালতা ও হ্রস্বতা একই সঙ্গে সিমিয়াস নামক একই ব্যক্তিতে পরিদৃশ্যমান?

সেবেস : হ্যাঁ, আমি তেমনি বলতে চাই।

সক্রেটিস : অত দ্রুত মেনে নেবে না! তোমার কী মনে হয় না, 'সিমিয়াস সক্রেটিসের চেয়ে বৃহত্তর' উক্তি যথার্থতা প্রকাশের পক্ষে বেঠিক? সিমিয়াস, সিমিয়াস হবার কারণে বৃহত্তর নয়, কিন্তু বৃহত্তর আয়তনের কারণে, যার সিমিয়াস হবার সঙ্গে কোনো প্রয়োজনীয় যোগ নেই। তদনুরূপ, সে সক্রেটিসের চেয়ে বৃহত্তর নয় কারণ সক্রেটিস আসলে সক্রেটিস, কিন্তু সক্রেটিসের যেহেতু বিশেষ ক্ষুদ্রতা আছে সিমিয়াসের বিশালতার তুলনায়।

সেবেস : এ কথাও যথার্থই সত্য।

সক্রেটিস : তেমনি, সিমিয়াস ফিডোর চেয়ে ক্ষুদ্র নয় কারণ ফিডো তো ফিডো, অথচ ফিডোর বিশেষ এক ধরনের বিশালতা আছে সিমিয়াসে ক্ষুদ্রত্বের তুলনায়।

সেবেস : ঠিকই তো।

সক্রেটিস : সুতরাং এই উপায়ে সিমিয়াস বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, উভয় পরিচিতি লাভ করছে একই সঙ্গে, একজন মানুষের বিশালতার

পরিপ্রেক্ষিতে, তার ক্ষুদ্রতা প্রত্যক্ষ হচ্ছে এবং অন্য একজন মানুষের ক্ষুদ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশালতাও প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

(সিমিয়াস ও সেবেস এই বক্তব্য মেনে নিলেন এবং সক্রেটিস মৃদু হেসে পুনরায় তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন।)

সক্রেটিস : আমার বাচনভঙ্গী ক্রমশ আনুষ্ঠানিক হ'য়ে উঠছে। কিছু মনে করবে না। তবে আমার মনে হয় আমি যথাযথভাবেই ব্যাপারটা বর্ণনা করেছি।

এই বিষয়ে অধিক কালক্ষেপ করার কারণ হচ্ছে আমি চাই তোমরা আমার পরবর্তী বিষয়েও একমত হও। দুটো ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে : বিশালতার ক্ষেত্রে কখনোই একাধারে 'বড়' ও 'ছোট' দুটিকে ব্যবহার করা যায় না। এবং একজন বৃহৎ ব্যক্তির বিশালতার ক্ষেত্রে, এমন কী তুলনামূলক ভাবেও, 'ক্ষুদ্রতা' স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় না। হয় 'বৃহৎ' আরোপণ বিদায় নেবে এবং তখন তার বিপরীত 'ক্ষুদ্রতা' অগ্রসর হবে অথবা এটি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে 'ক্ষুদ্রতা' দৃশ্যে উপস্থিত হবার পূর্বেই। এটি কিন্তু পশচাতে অবস্থান করতে পারে না এবং 'ক্ষুদ্রতা'-র জন্য কপাট উন্মুক্ত ক'রে দিতেও পাবে না। কারণ এর অর্থ হবে তার মূল অবস্থা থেকে এক অসম্ভব পরিবর্তন। সুতরাং, উদাহরণত, আমি, সক্রেটিস, পশ্চাৎপটে থাকতে পারি ও 'ক্ষুদ্রের' আরোপের জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারি; অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমি তখন ক্ষুদ্রই হবো, তবু আমি কিন্তু সেই একই মানুষ থাকবো, সক্রেটিস। যাই হোক, আমার ক্ষেত্রে যে বিশালতা, তা সহজাতরূপেই বৃহৎ, তা একইসঙ্গে কিছুতেই ক্ষুদ্র হওয়াটা সহনীয় মনে করে না। তদ্রূপই, আমার মধ্যে যে ক্ষুদ্রতা তা একাধারে বৃহৎ হয় না অথবা হ'তে পারে না। একই প্রক্রিয়া অন্যসব বিপরীতধর্মী যুগলের ক্ষেত্রেও খাটে। তাদের মধ্যে কোনো একটা তারা যা সেইরূপ থাকতে পারে না যদি তাকে যুগপৎ তার িপবীতটি হ'তে হয়, অথবা যুগপৎ বিপরীতটি হ'তে পারে না। যখন এই ধরনের শক্তিশালী কোনো সঙ্কট দেখা যায়, তখন হয তারা সরে আসে অথবা বিনষ্ট হয়।

সেবেস : আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

[যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন (ফিডো স্মরণ করতে পারলেন না সে কে)] বললেন : আচ্ছা দেখুন, আপনি এখন যা বললেন তা কী পূর্বসিদ্ধান্তের প্রতিবাদী নয়? আমরা কী স্বীকার করি নি যে ক্ষুদ্র বস্তুসমূহ বাস্তবপক্ষে এমন সব বস্তু যা বৃহত্তরও হয় এবং উল্টোটাও সিদ্ধ; বস্তুতপক্ষে সব কিছুই বিপরীত ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয়? অথচ আপনি এখন যা বলছেন, তা আমার মনে হচ্ছে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার।

[সক্রেটিস তাঁর মাথা এই ব্যক্তিব দিকে ফিরিয়ে মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য শুনলেন]

সক্রেটিস : যথার্থ মানুষের ন্যায় বলেছেন। আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার ভয় হ'চ্ছে আমি তখন যা বলেছিলাম এবং এখন যা বলছি তার মধ্যেকার পার্থক্যটা আপনি অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। প্রথম উপমায় আমরা বাস্তব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এবং বলেছিলাম যে এসবের অস্তিত্ব তাদের আপনাপন চারিত্রিক বৈপরীত্য থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু বর্তমানে, আমরা আলোচনা করছি তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং বলছি, কোনো একটি বৈশিষ্ট্য তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হ'তে পারে না, তা সে একক বস্তু হিসেবে বাস্তবায়িত হলেও না অথবা যখন তা বাস্তবের উচ্চপর্যায়ে অস্তিমান তখনো পারে না। পূর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম যুগল বস্তুর, যার বিপরীতধর্মী আরোপ বর্তমান এবং আমরা সেই সব আরোপ তাদের প্রতি নিয়োজিত করছিলাম। পক্ষান্তরে এখন আমরা সত্য গুণাবলী নিয়ে চর্চা করছি, যার বস্তুর মধ্যে উপস্থিতিই আমাদের আরোপ ব্যবহারে সহায়ক হচ্ছে। আমি কোনোক্রমেই মানতে রাজি নই যে একধরনের গুণ অন্য কোনো গুণের সঙ্গে বদলাবদলি সম্ভব।

[সেবেসের দিকে তাকিয়ে], সেবেস, আশা করি এই প্রতিবাদ তোমাকেও বিব্রত করছে, না?

সেবেস : এখন আর করছে না। অবশ্য এর মানে এই নয় যে আরো অনেক বিষয় নেই যা আমাকে বিব্রত করছে না।

সক্রেটিস : বেশ। আমরা তা হ'লে এই সাধারণ প্রস্তাবে একমত হচ্ছি যে কোনো গুণ তার বিপরীতটি হ'য়ে উঠতে পারে না।

সেবেস : নিশ্চিতভাবে একমত।

সক্রেটিস : তা হ'লে আমার পরবর্তী প্রতিপাদ্য বিষয়ে তুমি একমত হ'তে পারো কিনা দেখ। তুমি কী 'গরম' ও 'ঠাণ্ডা' এই দুটি বর্ণনায় কোনো অর্থ সংযোজন করতে পারো?

সেবেস : আমি পারি।

সক্রেটিস : 'তুষার' ও 'অগ্নি' এই দুইয়ের যে যে অর্থ তুমি যোগ্য মনে করো তাই কী পারো?

সেবেস : নিশ্চয়ই নয়।

সক্রেটিস : তা হ'লে 'উত্তাপ' আগুন থেকে ভিন্নরূপ কিছু এবং শীতলতা তুষার থেকেও তেমনি পৃথক কিছু?

সেবেস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : আমি নিশ্চিত জানি তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে এই মর্মে যে, তুষার উত্তাপ আত্মসাৎ করবে এবং একরূপই থাকতে পারবে না : তা উত্তপ্ত হ'য়ে তুষার থাকতে পারে না। তা আমাদের আলোচনার শেষ অংশের ন্যায়ই ব্যবহার করবে : উত্তাপের পরিমাণ অনুযায়ী হয় তা অবসর নেবে নযতো ধ্বংস হবে।

সেবেস : যথার্থ।

সক্রেটিস : অনুরূপভাবে, আগুন, শীতলতার পরিমিতি অনুযায়ী, হয় পশ্চাদপসরণ করবে নয়তো নির্বাপিত হবে। নিশ্চিতরূপে তা যে কাজটা করবে না তা হ'চ্ছে শীতলতা আত্মসাৎ ও অপরিবর্তিত থাকা। এটা শীতল হ'তে ও একইসঙ্গে অগ্নি হ'তে পারে না।

সেবেস : এটা অত্যন্ত ঠিক কথা।

সক্রেটিস : তা হ'লে, অগ্নি ও তুষারের ন্যায় আরো বিষয় আছে। বিশেষত যখন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে আবশ্যিকভাবে প্রযোজ্য, কেবল তার গুণমানের আকারগত দিকে, অন্য কিছুর বেলায়ও, যা ঐ আকার নয় অথচ একই আকারের অনুরূপ। হয়তো বা আমার বক্তব্য অর্থময়তা পাবে যদি আমরা অন্য একটা উদাহরণ গ্রহণ করি। ধরা যাক, সংখ্যাতত্ত্বের বিজোড় : আমি মনে করি এখন আমরা যাকে 'বিজোড়' বলছি, তাতে সর্বদাই 'জোড় নয়' গূঢ়ার্থ আরোপিত থাকে, একথা তুমি স্বীকার করো তো?

সেবেস : সন্দেহাতীতরূপে।

সক্রেটিস : আমি যা জানতে চাই তা হচ্ছে : এই ক্ষেত্রে কী বিজোড় তুলনারহিত? অথবা এমন কী কিছু আছে, যা প্রকৃতিগত ভাবে, এই বিজোড়তা বর্জিত নয় এবং ফলত সন্দেহাতীতভাবে 'জোড় নয়'—এই বৈশিষ্ট্য যাতে আরোপিত হবে, যদিও তা বিজোড়ের প্রতিরূপ নয় অথচ একই নামধারী? অনেকরকম উদাহরণ থেকে আমার মাত্র একটাই উদাহরণ নেবার ইচ্ছে ছিলো, একটাই সংখ্যা, যেমন ৩। এসো আমরা এই ৩ সংখ্যাটিকে বিচার করি। মনে হয় তুমি একমত হবে যে এইটির উপযুক্ত পরিচয়ের উপরে যথাযথ হবে যদি এতে বিজোড়ের বৈশিষ্ট্য আরোপ করি? বিজোড় ও ৩ কিন্তু একে অন্যের অনুরূপ নয়। তেমনি, সংখ্যা ৩ ও সংখ্যা ৫, এবং বাস্তবপক্ষে সংখ্যার পূর্ণ তালিকাটির অর্ধেকেই এই জোড় নয় বৈশিষ্ট্য আরোপিত। এককভাবে এগুলোর কোনোটাই বিজোড়ের অনুরূপ নয় অথচ এদের প্রকৃতিতে রয়েছে জোড়াহীনতা। তেমনি ২,৪ ও সংখ্যা মালার অন্য অর্ধেক এককভাবে জোড়ের অনুরূপ নয়, কিন্তু এদের প্রত্যেক এককভাবে জোড় সংখ্যার বৈশিষ্ট্য আরোপযুক্ত। তুমি কী একথা মানো, না কি মানো না?

সেবেস : আমি অবশ্যই মানি।

সক্রেটিস : এবার দেখ, আমি যা প্রদর্শন করতে চাই তা হচ্ছে : কেবলমাত্র আবশ্যিক বিপরীতসমূহ যে একে অন্যকে স্থান দিতে চায়— তা নয়; একই উপায়ে, অথবা তাই মনে হয়, যে সব বস্তু নিজেরা পরস্পরের বিপরীত নয় অথচ বৈপরীত্য তাতে অন্তর্লীন রয়েছে, তারা এক আকার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, যদি সেই আকার তাদের অন্তর্লীন আকারের বিপরীত হয়। তখন মূল আকারটি হয় পিছিয়ে আসে অথবা ধ্বংস হয় তার বিপরীতের অগ্রসরতায়। তুমি কী স্বীকার করবে না যে ৩ সংখ্যাটি অবশিষ্ট ৩ এর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং অন্য জোড় সংখ্যাসমূহের দলে যোগদান করার পরিবর্তে মৃত্যুবরণ অথবা শাস্তি গ্রহণ করাটাকেই অধিক পছন্দ করবে?

সেবেস : সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে।

সক্রেটিস : কিন্তু ২ তো ৩ এর বিপরীত নয়।

সেবেস : না তা নয়।

সক্রেটিস : তাহ'লে কেবল মাত্র আকারই আপন বিপরীত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে অরাজি তা ঠিক নয় : তেমনি আরো অনেক কিছুই আছে যা এই ধরনের আক্রমণ সহনীয় মনে করে না।

সেবেস : অবশ্যই ঠিক।

সক্রেটিস : তুমি কী আমাদের এই শ্রেণীর বস্তুর ব্যাখ্যা করা ইচ্ছে করো, অবশ্য যদি আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়?

সেবেস : অত্যন্ত উদগ্রীব হ'য়ে চাইছি।

সক্রেটিস : একটা সংজ্ঞা এরকম হ'তে পারে : এগুলো সেই সব বস্তু যা, যদি কোনো এলাকা দখল ক'রে থাকে, সেই এলাকাকে বাধ্য করে কেবল তাদের নিজস্ব আকার পরিগ্রহ করতে, তাই নয়, অন্য একটা দ্বিতীয় আকারও ধারণ করতে বাধ্য করে, যা আসলে দুটি বিপরীত আকারের একটি। এটা কেমন মনে হচ্ছে?

সেবেস : আমি আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

সক্রেটিস : এই মাত্র যে বিষয়টি বর্ণনা করলাম অনুরূপ একটা উপমাই আমি ভাবছিলাম। মনে হয় তুমি বুঝেছো যে কোনো একটা কিছু তিনের আকার অধিকার করলেও তা আবশ্যিকভাবে কেবল তিন নয়, বিজোড় সংখ্যাও বটে!

সেবেস : স্বভাবতই।

সক্রেটিস : তা হ'লে আমি যা বলতে চাই তা হ'চ্ছে, একটি বস্তু তার দ্বিতীয় আরোপিত আকারের দ্বারা অধিকৃত হ'তে পারে না।

সেবেস : না।

সক্রেটিস : এবং এই দ্বিতীয় আরোপিত আকার তাকে যা দেয় তা আসলে বিজোড় আকার?

সেবেস : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : এবং এর বিপরীত আকার তো জোড় আকার?

সেবেস : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : তবে জোড়সংখ্যার আকার কখনোই কোনো ত্রিধারায় প্রবেশ করবে না, তাই তো?

সেবেস : অবশ্যই করবে না।

সক্রেটিস : অর্থাৎ '৩' ও 'জোড়' অসুসঙ্গত।

সেবেস : অবধারিতভাবে।

সক্রেটিস : তাহ'লে ৩ সংখ্যাটি বেজোড়?

সেবেস : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : এখন আমি যা নির্ধারণ করার প্রস্তাব রাখছি তা সেই শ্রেণীর বস্তুপুঞ্জ যা বৈপরীত্যের অধিকারী কোনো গুণের অনুপ্রবেশ মেনে নেয় না, যদিও বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সঙ্গে বিপরীত ধর্মটির কোনো মিল নেই। এখনি আমি যে উদাহরণ দিলাম তা হ'চ্ছে ৩ সংখ্যা, যা জোড় চরিত্র ধারণ করতে অনিচ্ছুক, যদিও

প্রকৃতপ্রস্তাবে '৩' ও 'জোড়' কিন্তু পরস্পরের বিপরীতধর্মী নয়। এই অসহযোগিতার কারণ হ'চ্ছে '৩'-এর অবশ্যই কোনো একটা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আছে যা জোড়বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। অনুরূপভাবে, ২ সংখ্যাটির এমন বৈশিষ্ট্য বর্তমান যা বিজোড় বৈশিষ্ট্যের বিপরীত, আগুনের ভেতরেও শীতলতার যা বিপরীত তার অস্তিত্ব রয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবার আমি এখনকার অবস্থার একটা পুনর্বিবেচিত ভাষা দিচ্ছি তোমার একমত বা দ্বিমত হবার জন্য। বস্তু কেবলমাত্র তার বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করতে পারে না তাই নয়, বস্তুর যে প্রকৃতিতে কোনো দ্বিতীয় গুণবৈশিষ্ট্য আছে তাও তার দ্বিতীয় গুণবৈশিষ্ট্যের বিপরীত বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করতে পারে না। সেই গুণের আকার তার প্রতিরূপ আকারকে সহনীয় মনে করবে না। একটু আগের কথা ভেবে দেখ, একই বক্তব্য দুবার শ্রবণে কোনো ক্ষতি নেই। ৫ সংখ্যাটি জোড়-আকারকে আশ্রয় দেয় না, এবং এর দ্বিগুণ, ১০ সংখ্যাও বেজোড় আকারকে আশ্রয় দান করে না। 'দ্বিগুণের'-ও নিজস্ব বিপরীত আছে, তা সত্ত্বেও এটি বেজোড় বৈশিষ্ট্যের আকার মেনে নেয় না। অনুরূপভাবে, সংখ্যাতত্ত্বের প্রকাশে, যা ক্রমিক নয়, যেমন $^{১}/_{২}$, $^{৩}/_{৪}$, $^{১১}/_{২}$ ইত্যাদি, ক্রমিক আকারকেও গ্রহণ করবে না। তুমি আমার বক্তব্য অনুধাবন করছো তো? এটা কী তুমি মানো?

সেবেস : আমি আপনার কথা বুঝেছি এবং আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

সক্রেটিস : তা হ'লে আমরা প্রথম থেকে আবার আবত্ত্ব করি এবং তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারো। কিন্তু এবার, আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেবে না, পক্ষান্তরে, আমি এক্ষুনি তোমাকে যেমন দেখাবো তুমি সেই উপায়ই অবলম্বন করবে। আমি পূর্বেই বলেছি, একধরনের উত্তর আছে যা অজ্ঞেয়; এখন আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনার ফলাফল থেকে আমি অন্য একধরনের উত্তর লক্ষ করছি, যা একধরনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। ব্যাখ্যা করছি।

যদি তোমার আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয় . 'কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত করতে সেই বস্তুতে কোন জিনিসটির উপস্থিতির প্রয়োজন?' আমি তবে উত্তর দেবো না, 'উত্তাপ', যা আমাদের প্রাথমিক নিশ্চিন্ত উত্তর এবং অত্যন্ত মৌলিক উত্তর, 'অগ্নি'। অথবা একই ভাবে, যদি তুমি আমাকে প্রশ্ন করো যে একটি দেহ অসুস্থ হবার কারণ কী, আমি তবে বলবো না—তা অসুস্থতা, আমি বলবো—তা জ্বর। পুনরায়, এই প্রশ্নের আমার উত্তর : 'কী একটা সংখ্যাকে বেজোড় করে?' তবে হবে না, 'বিজোড়তা', কিন্তু উদাহরণ হিসেবে, 'এককতা' হবে। তোমার কী মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো?

সেবেস : হ্যাঁ, যথাযথভাবে।

সক্রেটিস : তাহ'লে আমাকে বল, শরীরকে জীবন্ত রাখতে কিসের উপস্থিতি প্রয়োজন?

সেবেস একটি আত্মা।

সক্রেটিস : এটাই যথাযথ ঘটনা তো।

সেবেস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : তবে যখন একটি আত্মা একটি দেহকে অধিকার করে তখন তা সর্বদা তার সঙ্গে জীবনকে নিয়ে আসে?

সেবেস : তাই হবে।

সক্রেটিস : 'জীবন'-এর কী কোনো বিপরীত কিছু আছে না কি নেই?

সেবেস . আছে?

সক্রেটিস : সেটা কী?

সেবেস : মৃত্যু।

সক্রেটিস : এবার, আমাদের পূর্বতন বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আত্মা, অবশ্যই তার বিপরীত, যা তার সমগামী, তার সঙ্গে সুসঙ্গতি সম্পন্ন নয়?

সেবেস : অবশ্যই।

সক্রেটিস : উত্তম। জোড়ের আকৃতির অসহযোগীর ক্ষেত্রে আমরা কোন উপমা আরোপ করি?

সেবেস : বেজোড়।

সক্রেটিস : সভ্যতার অসহযোগী কী?

সেবেস : অসভ্য।

সক্রেটিস : মরণশীলতার অসহযোগী হিসেবে তুমি কাকে মনে করো?

সেবেস : অমর।

সক্রেটিস : এবং আত্মা কী মরণশীলতার অসহযোগী?

সেবেস : হ্যাঁ।

সক্রেটিস : তবে আত্মা অমর?

সেবেস : হ্যাঁ, অমর।

সক্রেটিস : তা হ'লে আমরা এই সূত্রটাকে প্রমাণিত ব'লে মেনে নিতে পারি? তুমি কী মনে করো?

সেবেস : সন্দেহের অতীত। প্রমাণিত। সক্রেটিস।

সক্রেটিস : এইখান থেকে এখন আমরা কোন বিষয়ে যাবো? যদি এমন হয় যে, যা জোড় নয় তা আবশ্যিকভাবে ধ্বংসাতীত, তবে প্রমাণিত হবে ৩-সংখ্যাও ধ্বংসাতীত, তাই নয় কি?

সেবেস : স্বভাবতই।

সক্রেটিস : এবং যা কিছু উত্তাপিত হয় না তা বাস্তবিকরূপে ধ্বংসাতীত-এর অনুগামী, যদি উত্তাপ তুষারে ব্যবহার করা হয়, তবে তুষার গলে যাবে না, তা অবিকৃতরূপে সরে আসবে। একে ধ্বংস করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তা স্বস্থানে অবস্থান ক'রে উত্তাপকে গ্রহণও করতে পারে না।

সেবেস : যথার্থ।

সক্রেটিস : অনুরূপভাবে, আমার মনে হয়, যা কিছু শীতল করার অযোগ্য তাও আবশ্যিকভাবে ধ্বংসাতীত, অগ্নি নির্বাপনের অযোগ্য, সুতরাং ধ্বংস করা অসম্ভব হিমায়নের দ্বারা : তা অবিকৃত থেকে অন্য কোথাও পলায়ন করবে।

সেবেস : এ সব ক্ষেত্রে এইরূপই হবার কথা।

সক্রেটিস : তা হ'লে কী আমরা একথা যা অমর সেই বস্তু সম্পর্কেও বলতে পারি না? যা কিছু অমর তাও তো ধ্বংসাতীত, তাই আত্মার ধ্বংস মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা অসম্ভব ঘটনা, কারণ যেমন আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি, আত্মা মৃত্যুর সহযোগী নয়। এই অসহযোগিতা আক্ষরিক অর্থে '৩' ও 'জোড়'-এর সমান্তরাল অথবা 'বেজোড়' ও 'জোড়', অথবা 'অগ্নি' ও 'শৈত্য' অথবা 'উত্তাপ' ও 'শীতলতা'।

অবশ্য কেউ প্রতিবাদ করে বলতে পারেন, মেনে নেওয়া গেল বিজোড়ত্ব জোড়ত্বের দ্বারা আক্রান্ত হলেও জোড় হয় না, তবু, কেন বিজোড়ত্ব ধ্বংস পাবে না এবং জোড়ত্ব কেন তার স্থান অধিকার করবে না? আমার উত্তরে আমি, বিজোড়ত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, এই সিদ্ধান্তের প্রকৃষ্টতা প্রমাণ করতে চাইবো না; বিজোড়ত্বের ক্ষয়হীনতায় বিশেষ আস্থা থাকার আমার কোনো কারণ নেই। যদি তাই হয়, তবে আমাদেব পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে, বিজোড়ত্ব তত্ত্ব অথবা ৩, যখন জোড় দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তা অন্য কোনো স্থানে পশ্চাদপসরণ ক'রে যাবে। এবং আমরা সার্থকভাবে অগ্নি ও উত্তাপ বিষয়ে এবং অনুরূপ অন্যান্য তুলনায় একই সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। তাই নয় কী?

সেবেস : হ্যাঁ, যথাযথ বলেছেন।

সক্রেটিস : তবে হয়তো বা আমরা মেনে নিতে পারি, যা কিছু অমব সে সবই যথাযথভাবে ক্ষয়হীন। এবং সে ক্ষেত্রে, আত্মাও

ধ্বংসাতীত ও তথা অমর প্রতিপন্ন হবে। নতুবা, পুর্নবার আরো যুক্তিজালের অবতারণার প্রয়োজন হবে।

সেবেস : অধিকতর যুক্তিবিস্তার ব্যতিরেকেই আমরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি। যা কিছু অমর, তা যদি চিরায়ত হয়, এবং একই সঙ্গে ধ্বংসের সাথেও সুসঙ্গত থাকে, তবে অনুধাবন করা দুরূহ হবে। কেমন ক'রে কোনো কিছু ধ্বংসের সঙ্গে অসুসংহত হবে।

সক্রেটিস : আমার অনুমান ঈশ্বর এবং জীবনের আকার ও অন্যসব কিছু— যা যা অমর তা কদাপি লোপ পাবে না। কেউ এটা অস্বীকার করবেন না।

সেবেস : ভূখণ্ডের কোনো মনুষ্যই তা অস্বীকার করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, এবং তদুপরি আমার মনে হয়, দেবতারাও এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না।

সক্রেটিস : তবে যদি অমরত্বের অধিকারীগণ ধ্বংসাতীতই হন, সহজেই অনুমেয় যে, যদি আত্মাও অমরত্বের অধিকারী হয়, তা হ'লে আত্মাও অক্ষয়।

সেবেস : তাই তো হবার কথা।

সক্রেটিস : সুতরাং এটাই দেখা যাচ্ছে যে, যখন কোনো মানুষ মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তার মরণশীল অংশটুকুই গতায়ু হবে, কিন্তু যে অংশটা অমর ও তথা ধ্বংসাতীত তা অবশ্যই অবিকৃত থেকে যাবে। তদুপরি, মৃত্যুর উপস্থিতির নিমিত্ত অন্য কোনো স্থানে অপসরণ করবে।

সেবেস : এইরূপই তো বিশ্বাস হ'চ্ছে।

সক্রেটিস : সেবেস, তবে তো মাত্র একটাই পরিণতি লক্ষ করা যায়, আত্মা একপ্রকার অমরত্বের অধিকারী ও অক্ষয় এবং সেইহেতু আমাদের আত্মা অবশ্যই পরলোকে অস্তিত্ববান হ'য়ে থাকবে।

সেবেস : বেশ, সক্রেটিস, আমার কথা বলতে পারি, আপনার যুক্তিবিন্যাসের পরিপন্থী আমাব কোনো সমালোচনার অবকাশ

নেই। আমি এ বক্তব্যের সব দিক থেকেই পুরোপুরি একমত। হয়তো বা সিমিয়াস অথবা অন্য কেউ, কিছু বলতে ইচ্ছে করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে বাকসংযমের সময় এটা নয়। যদি তিনি আলোচনা চালাতেই ইচ্ছে করেন, তবে তাঁকে এখানেই, এই মুহূর্তে তা করতে হবে কারণ তিনি আর কখনো সুযোগ পাবেন না।

সিমিয়াস : না, বাস্তবিক পক্ষে, আমি বলতে দ্বিধাবোধ করছি না। আমাদের আলোচনার পরিধিতে আমার পক্ষে সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ নেই। কিন্তু বিষয়টির ব্যাপ্তির বিচারে এবং মনুষ্যক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আমার অনুচ্চ মতের কারণে, বাধ্য হ'য়ে এই আলোচনার সুযোগ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কিছু সন্দেহের অবকাশ থাকছে।

সক্রেটিস : অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা সিমিয়াস। আমি তো আরো একটু বেশি বলতে চাই। তুমি যদিও বা আমাদের প্রারম্ভিক অনুমানগুলিতে আস্থাবান হও তবু সেই যুক্তি বলে ওগুলোকে অধিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনর্বার পরীক্ষা না করবার কোনো কারণ নেই। আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রস্তাবনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তোমাকে মানুষের আয়ত্তের সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাবে সত্য যুক্তির অনুসন্ধানের প্রয়োজনে। এবং তখনি কেবল যৌক্তিকতা তোমার কাছে প্রতিভাত হবে যাতে ক'রে তোমার পক্ষে আব অধিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে না।

সিমিয়াস : অত্যন্ত সত্য।

সক্রেটিস : আর একটা কথাও তোমাকে জানাতে চাই। বন্ধু, তুমি যদি এই মূল্যবান কথাটা অনুধাবন করতে সক্ষম না হও তাহ'লে অত্যন্ত ভুল করা হবে : আত্মার অমরত্ব থেকে এটাই পরিষ্কার হয় যে আমরা আত্মার পরিচর্চায় অবশ্যই যত্নবান হবো কেবলমাত্র সেইটুকু সময়ের জন্য, যাকে আমরা জীবন বলি—তার জন্য নয়, পক্ষান্তরে অনন্তকাল ধ'রে। একাজে অবহেলার দায় যে কতো গভীব হ'তে পারে, এখনি স্পষ্ট হবে। যদি মৃত্যুর অর্থ

হয় সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি তবে তা দুর্বৃত্তদের পক্ষে উপরিপাওনা ব'লে প্রতীয়মান হবে। তারা যে কেবল তাদের দেহটি হারাবে তাই নয় পরন্তু তাদের আপনাপন দুর্বৃত্তপনার ফলাফলের হাত থেকেও তাদের হৃদয় পরিত্রাণ লাভ করবে। যাই হোক, এটা সত্য যে, আত্মা বাস্তবিকভাবে অমর, আর তাই পাপাচার থেকে একমাত্র মুক্তির পথ, একমাত্র যথার্থ পরিত্রাণ, নির্ভর ক'রে আছে আত্মার জ্ঞান ও মহত্ত্বের চর্চার উপর। আত্মা তার সঙ্গে কিছুই নেয় না পরলোকে যাত্রার কালে কেবলমাত্র তার শিক্ষার ফসল ভিন্ন। ঐতিহ্য অনুযায়ী এই সবই এমনবস্তু যা মানুষের মৃত্যুর পর তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম বা অধম সংঘঠন করে। এসবই সংঘটিত হয় যখন সে অন্য জগতে তার যাত্রার প্রারম্ভিক অবস্থায় থাকে তখন।

এই উপকথা[৮] নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত আছে : যখন একেক জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তার অভিভাবক শক্তি, যাঁর প্রতি মানুষটি আপন জীবদ্দশায় নিবেদিত ছিলো, তিনি বিচারের জন্য অপেক্ষমান মৃতদের কাছে তাকে নিয়ে যান, এই স্থানই হবে তার প্রস্তুতিক্ষেত্র যেখান থেকে সে পরবর্তী যাত্রারম্ভ কববে পরলোকের উদ্দেশে। এই পরবর্তী ক্ষেত্রে, তাদের জন্য অন্য একজন বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়, এ জগত থেকে অন্য জগতে তার আত্মার যাত্রার কারণে। পরলোকে ভাগ্যের কারণে তাদের দুঃখভোগ থাকে তা শেষ হ'লে, এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল সেখানে অতিবাহিত হবার পর অন্য আরেকজন প্রদর্শক সেই আত্মাকে মর্ত্যে পুনরায় নিয়ে আসে। এই দুই যাত্রার মাঝখানে বহু দীর্ঘ বৎসরের চক্র ঘুরে যায়।

আমি নিশ্চিত জানি, পরলোকে যাবার পথ যেমনটি ইস্কিলাসের চরিত্র টেলিফাস বর্ণনা করেছে তেমনটি নয়। সে বলেছে পরলোকে গমনের জন্য একটা উঁচু পথ রয়েছে। কিন্তু আমার মতে এই পথ যেমন একটামাত্র নয় তেমনি সোজাপথও নয়। যদি তাই হোত, তবে তো পথ প্রদর্শকের উপস্থিতি অতিরিক্ত ব'লে মনে হতো, কারণ যে পথে কোনো বাঁক নেই, একটাই

পথ দৃশ্যমান সেখানে পথভ্রমের কোনো আশঙ্কাও থাকতে পারে না। না, মনে হয়, এটাই সম্ভাবনাময় যে পথটিতে অনেক উপপথ ও চৌমাথা** রয়েছে, সেটা এই মর্ত্যের নানাবিধ আচার-উপাচার বিচার করেই অনুমান করার যায়। যাই হোক, জ্ঞানী ও নিয়মানুগ আত্মা অনুভব করতে পারেন তাঁকে নিয়ে কী ঘটছে এবং সেই অনুযায়ী তিনি পথপ্রদর্শকের অনুগমন করতে সক্ষম হন। পক্ষান্তরে, যে সব আত্মা মানবশরীরের প্রতি মোহাসক্ত, আমি যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি, তারা সেই দেহের আশেপাশে দীর্ঘক্ষণের জন্য ঘুরঘুর করে এবং দৃশ্য জগতেই থেকে যায়। তাকে তার অভিভাবক আত্মা অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে পরিচালনা করেন। তাঁদের অত্যন্ত পরিশ্রমে সকল বাধা ও কষ্ট অতিক্রম করতে হয়। অতঃপর যখন এই আত্মা পৌঁছায় যেখানে অন্যসব আত্মা অপেক্ষমান, তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয় বিস্তৃত ক্ষেত্র, কারণ তারা কলুষিত এবং কলুষময় ব্যবহারই তারা করে থাকে। তারা হয়তো হননের পাপাচারে শোণিতাপ্লুত অথবা এই শ্রেণীর আত্মাদের চর্চিত পাপের ফলে কালিমালিপ্ত। এমন কাউকে পাওয়াটা সম্ভব নয় যিনি এইসব আত্মার সাহচর্যে থেকে প্রদর্শকের কর্ম সম্পাদন করতে রাজি আছেন। ফলে এরা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিতে চারিপাশে ঘুরে বেড়ায় যতক্ষণ না সময় হয়। তা অবশ্যই আসবে, যখন তাদের উপযুক্ত বসবাসের স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অথচ যে সব আত্মা কলুষতা বাতিল করেছে এবং তাদের জীবন আত্মনিয়মানুবর্তিতায় যাপন করেছে তাদের জন্য দেবতাগণ অপেক্ষা ক'রে থাকেন পথপ্রদর্শনের জন্য এই যাত্রাপথে। এবং তাদের আপন প্রকৃতি অনুযায়ী যোগ্য বাসভূমিতে বসবাসের জন্য বেছে নেন। এমন কী এই মর্ত্যধামেও, চমৎকার, সব স্থানের অস্তিত্ব আছে জীবনযাপনের জন্য—যদিও আমি বিশ্বাসযোগ্যভাবে জ্ঞাপিত হয়েছি যে এই পৃথিবীর তেমন কোনো আয়তন নেই যেমন নেই, ভূ-বৈজ্ঞানিকদের দেয় সাধারণের গ্রাহ্য চরিত্রাবলী।

সিমিয়াস : সক্রেটিস, আপনার বক্তব্যের শেষ সূত্রদ্বারা আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? আমি ভূবিদ্যা বিষয়ে নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে জানি কিন্তু আমি কোনোদিন জানবার চেষ্টা করি নি এদের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত আপনার পছন্দ। আমি তা জানতে ইচ্ছুক।

সক্রেটিস : কেন নয়, সিমিয়াস? এ বিষয়ে তত্ত্বসমূহ তোমাকে জ্ঞাপন করার জন্য তো গ্লাউকাস[৬৩] এর পারঙ্গমতার প্রয়োজন নেই। প্রমাণ করাটা অন্য ব্যাপার, এবং তা করার জন্য গ্লাউকাস-এর চেয়ে অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। এমন হয়তো বা দেখা যাবে যে আমি প্রয়োজনেব তুল্যমূল্য নই। এবং যদি আমি প্রমাণ জানতামও, আমার ভয় হচ্ছে, এর যুক্তিজাল এতই বিস্তীর্ণ ও আমার জীবন সেই অনুপাতে বড়োই ক্ষণিক। যাই হোক, পৃথিবীর আকার ও তার ভূ-পৃষ্ঠ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস তোমাকে জানানোয় কোনোই বাধা থাকতে পারে না।

সিমিয়াস : আমার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।

সক্রেটিস : আমার প্রথম প্রত্যয় হচ্ছে : পৃথিবী শূন্যের মধ্যস্থানে ঘূর্ণায়মানই হবে, তবু এর পক্ষে বায়ু অথবা অন্য কোনো পদার্থের অথবা পতনের থেকে বলপূর্বক ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন নেই। শূন্যের সম্পূর্ণ সমতা, পৃথিবীর ভারসাম্যতার সহযোগে, তাকে তার স্বস্থানে ধরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। একটা বস্তু সমভাবাপন্ন পদার্থের কেন্দ্রবিন্দুতে ভারসাম্যতায় ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তার কোনো একদিকে পতনের প্রবণতা তখন থাকে না। এটাই আমার প্রথম বিশ্বাস।

সিমিয়াস : এটি অত্যন্ত নির্ভুল সিদ্ধান্ত।

সক্রেটিস : আমার দ্বিতীয় ভাবনা হচ্ছে যে, পৃথিবী অতীব বৃহদাকার এবং আমরা যারা কৃষ্ণসাগর ও অতলান্তিকের মাঝখানের অংশে বসবাস করি, তাদের বাসভূমি তুলনায় সামান্য অংশ মাত্র। এঁদোপুকুরের পারে যেমন পিপীলিকা ও ভেককুল বাস করে আমরাও তেমনি ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি ব্যাপী বসতি স্থাপন

করেছি। আমাদের অনুরূপ নানা মানুষ অন্য সব স্থানে অনুরূপভাবে বসবাস করে। সমগ্র পৃথিবীর জুড়ে, আমার বিশ্বাস, বহুসংখ্যক বিভিন্ন আয়তনের নিচু ক্ষেত্র আছে; কোনোটা বড় আবার কোনো কোনোটা ততটা বড় নয়। এইসব নিচু জায়গায় জল, কুয়াশা ও বায়ু গড়িয়ে-চুঁইয়ে গিয়ে জমা হয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সত্যিকারের যে এলাকা তা'তো এইসব উপাদানের দ্বারা দূষিত হয় না, তেমনি দূষিত হয় না উপরের আকাশ—যাতে আবহাওয়া গ'ড়ে ওঠে। 'আকাশ' শব্দের দ্বারা আমি বোঝাতে চাই, যা সাধারণভাবে বলা হয় ঈথার—জ্যোতির্বিদ্গণের ভাষায়। অর্থাৎ যেখানে নক্ষত্রনিচয় অবস্থান করে। বায়ু, কুয়াশা ও জল বস্তুত ঈথারেরই তলানি—যা ভূপৃষ্ঠের খানাখন্দে জমা হয়। আমরা যারা সেইসব খানাখন্দে বাস করি তারা তা অনুভব করতে পারি না। আমরা ভাবি, সম্ভবত আমরা সত্যসত্যই উপরিভাগে বাস করছি। যে সব প্রাণী সমুদ্রের তলদেশের অর্ধপথে বাস করে এবং ভাবে তারা বস্তুত পৃথিবীর পৃষ্ঠেই বসবাস করছে—আমরাও তদনুরূপ। তারাও সূর্য ও তারকামণ্ডলী জলের মধ্যদিয়ে প্রত্যক্ষ করে এবং মনে ভাবে সমুদ্রটাই প্রকৃতপ্রস্তাবে আকাশ। তাবাও তেমনি অলস ও মন্থর যে কখনোই তারা সমুদ্রের উপরিভাগে উঠে আসে না; তারা কদাপি জল থেকে মাথা তোলেনি এবং চারিপাশে অবলোকন করে জানে নি ওদের থেকে আমাদের পৃথিবী কতো বেশি বিশুদ্ধ মনোরম। ওরা এমন কী কখনো কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও শ্রবণ করেনি আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে।

আমরাও ঠিক তেমনি একই অবস্থায় আছি : আমরা ভূপৃষ্ঠের কোনো একটা গর্তে বাস করি এবং ভাবি আমরা আসলে উপরিভাগেই আছি। আমরা স্মরণ করিয়ে দি আমাদের আবহাওয়ার পরিমণ্ডলকে আকাশ হিসেবে যেন নক্ষত্রদের গতিপথের কক্ষের উপাদানের অনুরূপ আমাদের উপাদান। আমরাও সেইসব সামুদ্রিক প্রাণীর অনুরূপ কুঁড়ে ও মন্থর

আমাদের আবহাওয়ার পরিমণ্ডলের উপরিভাবে উঠবার ক্ষেত্রে। যদি কেউ সেই উপরিভাগে উঠেই যায় অথবা যদি কারো পাখা গজায় এবং উড়ে সেখানে যেতে পারে তবে সে প্রত্যক্ষ করবে সেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য আছে—তা সে দেখবে কেবলি যদি তার মাথা সে উপরিভাগে ওঠাতে সক্ষম হয়, যেমন কোনো সামুদ্রিক প্রাণী সমুদ্র ভেঙে উপরিভাগে মাথা তুললে দেখতে পাবে। যদি তার শারীরিক গঠন তেমনি দৃঢ় হয় যে সে এই দৃশ্য সহনীয় বোধ করবে তবে সে বুঝতে সক্ষম হবে যা সে প্রত্যক্ষ করছে তা বস্তুত সত্যিকারের আকাশ, নিখাদ সূর্যালোক এবং পৃথিবী যা হবে যথার্থরূপে প্রত্যক্ষ। যে পৃথিবী আমরা দেখি, এর পাহাড়শ্রেণী, এর সম্পূর্ণ ভূদৃশ্য, তা আসলে নষ্ট ও মরচে ধরা, ঠিক যেমনটি ঘটে, কোনো বস্তু সমুদ্রের জলে চুবিয়ে রাখলে যেমন লবণাক্ত জলে তাতে মরচে ধরে। সমুদ্রের সকল জীবন সম্পূর্ণরূপে অনির্ধারিত; প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমুদ্রে সব কিছু নষ্ট চরিত্রের। পাহাড়গুলি গর্তময়, আর আছে অসংখ্য বালুকা ও কর্দম নির্মিত এলাকা যা পচনের ফলে এঁটেল মাটিতে রূপান্তরিত হয়—বিশেষত যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মাটির যোগ হয়েছে। আমাদের পৃথিবীর তুলনায়, সেখানে এমন কিছুরই অস্তিত্ব নেই যাকে আমরা সুন্দর আখ্যা দিতে পারি। অথচ আমাদের পৃথিবী মনে হবে তথাপি অনেক বেশি কুৎসিত উর্ধ্বলোকের সঙ্গে তুলনায়। যদি তোমরা আমাকে অনুমান করবার অনুমতি দান করো—উর্ধ্বলোকের জগতের যথার্থ চরিত্র বিষয়ে, তবে হয়তো বা তোমরা কিছু উপাদেয় বর্ণনা শুনতে পাবে।

সিমিয়াস : সক্রেটিস, দয়া করে তবে বর্ণনা করুন। আপনার অনুমানের তুলনীয় আনন্দদায়ক আমাদের অন্য কিছু শ্রবণসুখকর নেই।

সক্রেটিস : বেশ। প্রিয় সিমিয়াস, আমার বক্তব্য এইরূপ : উর্ধ্ব থেকে দৃষ্টিপাত করলে, এই ভূমণ্ডল, এই বাস্তব পৃথিবী. দেখতে লাগবে ঠিক যেন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত দ্বাদশ টুকরো চর্মের দ্বারা নির্মিত একটি বলের মতো। এই বর্ণের তুলনায় আমাদের

পৃথিবীর বর্ণসমূহ অতীব দীন, যেমনটি কোনো শিল্পীর পেলেটে সীমাবদ্ধ রঙের মতো। উর্ধ্বলোকের জগতের কাছে পৃথিবীর উপরিভাগ পূর্ণ বর্ণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল; সেই সব বর্ণ আমাদের এখানকার থেকে অনেক বেশি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল। সেখানে আছে রক্তবেগুনি, আছে অলৌকিক সৌন্দর্যময় স্বর্ণবর্ণ, আছে খড়ি বা তুষারের চেয়ে অধিক ধবল শ্বেতবর্ণ : বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বর্ণের সমাহারের বিচিত্রদৃক, তার প্রত্যেকটি আমাদের দেখা প্রত্যেকটির চেয়ে অধিকতর মনোহর। এমন কী এইসব পৃথিবীর গর্তগুলো, ওপর থেকে দেখলে, এই গর্তগুলো— যেখানে বাতাস আর জল জমা হয়, তাতে চারিপাশের বর্ণবৈচিত্র্যে ঔজ্জ্বল্য প্রতিবিম্বিত হ'য়ে এইসব উপাদানের শরীর এক বিভা নির্গত করে। তাই উর্ধ্বলোকের সম্পূর্ণটায় ভ্রম হয় যেন অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণসমূহের এক টানা মোজেক ব'লে। বৃক্ষাবলী, পুষ্পাবলী, ফলসমূহ এবং অন্যান্য সব কিছু যা সেখানে জন্মায়, পাহাড়শ্রেণী তথা পর্বতমালা পর্যন্ত, তাদের চাকচিক্যময় মসৃণতা নিয়ে দীপ্যমানতা নিয়ে তাদের বর্ণচ্ছটার সৌন্দর্য নিয়ে, সেই জগতের সৌন্দর্যের তুল্য হ'য়ে ওঠে। আমাদের পৃথিবীর মণিমুক্তাগুলি আসলে তো এইসব প্রস্তর কণিকা বিশেষ। চুনী, পান্না বা পদ্মরাগমণি আর অন্যসব নামীদামী রত্ন। সেই অন্য জগতে প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডই এক একটি মণিবিশেষ অথবা মণিমাণিক্যের চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল, উজ্জ্বল কারণ সে সব বিশেষভাবে বিশুদ্ধ : পক্ষান্তরে এই মর্ত্যধামে, পাথরগুলো ছাঁচে কাটা, লবণের মিশ্রণে ক্ষয়িত— স্যাঁতসেঁতে তলানি জমার ফলে যে লবণ তৈরি হয়েছে; দূষণযুক্ত হ'য়ে পাথরগুলি ও মৃত্তিকা আরও সব জীবিত বস্তু হয়েছে বিকৃতঅঙ্গ ও স্বাস্থ্যহীন।

যথার্থ পৃথিবীর রয়েছে এইসব আশ্চর্য উপাদান, আশ্চর্য স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্য নানাবিধ মূল্যবান ধাতুসমূহ। প্রভূত পরিমাণ এই সব ধাতুর পিণ্ড পৃথিবীর বুকের উপর ছড়িয়ে রয়েছে এবং দৃশ্য হিসেবে তা দর্শন করাও ভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব।

সেখানে রয়েছে নানাবিধ সব জীবিত প্রাণী, যাদের মধ্যে মানুষও বর্তমান। কেউ কেউ কোনো ভূমিতে বাস করে, কেউ বা বাস করে আমাদের বাতাসের কার্নিসে, ঠিক যেমনটি আমরা বাস করি সমুদ্রপুলিনে; অন্যরা থাকে বায়ুতে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জে, যা মূল ভূখণ্ডের[১১] কাছাকাছি। আমাদের বায়ুমণ্ডল তাদের তেমনি প্রয়োজনে লাগে যেমন জল লাগে আমাদের যে প্রয়োজনে এবং ঈথার আমাদের বায়ুর প্রয়োজন মেটায়।

সেখানকার আবহাওয়া এমনি নাতিশীতোষ্ণ যে রোগ তাদের কাছে রয়ে গেছে অজানিত এবং তাদের জীবন আমাদের জীবনের চেয়ে অনেক দীর্ঘ। তারা অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অধিকারী, শ্রবণের, বুদ্ধির ও আমাদের মতো অন্যান্য সব ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। তারা এইসব ব্যাপারে আমাদের চেয়ে এতো বেশি উন্নত যার তুলনা চলে বায়ুর চেয়ে ঈথারের উৎকর্ষতার সঙ্গে, বায়ুর সঙ্গে জলের তুলনায়। সেই জগতেও আছে দেবতাদের জন্য দেবালয়, পবিত্রস্থান যেখানে যথার্থই দেবতারা বসবাস করেন। সেখানেও আছে দৈববাণীর কণ্ঠস্বর, দৈবপ্রতিচ্ছবি এবং অন্যান্য সব উপায় যাতে ক'রে দেবতারা প্রকাশ করেন তাদের অস্তিত্ব আর মরণশীলদের সঙ্গে করেন সংযোগ। তারাই প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন সূর্যের, চন্দ্রের, নক্ষত্রদলের প্রকৃতস্বরূপ। তারাই রয়েছে চারিদিক থেকে আশীর্বাদে বেষ্টিত।

এমনই হ'চ্ছে পৃথিবীর সাধারণ চরিত্র, এখানকার বস্তুপুঞ্জের বিশেষত্ব। কিন্তু সেখানেও আছে আমাদেরই অনুরূপ নানা এলাকা, পৃথিবীর মতো গহ্বর সব, যা সব যুক্ত হ'য়ে সমগ্র বিশ্বের ঘিরে রয়েছে কোমরবন্ধনীব মতো। এই সব গহ্বরের কোনো কোনোটা গভীর, আমাদের বাসভূমির চেয়ে অধিকতর বিস্তীর্ণ; কিছু কিছু গভীর অথচ তেমন বিস্তীর্ণ নয়; অন্যগুলো বিস্তৃত কিন্তু আমাদেব বাসভূমির চেয়ে অগভীর। কিন্তু এইগুলোর সবেতেই রয়েছে ধাঁধার মতো ভূগর্ভস্থ পথ, কোনোটা চওড়া, কোনোটা সংকীর্ণ, যা একটা গহ্বর থেকে অন্য গহ্বরে

নিয়ে যায়। এবং এইসব পথদিয়েই প্রভূত পরিমাণে জল প্রবাহিত হয়, পতিত হয় নানা গহ্বরে যেন বিপুলায়তন মিশ্রণপাত্রে সুরার প্রবহণ। সেখানে রয়েছে বহতা অবর্ণনীয় বিশাল সব নদী, কোনোটা উষ্ণ, কোনোটা শীতল জলের; পৃথিবীর গভীরে ঘূর্ণি তুলে ছুটছে—বিশাল অগ্নি এবং আগুনের সব নদী, সংখ্যাতীত গলিত প্রস্তরের প্রবহণ, এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটা স্বচ্ছ ও অমলিন, কোনোটি বা এটনা পর্বত থেকে প্রবাহিত লাভাস্রোতের পূর্বমুহূর্তে বহমান তরল কর্দমের মতো মৃত্তিকামিশ্রিত স্রোত। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন এলাকা ভ'রে ওঠে যখনি এইসব প্রবহণ সেখানে পৌছায়। প্রত্যেকটি নদী সর্বদা বহতা থাকে পৃথিবীর তলের এক প্রাণশক্তির স্পন্দনে।

এই স্পন্দনের একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা রয়েছে, তা হ'চ্ছে : ভূপৃষ্ঠের ফাটলগুলির প্রত্যেকটি যে অতি বৃহৎ কেবল তাই নয়, এর পরিধি, পরিমাণেও অত্যন্ত গভীর, এবং তা পৃথিবীটাকে এঁফোড় ওফোঁড় ক'রে দিয়েছে। এই গহ্বরের উল্লেখই হোমর তাঁর রচনায় করেছেন :

দূরে, অতি দূরে।

যেখানে ধরিত্রীর গভীরতম গহ্বর রয়েছে অতলে।[৮২]

অনেক কবি এবং হোমর স্বয়ং অন্যান্য অনুচ্ছেদে এই গহ্বরের নাম দিয়েছেন, তারতারুস। প্রতিটি নদী এই গহ্বরে যেমন ঢুকে যায় তেমনি প্রতিটি নদীই পুনরায় এর থেকেই নির্গত হয়। প্রত্যেক নদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠের যে বিশেষ এলাকা দিয়ে তা বহতা সেই এলাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর। এই গহ্বরে প্রবহণের প্রবেশ ও নির্গমনের কারণ সেগুলোর তরলতা এবং এসবের তলে এমন কিছু শক্ত পদার্থ নেই যা তাদের ভার বহন করতে সক্ষম। সুতরাং এই তরলতা স্পন্দিত হয়, হ্রাস পায় ও প্রবাহিত হয় যেন জোয়ারের ঢেউ এবং যে বাষ্প তাদের ঘিরে রাখে তাদেরও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

অনুরূপ। যখন ভূপৃষ্ঠের এই দিক দিয়ে এ তরলপদার্থ বেগে প্রবেশ করে এবং ভূপৃষ্ঠের বিপরীত দিক থেকে যখন নির্গত হয় তখন সেই প্রবাহের সঙ্গে বেগে বহির্গত হয় বাষ্প, তরলপদার্থের সঙ্গে স্পন্দিত হ'তে হ'তে—ঠিক যেমনটি হয় যখন কোনো ব্যক্তি এক বায়ু স্রোত গ্রহণ করে ও প্রশ্বাসের সঙ্গে নির্গত করে তেমনি ক'রে পৃথিবীর জঠরে এই বাষ্পের শ্বাসপ্রশ্বাসও স্পন্দিত হয় তরলপ্রবহণের সঙ্গে একত্রে—প্রবল ও ভয়াবহ উদগীরণের সৃষ্টির দ্বারা।

সুতরাং যখন এই তরলপদার্থ ঝরে পড়ে—যাকে আমরা বলি পৃথিবীর তলদেশে, নদীগুলি বিপরীত ভূখণ্ডে নির্গত হয় এবং দুকূল প্লাবিত ক'রে চলে যেন সেচের খালে জলের তোড়। এবং যখন সেই তরলতা সেই অঞ্চল ত্যাগ ক'রে আমাদের এ পিঠে ধেয়ে আসে, এ পিঠের সব কিছু এলাকা হ'য়ে ওঠে পরিপূর্ণ ও ভূপৃষ্ঠের সবখান দিয়ে হয় বহতা। নদীগুলি এইসব বিভিন্ন খাল বেয়ে গিয়ে পৌঁছায় আমাদের সমুদ্রে। লেকে, নদীতে ও ঝরনায়। অতঃপর তা পুনর্বার তলায় সেই তারতারুসে, কোনোটি ঘুর পথে, দীর্ঘযাত্রার পর, অন্যগুলো সোজা পথে, সংক্ষিপ্ত পথ পরিক্রমণে। কোনোটি তার প্রবহমানতার পথের চেয়ে গভীরতর গহ্বরে পড়ে, অন্যগুলো সামান্য নিম্নতলে। কিন্তু পতনের শেষ তল সর্বদাই প্রবহণের চেয়ে নিচে। কোনো কোনো ধারা পৃথিবীর তলদেশ দিয়ে তাদের উত্থানের স্থানের চেয়ে আরো অনেক দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়; অন্যরা যেখান থেকে উত্থিত হয়েছে সেখানেই পুনরায় প্রবেশ করে। এমন কিছু কিছু প্রবহণ আছে যেগুলোর গতি চক্রাকার অথবা পৃথিবী ঘিরে বারংবার ঘূর্ণায়মান, ঠিক যেন কোনো সর্প। ভূপৃষ্ঠের উভয় দিক থেকে নদী গভীরতম যে অতলে প্রবেশ করতে পারে তা হ'চ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল কারণ যে কোন দিক থেকে জলবহনের খালগুলি যদি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু ছাড়িয়ে যায় তাহ'লে সেই প্রবহণকে উচুর দিকে উঠতে হবে।

এইসব নদীসমূহের মধ্যে অনেকগুলি আয়তনে বৃহদাকার এবং একের চরিত্র অন্যটির থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর। অবশ্য এগুলোর মধ্যে চারটি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাদের মধ্যে আবার একটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—যেটির গতি বর্তুলাকারে ভূপৃষ্ঠের অতি কাছাকাছি। এই নদীটিকেই আমরা মহাসাগর[৮৩] নামে অভিহিত করি। এরই অন্য অংশ—যা এর বিপরীত দিকে প্রবহমান, তাই আখেরোন, দুঃখের তরঙ্গিনী। আখেরোন মরুপ্রান্তর দিয়ে প্রবাহিত এবং তা পৃথিবীর তলদেশে নিম্নগামী হয়েছে আখেরুসিয়ান হ্রদকে পুষ্ট করার জন্য। এই সেই স্থান যেখানে মৃতব্যক্তিদের অধিকাংশ আত্মা উপস্থিত হয় এবং এখানেই সেই সব আত্মা নিজ নিজ ভাগ্যনির্দেশিত কালাতিপাত ক'রে থাকে, কেউ কেউ দীর্ঘ, কেউবা সামান্য সময়, পৃথিবীতে পুনর্বার কোনো প্রাণীর নবজন্মলাভের প্রয়োজনে প্রেরিত হবার পূর্বে। তৃতীয় নদীটি আগের দুটি নদীর মাঝখানে থেকে উঠেছে এবং এর উৎসমুখে সৃষ্টি হয়েছে একটা বিশাল আগুনভরা কটাহ, ফলে এমন একটা হ্রদ তৈরি হয়েছে যা আমাদেব ভূমধ্যসাগরের চেয়ে আয়তনে বড়, তাতে আছে ফুটন্ত জল ও গলিত পাথর। নদীটি এই হ্রদ থেকে নির্গত হয়েছে লাভার স্রোত নিয়ে, এবং পৃথিবী বেষ্টন ক'রে তা প্রবাহিত হয়েছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তা আখেরুসিয়ান হ্রদের উপকূলে পৌঁছায়। এর তরলতা কিন্তু হ্রদের জলে মিশে যায় না, পক্ষান্তরে পাক খেয়ে নেমে যায় ভূপৃষ্ঠের তল দিয়ে তারতারুসের গভীর অতলে। এই সেই নদী, যার নাম পাইরিফ্লেজেথোন, প্রজ্বলন্ত, আগুনের নদী। এবং এই নদীরই ঢেউ বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর নানা অংশে উদ্‌গীরিত হয় গলিত লাভা হিসেবে।

চতুর্থ নদীটি পাইরিফ্লেজোথোনের বিপরীত দিক থেকে উৎসারিত এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী, প্রারম্ভে এটি প্রবাহিত হ'তো বন্য ও ভীতিসঞ্চারক অঞ্চল দিয়ে, এর প্রবহমান তরলপদার্থ ছিলো সম্পূর্ণ নীলবর্ণ—এই অঞ্চলকে স্টিজিয়ান ভূমি বলা হয়। এবং যে জলাভূমি গড়ে উঠেছিল এই প্রবহণের ফলে তার নাম,

স্টিক্স, ঘৃণার্হ। এই জলাভূমিতে যখন তা প্রবাহিত হ'তো. নদী ও তার বারিধি লাভ করতো এক অদ্ভুত ও ভীষণা প্রকৃতির শক্তি। শেষ পর্যন্ত নদীটি পৃথিবীর অতলে তলিয়ে যায় এবং ঘুরে ঘুরে পাইরিফ্লেজেথোনের বিপরীত দিকে নেমে গিয়ে আবার উৎসারিত হয় আখেরুসিয়ান হ্রদের উল্টো উপকূলে। এর জল হ্রদের জলের সঙ্গে কখনো মেশে না। এটাও চক্রাকারে নিচে নামে এবং তারতারুসের গহ্বরে, পাইরিফ্লেজেথোন-এর উৎসমুখের বিপরীতে উদগীরিত হ'চ্ছে। কবিরা এই নদীর নাম দিয়েছেন, কোসাইটাস, বিলাপের নদী।

মৃতরা যখন, তাদের পরিচালক অশরীরীরা যেখানে নিয়ে যায়, সেখানে পৌঁছায়, তখন তাদের মধ্যে যারা ভক্তের ও ভালোমানুষের জীবনযাপন করেছিলো, তাদের বাদবাকিদের থেকে পৃথক করা হয়। আর যারা, দেখা গেছে যারা মধ্যপন্থার জীবন যাপন করেছে আখেরোনের তীরে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষমান তরণীতে চ'ড়ে তারা পার হয় আখেরুসিয়ান হ্রদ। সেখানে তারা প্রায়শ্চিত্ত করে ও জীবনে প্রত্যেকে যে সব অন্যায় কর্ম সাধিত করেছে তার জন্য শাস্তিভোগের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করে আর তাদের নিজ নিজ উত্তম কর্মের ফলস্বরূপ পুরস্কৃতও হয়। অন্যদের বিচারে বোঝা যায় তাদের কৃত সংশোধনের অযোগ্য পাপকর্মের কথা, তাদের পাপের সীমাহীনতার কথা। তারা দেবতার সম্পদ আত্মসাৎরূপ পাপ ও বিবিধ হত্যাকাণ্ডজনিত পাপে পাপী; তারা লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকার আইনই ভঙ্গ করেছে। এরা তেমনি তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী ভাগ্য ভোগ করে; তাদের নিক্ষেপ করা হয় তারতারুসের জলে, আর কোনোদিন প্রত্যাবর্তনের অযোগ্য বোধে। অবশ্য আরও এক শ্রেণীর লোকও আছে, যারা গভীরতর পাপের দায়ভাগী অথচ তাদের মনে করা হয় সংশোধনযোগ্য। হয়তো কোনো ক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে তারা আপনাপন পিতা অথবা মাতার উপর হাত ছুঁইয়েছিল অথবা তারা গভীর রাগের বশবর্তী হ'য়ে হয়ত বা কোনো একজনকে

হত্যাই করেছে; কিন্তু পরে তারা অত্যন্ত অনুতপ্ত হ'য়ে পরিবর্তিত জীবন যাপন করেছে। ভাগ্যানুসারে তাদেরও নিক্ষেপ করা হবে তারতারুসের জলে, কিন্তু এক ঋতু তারা সেখানে কাটানোর পর, জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস তাদের উদ্গীরণ ক'রে দেবে। হত্যাকারীদের বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া হয় কোসাইটাস-এর জলে। যারা তাদের পিতা কিম্বা মাতার প্রতি দুর্বিনীত ব্যবহার করেছে তাদের জন্য পাইরিফ্লেজেথোন রয়েছে। এবং যখন স্রোতপ্রবাহ তাদের আখেরুসিয়ান হ্রদরে তীর ঘেঁষে নিয়ে যাবে, তখন তারা আর্তরবে ডাকবে সেইসব নাম ধ'রে যাদের তারা হত্যা করেছিলো অথবা পিতামাতার নাম ধ'রে যাদের তারা আঘাত করেছিলো। তারা আপনাপন নিপীড়িত মানুষের কাছে প্রার্থনা জানাবে, দয়া ক'রে তাদের এই প্রবাহ থেকে উদ্ধার করতে এবং হ্রদটি পার হ'তে সাহায্য করতে। তাদের এই আবেদন যদি গ্রাহ্য হয় তবে তাদের তুলে আনা হয় নদী থেকে এবং তাদের শাস্তির যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিলাভ ঘটে। আর যদি তা না হয়, তবে তারা স্রোতের টানে আবার চ'লে যায় তারতারুসে এবং তারতারুস থেকে তাদের ভোগ করতে হয় এই যাত্রার যন্ত্রণা, নদীবাহিত হ'য়ে। এই যন্ত্রণা থেকে তাদের মুক্তিলাভ ঘটে না যতদিন পর্যন্ত তাদের নিজেদের দ্বারা নিপীড়িত মানুষের মন তারা জয় করতে সমর্থ হয়। নিরয়ের বিচারকদের দ্বারা এইরূপ শাস্তিই তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

এবং যারা মুক্তিলাভ করেছে কারণ তাদের অনুকরণীয় ভক্ত জীবন যাপনের জন্য, তাদেরই মুক্তিদান করা হয় পৃথিবীর এই নারকীয় অঞ্চলের থেকে উদ্ধার ক'রে, যেন তাবা কয়েদখানা থেকে মুক্তিলাভ করলো, যাত্রা করবে এক অকলুষ বসতির উদ্দেশ্য, উর্ধ্বে অবস্থিত সেই যথার্থ পৃথিবীতে বাস করবার জন্য। তাদের মধ্যে যারা দর্শনচর্চার দ্বারা যথেষ্ট পবিত্র হয়েছেন তাঁরা সেখানে বসবাস করবেন অনন্তকাল ধ'রে অশরীরী আত্মা হিসেবে। নিচের এই মর্ত্যভূমির চেয়ে অধিকতর মনোরম স্থান তাঁরা সেখানে উপভোগ করবেন।

সিমিয়াস, সময় খুবই কম, তদুপরি আমার এ চিত্রটি সম্পূর্ণ করতে, বর্ণনার ক্ষমতা খুবই কম মনে হয়। তথাপি এইসব কারণেই, যা আমি তোমাদের বিবৃত করলাম, আমার মনে হয়, আমাদের জীবদ্দশায় জ্ঞান ও নৈতিকতা অর্জন করার জন্য কোনো বেদনাকেই অধিক মনে করা উচিত নয়। আশা অত্যন্ত মহৎ এবং পুরস্কার গৌরবোজ্জ্বল।

একজন যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে, আমার বর্ণনার আনুপূর্বিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবতা নির্ভর ব'লে দাবী করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না। কিন্তু, আমার কাছে মনে হয়, উপযুক্ত হবে, এমন একজন মানুষের পক্ষে, যিনি বিশ্বাস করেন আত্মার অমরত্বে, এইরূপ একটা কিছুতে আস্থা স্থাপন—যেমন আমাদের আত্মার ভাগ্য ও ভবিষ্যতের আবাস হিসেবে আমি বর্ণনা করেছি। এই বিশ্বাসই আমাদের প্রেরণা হ'তে পারে এবং এর ফলে ভুল করবার ঝুঁকিও নেওয়া উপযুক্ত হবে। আমাদের নিজেকে পাপাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য এইরূপ স্বর্গ ও নরকের কথা ক্রমাগত আবৃত্তি করাটাই বিধেয় হবে এবং সেই কারণেই আমি এত বিস্তৃতভাবে এই লোকবিশ্বাসের কাহিনী এতক্ষণ ধ'রে বর্ণনা করলাম। যদি কোনো ব্যক্তি, তার জীবদ্দশায়, তার প্রকৃত চরিত্রে অপ্রয়োজনীয় মনে করে উপাদানের বিশুদ্ধীকরণের আনন্দ পরিহার করে, যদি মনে করে তা তার পক্ষে শুভদা হবার চেয়ে হবে অমঙ্গলকর; এবং যদি সে শিক্ষার আনন্দ অনুসরণ না ক'রে, জ্ঞান, বিচার, সাহস, স্বাধিকার ও সত্য অর্জন দ্বারা তার আত্মার শুদ্ধি না ঘটাতে চায়; যদি সে এইসব অলঙ্কার অর্জন করে তার আত্মার অন্তর্লীন সৌন্দর্য বিধানের জন্য, তবে এই উপকথা তাকে, তার আত্মার ভাগ্যকে প্রদান করবে আস্থা এবং সে তার মৃত্যুলোকে নির্ভয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকতে সক্ষম হবে। সিমিয়াস, সেবেস, তোমরা সকলে, আজ নয়তো কাল এই যাত্রা করবে। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য সেই ট্র্যাজিক কবির[৫৪] ভাষায় বলতে হয় :

এইমুহূর্তেও ভাগ্যের কণ্ঠস্বর আমাকে ডাকছে;

অর্থাৎ এখন আমার স্নান সেরে নেবার সময় হয়েছে। মনে হয়, গরল পান করবার পূর্বেই যদি স্নান সমাপন ক'রে নি তবে ভালো হয়। অন্তত আমার মৃতদেহটা ধোয়ার বিরক্তিকর কর্তব্য থেকে মহিলাদের মুক্তি দেওয়া যাবে।

ক্রিটো : সক্রেটিস, আপনার পরিবারের জন্য আমাদের করণীয় কিছু আছে ব'লে মনে করেন? অথবা, কোনো ভাবে কী আমরা কেউ ওঁদের উপকারে আসতে পারি যা আপনাকে বিশেষ কোনো আনন্দ দান করবে?

সক্রেটিস : ক্রিটো, আমার কোনো বিশেষ ইচ্ছে নেই। কেবল আমি এতোকাল তোমাকে যা যা করতে বলতাম—সে সবই করবে। এখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করো বা না করো, আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য এবং তোমার নিজের জন্য সবচেয়ে ভালো তুমি যা করতে পারো তা হচ্ছে—তোমার নিজের সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন। যদি তুমি তোমার নিজের অন্তরাত্মাকে অবহেলা করো ও আজ এবং আগে আমরা উভয়ে পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছিলাম সেই অনুযায়ী জীবনযাপনে অনীহা প্রদর্শন করো তবে আজকের সায়াহ্নে তুমি যতোই প্রতিজ্ঞা করো না কেন এবং যতোই আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালন করতে চাও না কেন, সে সবই মূল্যহীন হ'য়ে যাবে।

ক্রিটো : সক্রেটিস, আমরা সেই মতোই করবো। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। অন্তত আমাদের বলুন, আপনার অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে কী বন্দোবস্ত আমরা করবো।

সক্রেটিস : তোমরা যে বন্দোবস্ত ভালো মনে করবে, অর্থাৎ যদি তোমরা আমাকে ধরতে পারো। হয়তো বা আমি তোমাদের অঙ্গুলির ফাঁক গলে পালিয়ে যাবো।

(সক্রেটিস আপনমনে ক্ষীণ হাসলেন; তারপর আমাদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন :)

বন্ধুগণ, আমি ক্রিটোকে সহজে বোঝাতে পারছি না যে, আমি, সক্রেটিস, একজন জীবন্ত মানুষ যে তোমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করছে, যে যুক্তিজাল ইচ্ছানুসারে পরিচালনা করছে : কয়েক মুহূর্ত বাদে সে অনড়ভাবে আমাকে একটি মৃতদেহ হিসেবে প্রত্যক্ষ করবে ও বিশ্বাস করবে। অন্ত্যেষ্টির আয়োজন, তাই নাকি; প্রশ্ন করবার কী একটা বিষয়। এই আমি এখানে, হলাহল পান করবার পর আমি যে তোমাদের সঙ্গে আর থাকবো না, এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য আমি একের পর এক যুক্তির উপস্থাপনা করছি। না, আমি সেইসব আশীর্বাদধন্যদের ভাগ্য ভাগ ক'রে নেবার জন্য চ'লে যাবো, তা সে ভাগ্য যেমনি হোক না কেন! আমি অবশ্যই আমার আত্মিক চারিত্র উন্নত করতে পেরেছি, তৎসহ তোমাদেরও করেছি। তবু মনে হ'চ্ছে ক্রিটোর সঙ্গে বাক্যালাপে বুঝি বা আমি আমার প্রাণশক্তি ক্ষয় করছি।

তোমরা সকলে অবশ্যই ক্রিটোকে এমন জামিন কবুল করবে যা আদালতে ক্রিটো যে জামিন কবুল করেছিলো তার ঠিক বিপরীত হয়। সে আমার চিরায়ত উপস্থিতির জন্য জামিনদার হয়েছিলো : তোমরা যা করবে তা হ'চ্ছে আমার অনুপস্থিতির জন্য জামিন দাঁড়াবে। তোমরা অবশ্যই জামিন হবে যাতে আমি পলায়ন করতে সমর্থ হই। এর ফলেই ক্রিটোকে সান্ত্বনাদান করা যাবে। এর ফলে তাকে রক্ষা করা যাবে তার ভয়াবহ ভাবনা থেকে—যখন সে ভীতি অনুভব করবে, আমার এই শরীরটার দাহ অথবা মৃত্তিকাগর্ভে স্থাপনকর্ম দর্শন করে। আমার অন্ত্যেষ্টিকালীন এইরূপ উক্তি থেকেও তাকে রক্ষা করবে : 'আমি সক্রেটিসকে তাঁর শবাধারে শায়িত করছি', অথবা 'আমি সক্রেটিসকে কবরখানায় বহন ক'রে নিয়ে গেলাম', অথবা 'এই সেই সক্রেটিস যাকে আমি দাহ করছি'। প্রিয় ক্রিটো, তোমার অবশ্যই শিখতে হবে যে, ভ্রান্ত বক্তব্য যে কেবল বক্তব্যকেই ক্লান্ত করে তাই নয়, আত্মার উপরও, তাব একপ্রকার অশুভ প্রভাব পড়ে। না, তুমি অবশ্যই মুখে হাসি ফোটাও, তুমি অবশ্যই নিজেকে বলবে, এটা শুধুমাত্র সক্রেটিসের শরীর যা

তুমি সমাধিস্থ করছো, এবং যেমনটি পছন্দ তেমনিভাবেই তুমি অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করবে, তোমার অনুমানে যা উপযুক্ত বিবেচিত হবে ঠিক অনুরূপভাবেই তার আয়োজন করবে।

ফিডো : একথা ব'লে, সক্রেটিস তাঁর শয্যা থেকে উঠলেন, এবং অন্য একটা ঘরে ঢুকলেন স্নান সমাপন করবার জন্য। ক্রিটো তাঁর সঙ্গে গেলেন, আমাদের ওখানেই অপেক্ষা করতে ব'লে গেলেন। আমরাও তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং সেদিন যা কিছু আলোচনা হয়েছিলো সে সম্পর্কেই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলাম। তারপর আলোচনা ঘুরে গেল এই ক্ষতির বিষয়ে, যা আমাদের ভোগ করতে হবে, আমরা তা নিয়েই কথাবার্তা চালাতে লাগলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে, এবং যেন আমাদের সকলের পিতৃবিয়োগ হয়েছে বলে আমরা যথার্থই অনাথ হ'য়ে যাচ্ছি, এসব বিষয়েও আলোচনা হ'লো।

যখন সক্রেটিস তাঁর স্নান সমাপন ক'রে নিলেন তখন তাঁর সন্তানদের সেখানে নিয়ে আসা হ'লো---ওঁর ছিলো তিন পুত্র, তারমধ্যে দুইজন নিতান্ত শিশু, অন্য জন একটু বড়—তাঁর গৃহের মহিলারাও সকলেই এসে পৌঁছলেন। তিনি ক্রিটোর সামনেই তাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং তাঁর শেষতম অনুরোধও তাদের জানালেন : তারপর মহিলা ও সন্তানদের তাঁকে ত্যাগ করে চ'লে যেতে বললেন এবং আমাদের কাছে উনি ফিরে এলেন।

তিনি ভেতরের ঘরটায় বেশ দীর্ঘসময় ছিলেন, এবং তখন প্রায় সূর্যাস্ত হয়ে এসেছে। তিনি ঘরে ঢুকলেন উপবেশন করলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু কথা বললেন না। তখন একাদশের পরিচারক প্রবেশ ক'রে সক্রেটিসের কাছে গেল এবং বললো :

'সক্রেটিস, আমি আশা করি আপনার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আমাকে করতে হবে না এই মর্মে যে, কেউ কেউ,

যখন আমি তাঁদের বিষ পান করতে বলি তখন তাঁরা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে শাপমন্যি করতে থাকে অথচ আমি কেবলমাত্র সরকারী আদেশ পালন করছি। না, আপনি এখানে যতদিন ছিলেন তারমধ্যে সবসময়েই আপনি অত্যন্ত বিনম্র ও সমঝদার ব্যবহার করেছেন। এখানে আপনার চেয়ে বেশি ভালো লোক কখনো থাকে নি। আমি নিশ্চয় ক'রে জানি, এখনও, যদি আপনার কোনোরূপ অভিযোগ থাকে, তবে তা আমার বিরুদ্ধে নয়, তা অবশ্যই যারা এর জন্য দায়ী তাদের সম্পর্কেই থাকবে, কারণ আপনি জানেন কারা বস্তুতপক্ষে ও ব্যাপারে দায়ী। আপনি জানেন, আপনাকে আমার কী বলতে হবে, সুতরাং বিদায় এবং শুভযাত্রা। যা করতে হবে, তা করতেই হবে এবং তা কষ্টের সঙ্গে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।'

লোকটি কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললো, ঘুরে দাঁড়ালো এবং স্থান ত্যাগ করলো। সক্রেটিস তার অপসৃয়মান অবয়বের দিকে তাকালেন এবং পিছন থেকে তাকে ডেকে বললেন : 'বিদায়, এবং আপনাকেও জানাই সৌভাগ্য! আপনি যেমন নির্দেশ দিলেন আমরা তদনুরূপই করবো।' তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন :

সক্রেটিস : কী চমৎকার সুসভ্য মানুষ! আমি যখন থেকে এখানে এসেছি তখন থেকে ইনি প্রায়শই আমাকে দেখতে এখানে আসতেন; কখনো কখনো আমরা উভয়ে কথাবার্তাও বলতাম। খুব ভালো মানুষ, ভালো অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ : তোমরা লক্ষ করেছিলে ওর অশ্রুপাত। বেশ, ক্রিটো, আমরা আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছি? উনি যেমন বললেন, এসো আমরা তদনুরূপই করি। কাউকে বলো বিষটা এখানে নিয়ে আসুক, অবশ্য যদি ইতিমধ্যেই তা তৈরি হয়ে থাকে। তা না হ'লে কাউকে বলো ওটা তৈরি করবার জন্য।

ক্রিটো : কিন্তু সক্রেটিস, আমি ঠিক জানি এখনো সূর্যাস্ত হয় নি। পাহাড়ের চূড়োর ওপর এখনো সূর্য প্রত্যক্ষ। এবং আমি এও

জানি অন্য অনেক বন্দী এই বিষ অনেক দেরি ক'রে পান করেছেন, আদেশ আসবার বেশ কিছু সময় পরে। তাঁরা নৈশভোজ শেষ করেছেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে প্রবল মদ্যপানের আড্ডার কথা নাই বা উল্লিখিত হ'লো। অত তড়িঘড়ি করবেন না, এখনো বেশ কিছু সময় বাকি আছে।

সক্রেটিস : এই ধরনের আচরণ, ক্রিটো, তুমি যাঁদের কথা বলছো তাঁদের পক্ষেই শোভনীয় : তাঁরা এই আচরণের দ্বারা, মনে করেন, তাঁদের খানিকটা ভালো হবে। কিন্তু আমার পক্ষে, এইরূপ আচরণ না করাটাই অনুরূপভাবে শোভনীয়। কারণ একটু বেশি মদ্যপানের সময় থেকে আমি যা পেতে পারি তা হ'চ্ছে আমার নিজের খরচে সামান্য হাসির উদ্রেক। আমার কী জীবন আঁকড়ে থেকে কৃপণের ন্যায় শূন্য পেয়ালায় চুমুক দেওয়া শোভা পায়? এবার যাও, যেমনটি বলেছি সেইরূপ করো।

ফিডো : এ কথা শুনে, ক্রিটো, পাশে দাঁড়ানো একজন ক্রীতদাসের দিকে তাকিয়ে শির নোয়ালেন। ক্রীতদাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং বেশ খানিকটা সময় পর ফিরে এলো একজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে—যাকে এই বিষ পরিবেশন করতে হবে। সে তা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে, তৈরি, একটা গোল পাত্রে ভরা। সক্রেটিস যখন তাকে দেখলেন, বললেন : 'উত্তম, প্রিয় মহাশয়, আপনি এই ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ : বলুন তো আমাকে কী করতে হবে।' 'আপনাকে কেবল যা করতে হবে' সে জানালো, 'এটা সম্পূর্ণ পান করতে হবে, তারপর পদচারণা করবেন যতক্ষণ না আপনার পদযুগল ভারি বোধহয়; তারপর আপনি উপবেশন করবেন। বাকীটা এ নিজে নিজেই করবে।' এ কথা কয়টি ব'লে সে গোলাকার পানপাত্রটি সক্রেটিসের হাতে দিলো।

অতঃপর এখেক্রাটেস, হাত বিন্দুমাত্র কম্পিত না ক'রে সক্রেটিস পেয়ালাটা গ্রহণ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে কোনোরূপ পাণ্ডুরতার চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, তাঁর সমস্ত অবয়ব শান্ত ও স্থির হ'য়ে

ছিলো। তখন তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রহস্যময় ভঙ্গিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'বল দেখি বাপু, এই পেয়ালা থেকে দেবতার উদ্দেশ্যে যদি খানিকটা নিবেদন করি? অনুমতি পাওয়া যাবে, নাকি পাওয়া যাবে না?' 'আমরা যেটুকু উপযুক্ত মাত্র সেইটুকুই তৈরি করি, সক্রেটিস।' 'বোঝা গেল। তবু, অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়েছে, অবশ্য, এটা আমার কর্তব্য, দেবতার নিকটে এই জগৎ ত্যাগ ক'রে অন্য জগতে সৌভাগ্যপূর্ণ যাত্রার কামনায় প্রার্থনা করা। এটা আমার প্রার্থনা এবং তা যেন অনুমোদন লাভ করে।'

সক্রেটিস তাঁর শ্বাস রুদ্ধ করলেন এবং ভয় বা বিবমিষার চিহ্ন না প্রদর্শন ক'রে পেয়ালার সবটুকু গলায় ঢেলে দিলেন।

এই পর্যন্ত আমরা ভালোভাবেই আমাদের অশ্রু সংবরণ করেছিলাম, কিন্তু যখন আমরা তাঁকে পান করতে দেখলাম ও দেখলাম পানীয়টুকু শেষ করতে, তখন আর আমরা নিজেদের সংবরণ করতে পারলাম না। নিজের যত্ন সত্ত্বেও, আমি দেখলাম আমার দুচোখ থেকে গণ্ড বেয়ে অশ্রুস্রোত নেমে আসছে, এবং আমি আমার মাথা দুহাতে আবরিত করে ক্রন্দন করতে লাগলাম। তাঁর জন্য নয়, আমার নিজের জন্য এবং আমার নিজস্ব শোকে, এমন একজন ভালো মানুষ, এমন একজন প্রকৃত বন্ধুর বিয়োগ বেদনায়। এমন কি আমার ক্রন্দন আরম্ভ হবার পূর্বে, ক্রিটো, ঘর ত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা অসাধ্য ছিলো। এর পূর্ব থেকেই আপোলোডোরাস ক্রমাগত ক্রন্দন করছিলেন এবং এই মুহূর্তে তিনি ক্রন্দন ও দীর্ঘবিলাপ ধ্বনিতে এমন প্রবলভাবে ফেটে পড়লেন যাতে আমরা প্রত্যেকে ভেঙে পড়তে বাধ্য হলাম। প্রত্যেকে কেবল সক্রেটিস বাদে। সক্রেটিস বললেন, 'তোমরা এসব কী আরম্ভ করলে। আমি তোমাদের দেখে বিস্মিত হচ্ছি। মহিলাদের এখান থেকে চলে যেতে বলার পেছনে প্রধানতম যুক্তি ছিলো, এ ধরনের দৃশ্য এড়িয়ে যাওয়া। আমি বলতে

শুনেছি যে, একজনের মৃত্যু হওয়া উচিত নিঃশব্দে, তাই প্রার্থনা করছি তোমরা শান্ত হও এবং নিজেদের সংযত করো।'

এই বাক্য আমাদের নিজেদের জন্য লজ্জার কারণ হ'লো এবং আমরা আমাদের অশ্রুসংবরণ করলাম। সক্রেটিস ঘুরে ঘুরে পদচারণ করছিলেন, অবশেষে, তাঁর দুপা ভারি বোধ হ'চ্ছে এ কথা ব্যক্ত ক'রে তিনি তাঁর পিঠ ঠেস দিয়ে ব'সে পড়লেন— যে লোকটি তাঁকে বিষ দান করেছিলো, তারই উপদেশ অনুযায়ী। লোকটা তাঁর শরীরে আলতো ক'রে নিজের হাতটা রাখলো এবং একটু সময় করে, তাঁর পায়ের পাতা ও পা দুখানা পরীক্ষা করতে লাগলো। এরপর সে বেশ জোরে সক্রেটিসের পায়ের পাতা চেপে ধরেছিলো এবং জিজ্ঞেস করেছিলো, তিনি কিছু অনুভব করতে পারছেন কি না। সক্রেটিস বললেন, 'না'। অতঃপর সে একই ভাবে সক্রেটিসের পায়ে হাত রাখলো, এমনি ক'রে ধীরে শরীরের ওপরের অংশে হাত তুলে আনছিল, যাতে আমরা প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হই যে সে সব অঙ্গ ক্রমান্বয়ে শীতল ও নিঃসাড় হ'য়ে আসছে। এখন আর একবার সে খুব তাঁকে আলতো ক'রে স্পর্শ করলো এবং বললো, যে মুহূর্তে নিঃসাড়তা হৃদপিণ্ডে পৌঁছবে, সক্রেটিস তখনি দেহত্যাগ করবেন।

শীতলতা প্রায় তাঁর বুকের কাছে পৌঁছে গেছে, যখন সক্রেটিস তাঁর মুখমণ্ডলের আবরণ উন্মোচন করলেন—আগেই তিনি তা ঢেকে নিয়েছিলেন[৬৫]—এবং তাঁর জীবনের শেষতম বাক্যটি উচ্চারণ করলেন :

সক্রেটিস : ক্রিটো, আসক্লেপিয়াসের নিকট আমাদের একটা মোরগ দেবার আছে। দেখবে যেন তা অবশ্যই দেওয়া হয়।[৬৬]

ক্রিটো : এ আদেশ পালিত হবে। আপনি ঠিক জানেন তো, আর কিছু নেই তো?

ফিডো : কিন্তু সক্রেটিস এর কোনো উত্তর দান করলেন না। এক মুহূর্ত পরে তাঁর শরীর বেয়ে একটা কম্পন ধাবিত হ'লো। লোকটি

সক্রেটিসের মুখমণ্ডল থেকে আবরণ তুলে নিলো, এবং আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, তাঁর দুইচোখ বিস্ফারিত। ক্রিটো দেখেছিলেন, তারপর তিনি ওঁর মুখ ও চোখ বন্ধ ক'রে দিলেন।

এখেক্রাটেস, এমনিংকরেই আমাদের বান্ধবের জীবন নির্বাপিত হ'লো : যেমন আমরা সকলে বলবো, আমাদের সকল বন্ধুর মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বাপেক্ষা নৈতিক চরিত্রবান মানব।

টীকা

টীকা পৃষ্ঠা

১ ৩ হাস্যরসের কাব্যরচয়িতা

৪২৩ খ্রিঃ পূর্বাব্দে দুবার এবং ৪২১খ্রিঃ পূর্বাব্দে একবার এইসব কমিক বা হাস্যরস বিষয়ক কাব্য রচয়িতারা সক্রেটিসকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন। হয়তো বা আরো কখনো কখনো এমন বিদ্রূপাত্মক রচনা সৃষ্টি হয়েছে। এইসব কমিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত অবশ্যই আরিস্তফেনেস। তাঁর 'পর্জন্য' নাটকে এই কটূক্তি অনেকেই পাঠ করেছেন।

২ ৫ না জানার বেশি কিছু জানি না

এই শূন্যের উপমা বস্তুত পক্ষে আইয়োনীয় দার্শনিক ভাবনার অন্তর্গত সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক থিয়োরির অনুসারী। আর সক্রেটিস এই দর্শন তত্ত্বের প্রবক্তা আরকেলাউস - এর শিষ্য। এঁরা মনে করতেন জগতের প্রধানতম উপাদান — বায়ু এবং এই উপাদানে কখনো কখনো দৈবী শক্তির লক্ষণ দর্শনেও এঁরা পেছপা হতেন না।

৩ ৫ অনুসন্ধিৎসা ছিল না

এটাকে অবশ্যই অতিশয়োক্তি বলে মনে করা যায়। কারণ সক্রেটিস যুবক বয়সে যে ফিজিক্যাল থিওরিতে আস্থাবান ছিলেন, যা তাঁর যৌবনের প্রধানতম দার্শনিক ভাবনা ছিল তাতে এখন তাঁর কোনো আস্থা নেই — তা অসম্ভব বলে মনে করেন। এ বিষয়ে গ্রন্থের ফিডো পর্যায়ে অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ কথা বলা হয়েছে।

৪ ৭ তাঁর দক্ষিণা পাঁচ মিনায়ে

৪০০খ্রিঃ পূ. পাঁচ মিনায়ের যা ধাতুমূল্য ছিল তা একজন অদক্ষ মজুরের ষোল মাসের উপার্জনের সমান। পাঁচ মিনায়ে রৌপ্য আজ হয়তো বা পঞ্চাশ গিনির সমান। গিনির চলও এখন আর নেই।

৫ ১৪ কবিদের চরিত্রহননজাত বিহ্বলতার

মেলেটাস সম্ভবত ঐ নামের তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত ট্র্যাজিক কবির আত্মীয়। আনিটাস ছিলেন একটা চর্ম কারখানার মালিক। এবং খুবই বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ। আর লাইকোনের কাজকর্ম বিষয়ে কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি।

টীকা পৃষ্ঠা

৬ ১৭ তাদের ক্ষেত্রে কী হবে?

কাউন্সিল ৫০০ জন সদস্য নিয়ে তৈরি হতো। প্রত্যেক উপজাতি যাদের নির্বাচন করতেন তার থেকে লটারি করে সদস্য বাছা হতো। সদস্যগণ এক বছরের জন্য নির্বাচিত থাকতেন। কাউন্সিল প্রাথমিক বিতর্কের দ্বারা স্থির করতো এসেমব্লিতে কোন কোন বিষয়ের জন্য সুপারিশ জানাবে। আসলে কাউন্সিল কুড়ি বছরের অধিক সমস্ত নাগরিক, যারা জন্মগত ভাবে স্বাধীন, তাদের নিয়ে গঠিত হতো। যতদূর অনুমান করা যায় গড়ে দশজন নাগরিকের মধ্যে একজন এই বিতর্কে যোগদান করতো। এরচেয়ে বেশি সংখ্যক যদি যোগ দিত তবে বুঝতে হবে বিতর্কের বিষয়টি খুবই উল্লেখযোগ্য।

৭ ২১ একতাল মৃত্তিকামাত্র

এই সময়ে আথেন্সে প্রচলিত ধর্ম ভাবনায় সূর্য - চন্দ্রের কোনো স্থান ছিলনা। অবশ্য গ্রিক জাতি অন্যান্য প্রদেশে সূর্য - চন্দ্রকে দেবতা বলে মানতেন। বলা হয় প্লেটোই এই দুটিকে দেবতার আসনে স্থাপন করেন। আনাক্সাগোরাস ছিলেন নাট্যকার ইউরিপিদিসের গুরু।

৮ ২১ এক দ্রাকমা

একশো দ্রাকমায় এক মিনা। সাম্প্রতিক তুলনায় পাঁচ মিনা, রৌপ্যজাত, মোটামুটি ভাবে ৫০ গিনির সমান।

৯ ২৬ 'পুত্র, যদি তুমি

এই অংশ হোমর রচিত ইলিয়াডের একটা ক্ষুদ্র ছন্দবদ্ধ অংশের গদ্য। ছন্দবর্জন করে কেবল বক্তব্যটাই গ্রহণ করা হয়েছে।

১০ ২৬ ডেলিয়াম

পোটিদাইয়ার যুদ্ধে সক্রেটিস অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাহসিকতার পরিচয় জ্ঞাপন করেছিলেন। এটা সংঘটিত হয় ৪৩২ খ্রিঃ পূ.। ৪২২ খ্রিঃ পূ. ঘটে আম্ফিপোলিসের যুদ্ধ এবং ডেলিয়ামের যুদ্ধ হয় ৪২৪ খ্রিঃ পূ.। এই পরবর্তী দুটি যুদ্ধেই আথেন্সের পরাজয় ঘটে। সক্রেটিসের প্রতি জনরোষের জন্ম বস্তুতপক্ষে এই পরাজয়ের সময় থেকেই।

১১ ৩৩ সংসদে আপনারাই

এক একটি উপজাতি থেকে নির্বাচিত ৫০ জন সংসদ সদস্য নিয়ে গঠিত হতো একাধিক্রমে ৩৫ বা ৩৬ দিনের জন্য কর্মরত পরিচালন

টীকা পৃষ্ঠা

সমিতি। এরমধ্যে অন্তত পক্ষে ১৭ জন সদস্যকে সংসদের কক্ষে রাত্রিদিন উপস্থিত থাকতে হতো। আর প্রতিদিন তাঁদের সভাপতি নির্বাচিত হতেন লটারির মাধ্যমে। সভাপতিই হতেন রাজ্যের শীর্ষস্থানীয়।

১২ ৩৪ নির্বাচনের দ্বারা

আর্গিনুসির যুদ্ধ ৪০৬ খ্রিঃ পূ. হয়েছিল। মোট নয়জন সেনাপতিকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে সম্রাট পেরিক্লিসের পুত্রও ছিলেন। যারা এই শাস্তির প্রস্তাব করেছিল তাদের পরে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছিল। এবং তাদের মুচলেকা লিখিয়ে ছাড়া হয়েছিল আর তারা সেই সুযোগে আথেন্স ত্যাগ ক'রে পলায়ন করে।

১৩ ৩৪ ত্রিংশ ব্যক্তি

তিরিশজন অত্যাচারীব নির্দ্দিষ্ট শাসন সময় ছিল ৪০৪খ্রি·পূ — এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

১৪ ৩৯ সন্তান নই

হোমরের ওডেসিতে এই কথা আছে। বলছে পিনিলোপ।

১৫ ৪৩ প্রাইটানেয়াম

প্রাইটানেয়ামে বিনামূল্যে আহাব জুটতো কেবলমাত্র অলিম্পিক খেলায় বিজেতা, সার্থক সেনাপতি এবং সাধারণতন্ত্রের নায়কদের বংশধবদের একপ্রকাবের সম্মান দক্ষিণা হিসেবে। এই সম্মান যাঁবা লাভ কবতেন তাঁদের সে যুগে বলা হতো 'প্যারাসাইট' অর্থাৎ পরজীবী। শব্দটির অর্থ আজকে অপাঙ্‌ক্তেয় হলেও তখনকার দিনে কিন্তু সম্মানসূচক ছিল। তখনকার দিনে বিনামূল্যে আহার্যদান সাধারণের কাছে শুভেচ্ছামূলক পরিকল্পনা বলে গ্রাহ্য হতো না।

১৬ ৫০ আপনারাই শুধুমাত্র

রচনার এই অংশটিতে সক্রেটিস তাঁকে দণ্ডাদেশ প্রদানের দায় সমস্ত আথেন্সবাসীর বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি বারংবার জুরিদের সম্বোধন করেছেন 'নাগরিকগণ বা আথেন্সবাসীগণ' হিসেবে যা আসলে একজন বক্তার সংসদে সম্বোধন করার কথা। কোনো বিচারালয়ে নয়।

টীকা পৃষ্ঠা

১৭ ৫১ প্রচল ধারণা

এখানে যে প্রচলিত ধারণার কথা বলা হয়েছে তা আসলে সমকালীন কোনো কোনো রহস্যময় লোকায়ত ধর্মের অন্তর্গত। যেমন অরফিক এবং এলেউসিনিয়ান রহস্য। এই ধর্ম ভাবনাগুলি সমকালীন গ্রিক ধর্ম চিন্তার বহির্ভূত এবং খানিকটা হয়তো বা খ্রিস্টধর্মের অনুকূল।

১৮ ৫২ পালামেডেস

ওডেসিয়ুস বিদ্রোহের অভিযোগে পালামেডেসকে অভিযুক্ত করেছিলেন। তাকে ঢিল ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। আকিলিসের বর্ম আজাক্সের কাছে না এনে ওডেসিয়ুসের কাছে আনার ফলে সে মানসিক অস্থিরতায়, তাকে হত্যার সুযোগ দেয়।

১৯ ৫৬ ডেলোস

ক্রিটের শাসন থেকে থেসেয়ুস আথেন্স মুক্ত করেছিলেন এবং এই ঘটনার স্মরণার্থে প্রতিবৎসর আথেন্স থেকে ডেলোসে আপেলোর আবাসে একটা জাহাজ ধর্ম যাত্রায় যায়। জাহাজে যারা যেত তাদের কাজ ছিল আথেন্সের তরফ থেকে ঐতিহ্যানুযায়ী ছয় জন কুমারী ও যুবক, লোক কাহিনী অনুযায়ী, ক্রিটের মাইনোটার অর্থাৎ বৃষাসুরকে উৎসর্গ করা। আর ধর্ম যাত্রার সময়টুকু আথেন্স রাজ্য জুড়ে পবিত্রতা যাপন করতো। যার অর্থ অন্যসব কিছুর সঙ্গে প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্তদেরও দণ্ড সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হতো। ৩৯৯ খ্রিঃ পূ. সেই বছরের জাহাজটিও প্রায় একমাসের জন্য ধর্মযাত্রায় গিয়েছিল।

২০ ৫৭ পিথিয়া

ইলিয়ড থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি। আকিলিস তাঁর গৃহ থেকে ট্রয় নগরের দূরত্ব বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। সক্রেটিস বলতে চাইছেন তাঁর আত্মা এই মর্ত্যের নির্বাসন ছেড়ে যাবে দুই দিনের পর।

২১ ৫৯ আমি কাদের কথা বলছি

এই গ্রন্থের 'ফিডো' অংশে এদের কারো কারো নামোল্লেখ আছে।

২২ ৬০ বিচারশালায় গমন

প্রতিবাদী, যারা অত্যন্ত গর্হিত অভিযোগে অভিযুক্ত, কোর্টে বিচারের দিনের আগেই দেশ ত্যাগ ক'রে যাওয়ার চল ছিল। এবং এমনি করে তারা আইনগতভাবে বিচার এড়াতে পারতো।

টীকা পৃষ্ঠা

২৩ ৬৯ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত

সমসাময়িক বিচার প্রকরণ বা বুদ্ধিতে মনে হতে পারে তুচ্ছ। সক্রেটিস অবশ্যই তখনকার সমাজে বহুল প্রচলিত সমস্যা হিসেবে দেখেছিলেন। উচ্চবংশজাতদের মধ্যে জ্ঞাতিবৈর বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাপ্রবণতা খুবই প্রবল ছিল। কর্মদক্ষ জুরি বা বিচারক বা আইনজীবী না থাকায় আইনানুগত্যতার তুলনায় বেশি ছিল সমদর্শিতা।

২৪ ৭২ সঙ্গীত ও শারীরবিদ্যায়

আথেনীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্গীত ও শরীরচর্চা ছিল প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। পঠনপাঠনের বিষয়গত সংকীর্ণতা বস্তুতপক্ষে সঙ্গীত পাঠক্রমে নানা নমুনার পদ্যসাহিত্য থাকায় খানিকটা ব্যাপক হয়েছিল।

২৫ ৭৩ যদি তুমি একজন ক্রীতদাস হ'তে

তৎকালীন আইনানুসারে একজন আথেনীয় পিতা তার পুত্রকে কেবলমাত্র সঙ্গত কারণে শাসন করতে পারতেন এবং প্রয়োজন হ'লে পুত্রকে নিজের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতও করতে পারতেন। তবুও পিতার অধিকার, পরিবারের বিশুদ্ধতার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হতো সামাজিক রীতি অনুযায়ী এবং এই রীতি রক্ষাকল্পে বিচারকের কাছে আবেদনও করা যেত।

২৬ ৭৭ শাসনতন্ত্রের প্রশংসা

স্পার্টার তথা ক্রিটের শাসনতন্ত্র, যার উদাহরণে এখানকার ব্যবস্থা প্রচলিত, সেই শাসনতন্ত্র বস্তুতপক্ষে অতিশয় রক্ষণশীল, অভিজাত-ঘেঁষা ও স্বাতন্ত্র্যবাদানুরূপ। এদের প্রশংসা করার অর্থ সাধারণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন। সক্রেটিস, প্লেটো বা আরিস্টোটলের কাছে এদের অংশত প্রশংসাদায়ক মনে হওয়ার কারণ যৌথ জীবন ও সম্পত্তি পরিচালনা যা প্রায় উটোপিয়ার তুল্য বিশেষ যখন আথেন্স ব্যক্তিগত মালিকানার কলহে জর্জরিত।

২৭ ৭৮ থীবস ও মেগারা

আজকের দিনে যেমন পৃথিবীর যে কোনো দেশে 'আইন ও শৃঙ্খলা' শব্দ দুটি রাজনীতির ক্ষেত্রে অতীব আদরনীয় শব্দ তেমনি চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিসেও ছিল।

টীকা	পৃষ্ঠা	
২৮	৮৩	ফ্লিয়াস এই কথোপকথনের স্থান কোরিন্থের দক্ষিণ - পশ্চিমের প্রায় ১২ মাইল দূরের একটা ছোট শহর। এই শহরটি আসলে পিথাগোরিয় দর্শনের কেন্দ্রভূমি এবং ফিডোর গৃহ পশ্চিম পেনোপোনিসের এলাইনে যাবার পথে।
২৯	৮৬	ইউক্লিড আমাদের পরিচিত জগৎ বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ইনি নন। একই নাম হওয়া সত্ত্বেও। কারণ গণিতজ্ঞের জীবনকাল আবো একশ বছর পর।
৩০	৮৬	আরিস্টিপাস ইনি সাইরেন শহরের অধিবাসী। তিনি অথবা তাঁর নাতি কেউ একজন একই নামের একটি দার্শনিক তত্ত্বের প্রবর্তন করেছিলেন যা বস্তুতপক্ষে সক্রেটিস কথিত কঠোর তপশ্চর্যা পদ্ধতির অনুশাসন প্রত্যাখান করতো। ইনি ভোগসুলভ আনন্দবাদের প্রবল সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন।
৩১	৮৭	একাদশের দল এরা খুবই নিম্নস্তরের প্রশাসক—মূলত কয়েদখানার তত্ত্বাবধায়কেব কাজ করতো। তাদেরও অবশ্যই ছিল সীমিত ক্ষমতা—অপরাধী গ্রেপ্তার করার ও তাৎক্ষণিক শাস্তিবিধানের।
৩২	৮৮	ক্রিটো, দেখ যদি একে কেউ প্রচলিত কাহিনী অনুসারে সক্রেটিসের পত্নী জানথিপে ও তার পুত্র ল্যামপ্রোক্ল। এদের সম্পর্কে সকল গল্পই পরবর্তী সময়ে তৈরি করা হয়েছে। সক্রেটিস কখনোই তাঁব পত্নীর প্রতি কঠোর ছিলেন না। চতুর্থ শতকের (খ্রি: পূ) আথেন্সে এই কঠোরতা সম্ভব ছিল না।
৩৩	৯১	ফিলোলায়ুস দক্ষিণ ইতালীর ক্রোটেন শহরেব পিথাগোরাসের অনুগামী একজন দার্শনিক।
৩৪	৯২	ওঃ আ-আ-র-ব গ্রিসের বিওশিয়ার অধিবাসীরা প্রাচীন গ্রাম্যতার জন্য এমন সব উচ্চারণ বা শব্দ ব্যবহাব করতো যা অভিজাত আথেনীয়ানদেব প্রভূত মজার উপকরণ যোগাত। যেমন আমাদেব বাঙলাদেশেব ঘটি ও বাঙ্গাল ভাষার হাস্যকর উপাদান।

টীকা পৃষ্ঠা

৩৫ ৯২ আত্মাহুতি দিল

পরবর্তী স্তবকে এই তুলনার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। যা আসলে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্কের তুলনা।

৩৬ ৯৫ অধিক শুভকারক

রহস্যময় ধর্ম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। বিশেষভাবে অরফিজিম। এক ধরনের ধর্ম বিশ্বাস। এর নামকরণ হয়েছে অরফিয়ুস থেকে। কারণ গ্রিসে তৎকালে মৃত্যুর পর পাপ ও তারজন্য শাস্তি—এই ধারণা তেমন গভীরভাবে ধর্ম বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। অরফিয়ুস পক্ষান্তরে মৃত্যুর পরেও আপন ভাসমান কর্তিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে। এই বিষযে স্মরণীয় রাইনের মারিয়া রিলকের চতুর্দ্দশপদীর সঙ্কলন অরফিয়ুসেব নামে।

৩৭ ৯৬ থীবস-নাগরিকগণ

থীবসে পিথাগোরাসের অনুগামী অনেকানেক মানুষের বসবাসের উপলক্ষে এই ঠাট্টার সৃষ্টি। এমনি হাস্যরস আরিস্তফেনেসের 'মেঘ' নামক নাটকে বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

৩৮ ১০৫ পারিভাষিক অর্থে

সীমিত অথবা প্রায়োগিক অর্থে আত্মশৃঙ্খলা অর্থাৎ সেফ্রোসাইনে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সক্রেটিস আরো নানা স্থানে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বিশুদ্ধ যুক্তিব নৈতিক ও বুদ্ধিগ্রাহ্য গুণাবলীর মধ্যে যুক্তিসম্মত সংযোগ রক্ষা করেই এই শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩৯ ১০৭ নির্বাচিত হয় মাত্র কয়েকজন

আসলে সক্রেটিস বলতে চাইছেন যে অনেকেই অলৌকিকতার নানা প্রতীক বহন করছেন অথচ তাঁদের মধ্যে খুবই কম সংখ্যক মানুষই যথার্থ অর্থে অতীন্দ্রিয়বাদী।

৪০ ১০৯ পুনর্জন্মলাভের পর

গ্রিসের পুরাণ বর্ণিত কবি বা সঙ্গীতবিদ অরফিয়ুস তুল্য ঐতিহ্য যা খানিকটা পরিমার্জনা সহকারে পিথাগোরিয়ানরা গ্রহণ করেছিলেন।

৪১ ১১৫ এন্ডিমিয়ন-এর ঘটনাই

পুরাণ অনুসারে এন্ডিমিয়ন হয় সেলেনে অর্থাৎ চন্দ্রমা অথবা স্বয়ং জিউস কর্তৃক নিদ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। এন্ডিমিয়ন সেলেনের প্রেমাস্পদ।

অন্যান্য পুরাণের পাঠান্তরে আছে এন্ডিমিয়ন - এর চিরকালীন নিদ্রা বস্তুত পক্ষে যেমন তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ হয়েছিল তেমনি শাস্তিবিধান হিসেবেও গণ্য করা হ'তো।

৪২ ১১৫ সব বস্তুই আসলে এক বস্তু

বস্তুতপক্ষে আনাক্সাগোরাস এক অতি জটিল তত্ত্ব উদ্ভব করেছিলেন বস্তু বিষয়ে। যাতে বলা হয়েছে কোনো বস্তুর প্রত্যেক অংশ অথবা অণু সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার সব গুণাগুণ বহন করছে। এই অর্থে সমস্ত কিছুই গুণগত ভাবে অভিন্ন।

৪৩ ১১৫ শিক্ষালাভের পদ্ধতি বস্তুত স্মরণ করার পদ্ধতি

ভৌত বস্তু চেনার ক্ষমতা এবং তার সঙ্গে বিমূর্ততার সম্পর্ক অনুধাবনের মানুষী ক্ষমতার জটিল ও অপ্রচল তত্ত্ব এখানে স্মরণ করতে হবে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় জ্যামিতির চিত্রাবলী, কারণ একটি ত্রিভুজ বা বৃত্তের ধারণা এবং একটি ত্রিভুজ বা বৃত্তের বৈশিষ্ট্যসমূহ তখনি যথার্থ উপলব্ধি করা যায় যখন মন ধাক্কা খায় কোনো ত্রুটিপূর্ণ বৃত্ত বা ত্রিভুজের চিত্র দর্শন করে, বিশেষ ক'রে যদি বিমূর্ত ত্রিভুজ অথবা বৃত্তের বৈশিষ্ট্যসমূহও তাতে না থাকে।

৪৪ ১৩৩ অদৃশ্যালোক

এই রচনার অনুলিখনকার প্লেটো তৎকালীন গ্রিক কবিতায় ব্যবহৃত রীতি অনুযায়ী এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন যার উচ্চারণগত সাযুজ্য থাকা সত্ত্বেও অর্থগত পার্থক্য থাকতো। এখানে 'হাদেস' যার অর্থ নরক আর 'আ-ইদেস', যার অর্থ অদৃশ্যালোক ব্যবহারও সেই রীতি অনুসারে।

৪৫ ১৪২ যাত্রার উৎসব

রাজহংস আপোলোর কাছে পবিত্র জীব। আর সক্রেটিস ডেলফিতে উচ্চারিত আপোলোর দৈবী ঘোষণার নির্দেশই মানা ব'লে মনে করছেন।

৪৬ ১৪৩ হুপোই

টেরেয়ুস, থ্রাচের রাজা, তাঁর নিজের পত্নী, প্রোকনের ভগ্নী ফিলোমেলাকে ভ্রষ্ট করেছিলেন। ফলে তাঁর স্ত্রী প্রোকনে তাঁদের পুত্র ইটিসের মাংস স্বামীর ভক্ষণের জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ভয়ানক কাজের ফলে রাজা টেরেয়ুস রূপান্তরিত হন একটি ঝুঁটিওয়ালা

হুপোই পাখিতে এবং পত্নী প্রোকনে হন একটি নাইটিঙ্গল। ফিলোমেলা ঈশ্বরের অভিশাপে পরিবর্তিত হন একটি সোয়ালো পাখিতে।

৪৭ ১৪৪ বীণার যে সুশৃঙ্খল

বীণা যন্ত্রের উদারা—মুদারা ও তারার—পারস্পরিক সম্পর্ক, যা পিথাগোরিযানরা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন গণিতের অনুপাত হিসেবে। পিথাগোরিয়ান দর্শনের দুইটি স্পষ্ট অনুরাগ—গণিত ও আত্মা—বীণার ব্যবহারের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। এবং এর বস্তুগত উপাদানসমূহ শরীর ও আত্মার মধ্যবর্ত্তী সম্পর্কের প্রতিভূ হিসেবে কল্পনা করা হ'তো।

৪৮ ১৪৮ মেরামতের কাজ

সাইকি একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ 'আত্মা' এবং অন্য একটি অর্থ 'জীবন'। প্লেটো এখানে জীবনীশক্তির এমন উপাদানের কথা বলছেন যা অসুখ থেকে নিরাময় করে এবং ক্ষত শুকিয়ে দেবার মতো ক্ষমতাও রাখে।

৪৯ ১৫১ মুণ্ডন করবে

অর্থাৎ শোকের চিহ্ন হিসেবে।

৫০ ১৫২ আরগিভস করেছিল

এই শপথ বাক্য ঐতিহ্যগত ভাবে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে সেই ঐতিহাসিক ৬০০ জন যোদ্ধার স্পার্টানদের খৃস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি মহাসমরের স্মৃতিতে। যে যুদ্ধে মাত্র একজন স্পার্টানই জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত অধোবদনে স্পার্টায় প্রত্যাবর্তন করার চেয়ে আত্মহত্যাই অধিকতব সম্মানজনক মনে করেছিল।

৫১ ১৫১ আইয়োলায়ুস হিসেবে

ইনি ছিলেন মহাযোদ্ধা হারকিউলিসের অনুচর এবং সহকারী।

৫২ ১৫৭ শৃঙ্খলা বস্তুত একটি মিশ্রিত বস্তু

অসংলগ্ন উপাদান সমূহের মধ্যে ব্যতিষঙ্গ।

৫৩ ১৬৪ হোমবের ওডেসির XX.17. থেকে উদ্ধৃত।

টীকা পৃষ্ঠা

৫৪ ১৬৪ তাঁর পতিদেবতার

হারমোনিয়া, সুরশৃঙ্খলা বস্তুত থীবসের রাজা কাডমুসের পুরাণ কথিত পত্নী। থীবস আবার সিমিয়াস ও সেবেসের মাতৃভূমি। ফলে সেবেসের যুক্তির সপক্ষে তাই কাডমুসের সহযোগিতা।

৫৫ ১৬৭ উত্তাপ ও শীতলতার

সক্রেটিসের শিক্ষকের নাম আর্কেলাউস এবং এই তত্ত্ব সক্রেটিসের গুরু আর্কেলাউসেরই আবিষ্কৃত।

৫৬ ১৬৭ স্মৃতি ও মতামতের থেকে

পঞ্চম শতকের খ্রি: পূ: প্রথম অংশে ক্রোটোনের আল্কমায়েয়ন নামক এক দার্শনিক প্রথম বলেন যে সংবেদনশীলতা অনুভব করার জন্য মানুষের মস্তিষ্কই দায়ী। এবং এই শতাব্দীর শেষাশেষি হিপোক্রেটিক স্কুল অফ মেডিসিন এই তত্ত্বই মেনে নেন।

৫৭ ১৭৬ পরিমাণে ক্ষুদ্রতর

গ্রিক ভাষায় 'এক মস্তক' খুব সহজপাচ্য উপমা ছিল। তুলনা বোঝাতে এই সাধারণ উপমাই সকলে ব্যবহার করতেন। প্লেটো পর্যন্ত অভ্যাস বশে এই সহজবোধ্য ও ব্যবহৃত উপমা তুলনায় ব্যবহার করেছেন।

৫৮ ১৯২ এই উপকথা

উপকথা শব্দটিব দ্বারা প্লেটো বোঝাতে চাইছেন যা গবেষণা অথবা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এরদ্বারা যা বলা হচ্ছে তার যথার্থতা বিষয়ে যেমন কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নি তেমনি বলা হয় নি যে এই বক্তব্য আসলে রূপক।

৫৯ ১৯৩ চৌমাথা রয়েছে

মনে হয় দেবী হেকেটের উদ্দেশ্যে রাস্তার চৌমাথায় উৎসর্গিত উপাচার নিয়ে ঠাট্টার সুরে উল্লেখিত।

৬০ ১৯৪ গ্লাউকাস

এমন কথা প্রচলিত আছে যে গ্লাউকাস গোলকের একতান বিষয়ক পিথাগোরিয়ানদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো গীত রচনা ও সুরারোপণ করেছিলেন।

টীকা পৃষ্ঠা

৬১ ১৯৮ যা মুল ভূখণ্ডের

প্লেটো তৎকালীন লোকায়ত বিশ্বাস 'স্বর্গতুল্য দ্বীপমালা'-র অস্তিত্ব তাঁর নিজের জটিল অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত করছেন।

৬২ ১৯৯ হোমরের ইলিয়াড-এর VIII.14 দ্রষ্টব্য।

৬৩ ২০১ মহাসাগর নামে

গ্রিকরা তখনকার সময়ে আটলান্টিককে মহাসাগর নামে অভিহিত করতেন। কখনো কখনো এই সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার চরিত্র লক্ষ ক'রে তাকে পৌরাণিক নদী ওসেনিয়সের সঙ্গে, যা প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবী বেষ্টন ক'রে আছে, তুলনা করতেন।

৬৪ ২০৪ ট্র্যাজিক কবির

যতদূর জানা যায় এমন কোনো লাইন কোনো ট্র্যাজিক সাহিত্যে নেই। সুতরাং পণ্ডিতদেব মতে এই লাইনটি নিশ্চয় কোনো প্রচলিত সাহিত্যের ব্যঙ্গ বচনা।

৬৫ ২১১ ঢেকে নিয়েছিলেন

মৃতদেহের মুখ আবরিত করাটাই প্রচলিত রীতি।

৬৬ ২১১ তা অবশ্যই দেওয়া হয়

যেন সক্রেটিস আশা করছেন জাগ্রত হবার পর তিনি আরোগ্য লাভ করবেন। যেমনটি ঘটে, কোনো রুগ্ন লোক আসক্লেপিয়াসের মন্দিরে নিদ্রাগত হ'লে, প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে।